জাতকচন্দ্রিকা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
প্রণীত।

(রিপণ কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক)

"In the interests of the race and of the individual
it is earnestly to be hoped that Astrology
may be included in the education
of the future."

By a mental specialist.

শকাব্দা ১৮৫০। ইং ১৯২৮।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা]

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি, এস্ সি,
১৪নং মুন্‌সিবাজার রোড,
বেলেঘাটা।

কলিকাতা ১৬৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরি প্রেস হইতে
আর, কে রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ

উৎসর্গ পত্র।

যিনি জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া আজীবন আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, যিনি মাতৃভাষার সম্যক পরিপুষ্টিকল্পে প্রাণপাত করিয়াছিলেন, যাঁহার কখন আত্ম-পর ভেদ-জ্ঞান ছিল না অপার স্নেহময় সেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণ-সরোরুহ ধ্যান করিয়া এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থ ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে উৎসর্গীকৃত হইল।

যিনি পরম আদরে চত্বারিংশৎবর্ষ পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল-মন্ত্রে দীক্ষা-দান করিয়াছিলেন, যাঁহার অসীম জ্ঞান ও সঙ্কেত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দির অভিজ্ঞতা—লুপ্ত হইতে চলিল, সুরগুরুতুল্য সেই আচার্য্য-মহোদয়ের শ্রীচরণে কোটিবার প্রণতি-পূর্ব্বক এই ভক্তিপুষ্প অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

যে রাজর্ষির মহোৎসাহ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে আজ এই মনোরথ পূর্ণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইত, যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া দেশের বহু কল্যাণ-যজ্ঞে ইন্ধন যোগাইয়াছেন, সেই অসামান্য শাপভ্রষ্ট নৃমণির উদ্দেশে পরম-সমাদরের সহিত এই প্রীতি উপহার প্রদত্ত হইল।

বিনীত

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

বহুবিধ বাধা ও উৎপাত অতিক্রম করিয়া এতদিনে * শ্রীশ্রীভগবানের অপার-কৃপায় এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের জঠর-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ পাইল। বঙ্গীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল অনেকেই ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আস্থাবান। এই শাস্ত্রের রহস্যগুলি উদ্ঘাটিত করিবার বিপুল-চেষ্টা বঙ্গদেশে অনেক সুযোগ্য জ্যোতিষী মহাশয়গণ আমার বহুপূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য জ্যোতিষানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিকট তাঁহারা বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ। অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দৈব-কৃপায় পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আর্য্যজ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞাতব্য স্থূল-বিষয়-গুলি শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। তখন এই মহাসাগরের সীমা ও গভীরতার জ্ঞান কিছুই উপলব্ধি করি নাই। জীবনের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজ সত্য সত্যই বুঝিয়াছি যে, জ্ঞান-সাগরের তীরে বসিয়া কয়েকটী উপলখণ্ড-মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে পাশ্চাত্য-জ্যোতিষের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। Directions গণনার সারবত্তা এবং তৎসংক্রান্ত কতিপয় বিষয় উত্তরোত্তর আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। এই জন্য জীবনের সায়াহ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

* আরম্ভ তারিখ ১৯২৭ সাল ৬ই ফেব্রুয়ারী, বেলা ২টা

দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের চিন্তা-ধারার সমন্বয় করিয়া জাতক-চন্দ্রিকাকে আজ বঙ্গীয় সুধীগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা গেল। বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত-দ্বারা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে জ্যোতিষের প্রতিপাদ্য "কাল-মহিমা" স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি কতদূর তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শেষার্দ্ধে রাশি-স্বভাব ও রব্যাদি গ্রহগণের প্রকৃত-স্বরূপ ব্যাখ্যা যে ভাবে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে সেরূপ কেহই করেন নাই। কারকতার সম্যক জ্ঞান না জন্মিলে ফলাদেশ করিবার প্রকৃত শক্তি ও অধিকার লাভ হয় না। ভাব-বিচার, দশা-বিচার ও গোচর-গণনা করিবার সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা পদে পদে জ্যোতিষী-মাত্রকেই উপলব্ধি করিতে হয়। দ্বাদশটী রাশি এবং একাদশটী গ্রহের যে ছবি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া যদি জ্যোতিষ-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কাহারও যদি অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান-বৃদ্ধির পক্ষে ইহা সহায়তা করে, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের বিপুল-শ্রম সার্থক হইবে। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার authority উদ্ধৃত করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে, যেন কেহ মনে না করেন যে সেগুলি গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ-মাত্র। আইনের নজীরের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, এক্ষেত্রেও সেইরূপ কার্য্যকালে উদ্ধৃতাংশের উপকারিতা অনুভূত হইবে। গ্রন্থের কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধির ভয়ে অনেক স্থলে ইংরাজীর অনুবাদ দেওয়া হয় নাই, আশা করি আজকাল ইংরাজী-শিক্ষিত সুধীগণের নিকট এই ত্রুটী

উপেক্ষিত হইবে। ভাব-বিচার, গোচর ও দশা-গণনা এবং পাশ্চাত্য ও এদেশীয় মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার যাবতীয় গণনার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা হইবে। সর্ব্বশেষে নানা-দেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জন্মকুণ্ডলী ও তৎসহ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রানুশীলনের ও মূল-সূত্রের প্রয়োগের পথ প্রদর্শিত করার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে সুধীগণের নিরপেক্ষ-বিচারে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইলে গ্রন্থকারের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন-উপলক্ষে পাশ্চাত্য এবং এই দেশের বহু গ্রন্থকারগণের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। প্রত্যেকের উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি, কেবল এইখানে উপসংহারে তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। অলমতি বিস্তারেণ। ইতি—

বেলেঘাটা
১৬ নং মুন্‌সীবাজার রোড
১লা মে, ১৯২৮

গ্রন্থকারস্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

জাতক-চন্দ্রিকা

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

উপক্রমণিকা।

জরামরণশীল ইহসংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে কত শত মানবের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। এই জন্মমৃত্যুর ব্যবধান-কালে বর্দ্ধিতায়তন জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিপুষ্ট মানব-সমাজ যুগে যুগে প্রকৃতি-দেবীর গূঢ় রহস্য-রাশি লুণ্ঠন করিয়া মহাদর্পে স্বাধিকার-সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি নিরবধি কাল অজেয় ও দুর্জ্ঞেয় রহিয়া যাইতেছে। এই কাল-মহিমায় কোন কোন মানব প্রতিভার অবতার বলিয়া সর্ব্বজন-পূজিত হইতেছে, কেহবা বহুপ্রকারে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া হেয় জীবন-ভার বহন করিতেছে। এই বৈষম্য বিপুল-রহস্যজালে আবৃত। শুধু বীজধর্ম্মের (Heredity) দ্বারা বা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর (environment) ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা এই বিপুল রহস্যের ব্যাখ্যা হয় না। হিন্দুশাস্ত্র পূর্ব্ব-জন্ম ও পরজন্ম স্বীকার করিয়া মানবের স্বীয় কৃত কর্ম্মের final resultant স্বরূপ "অদৃষ্ট"-বাদ

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই "অদৃষ্ট" বলিয়াই বিধি-লিপি সচরাচর কথিত হয়। ইহারই ফলে কেহ বা স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করেন, কেহ বা নেপোলিয়ান হইয়া সাম্রাজ্যধ্বংস করিয়া বিজয়ী সম্রাট্ হন, কেহ বা কুবের-তুল্য ধনবান হইয়া Henri Ford হন। কেহ বা জ্ঞানের শুভ্র যশ অর্জ্জন করিয়া স্যর জগদীশ বা কবীন্দ্র রবীন্দ্র হইয়া বিশ্ব-পূজিত হইয়া থাকেন। আমরা ব্যক্তি-বিশেষের উক্ত প্রকার প্রতিষ্ঠা-লাভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি এবং তৎতৎ ব্যক্তির পুরুষকারের স্তুতি করিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ কেবল পুরুষকারের শক্তিতে এবম্বিধ ফল লাভ হইতে পারে না, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যদি পুরুষকারের শক্তি অপ্রতিহত বলিয়া স্বীকার্য্য হইত, তাহা হইলে নেপোলিয়ানের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর St. Helenaয় বন্দীভাবে জীবনের শেষ করিতেন না এবং বিগত মহাযুদ্ধের অধিনায়ক জর্ম্মান-সম্রাট ও রুষ-সম্রাটের শোচনীয় দশা হইত না।

উপযুক্ত কালে কার্য্য আরম্ভ করিলে সুফল পাওয়া যায়, ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে। সময়ে বীজ রোপণ করিলে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, অন্যথা নহে। মার্কিণ দেশে ইহাও পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে, যে বিভিন্ন বিভিন্ন তিথিতে বীজ-রোপন করিলে ফলের বিশেষ তারতম্য হয়। অবশ্য এইরূপ পরীক্ষা স্থলে মাটীর গুণাগুণ, জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা এবং আতপাদির শক্তি বা গুণ—এই সকলের তারতম্য করা হয় নাই।

প্রাচীন ঋষিগণ কালের মহিমা অবগত ছিলেন বলিয়াই প্রজনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে অসংযত প্রজনন-ক্রিয়ার ফলে দুরন্ত রাক্ষসাদির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। মানব-সমাজে এই প্রজনন মুহূর্ত্তের উপযোগিতা ও উপকারিতা এবং প্রয়োগ ব্যবস্থা Bailey সাহেবের Pre-natal Epoch নামক উপাদেয় গ্রন্থে

এবং তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বহু প্রবন্ধে (vide British Journal of Astrology) দ্রষ্টব্য।

কালের এইরূপ একটা মহিমা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হয়, কি কারণে এই মহিমার বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করা যায়। নিরন্তর পরিভ্রমণশীল রবিচন্দ্রাদি-ব্যোমনিবাস-গণের মেষাদিদ্বাদশরাশির ৩৬০ অংশে এবং অশ্বিন্যাদি সাতাইস-নক্ষত্রে অবস্থিতি এবং যোগ ও দৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধ-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কাল-মাহাত্ম্য সৃষ্ট হয়, ইহাই ফলিত-জ্যোতিষের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন বিভিন্ন "অদৃষ্ট" লইয়া অশরীরী মানবাত্মা উপযুক্ত কালে পুনর্জ্জন্ম লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। যে কালে জন্মগ্রহণ করিলে বুদ্ধচৈতন্য বা পরমহংস-দেবের ন্যায় মানবের জীবনের অভিনয় সুসম্পন্ন হইতে পারে, ঠিক তদুপযুক্ত কালেই বিধি-লিপি অনুসারে তত্তৎ মানবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন্ বংশে উক্ত মানবাত্মার অবতরণ প্রয়োজন, তাহা তত্তদ্বংশের সাধনা-সাপেক্ষ এবং মানব-বুদ্ধির অগোচর দুর্জ্জ্ঞেয় দৈব শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বোধ হয় এখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব। মনে করুন, কোন একটী বৎসরের কোন একটী তারিখে কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে কোন মানবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাৎকালিক-গ্রহ-সমাবেশ পূর্ব্বক লগ্নাদিনিরূপণ করিয়া উক্ত জাতকের "বিধিলিপি" কি প্রকারের হইবে, তাহা যে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাকেই জ্যোতিষ-শাস্ত্র কহা যায়। অনেক সময় এই প্রশ্ন উঠে কিরূপে এই ফল সংগ্রহ হইল? জ্ঞানের পথ দ্বিবিধ—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতা বা ভূয়োদর্শন জনিত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ যে সকল ফলশ্রুতি আছে, হিন্দুদিগের বিশ্বাস তাহার অধিকাংশ ফলই তপস্যানিরত সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ। পাশ্চাত্য মতে এই সকল বহুযুগ ধরিয়া মানবের ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞান-লব্ধ।

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয় যখন বাস্তব-জীবনের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তখন ভূয়োদর্শন যে অত্যাবশ্যকীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে রাস্তাঘাটে বাহির হইলে মোটরচাপা পড়িবার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীগণ "মোটর-দুর্ঘটনা" নির্দ্দেশ করিবার উপযুক্ত যোগাযোগ জন্মকুণ্ডলীতে বোধ হয় খুঁজিয়া পাইতেন না, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষী মহাশয়গণ উক্ত প্রকার যোগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা বলিতে হইবে, যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ যাঁহার যে পরিমাণে উন্মুক্ত, তিনি সেই পরিমাণে ফলবিচারে পটুতা লাভ করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক, যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জিতেন্দ্রিয়, নিত্যযুক্ত এবং স্থিরধী হইতে হইবে। শাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বিদ্ লক্ষণ এইপ্রকার :—

> "হোরাশাস্ত্রসমুদ্রপারগমনে নূনং সমর্থো মহান্।
> পাট্যাখ্যে গণিতে চ বীজগণিতে যো দর্ভগর্ভাগ্রধীঃ।
> সিদ্ধান্ত-স্ফুটবাসনা-প্রকথনে ভেদৈরনেকৈর্যুতে।
> গোলে স্যাৎ কুশলঃ স এব গণকো যোগ্যঃ ফলাদেশকে"॥

এক্ষণে এই শাস্ত্রজ্ঞানের বিরুদ্ধে আর একটী গুরুতর অপবাদ শুনিতে হয়। যদি মানবের বিধি-লিপি এমনই হয়, যে কোন একটী অবশ্যম্ভাবী ফল-ভোগ কোন নির্দ্দিষ্টকালে তাহাকে করিতে হইবে, তবে পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিয়া বৃথা জীবনের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? আবার দৈববশে সকল ঘটনা হয় বলিয়া যদি নিশ্চিন্ত মনে লোকে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ নষ্ট হইতে পারে এবং অলস, অকর্ম্মণ্য ক্লীব ব্যক্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে শাস্ত্র চর্চ্চার ফলে

দেশমধ্যে "লক্ষ্মণ সেনের" প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা, সে শাস্ত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

উক্ত প্রকার বিতর্ক-স্থলে শাস্ত্রকারগণ স্থির-ভাগ্য এবং অস্থির-ভাগ্য এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিধিলিপি বিভক্ত করিয়াছেন। মানবের পূর্ব্বদৈহিক নিজকৃত কর্ম্ম হইতেই ভাগ্যের উৎপত্তি এবং দৃঢ়কর্ম্মোপার্জ্জিত যে ভাগ্য তাহা প্রবলতর এবং শিথিল-কর্ম্মোৎপন্ন ভাগ্যফল নিরোধযোগ্য। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে, সেটী স্থিরভাগ্যজনিত অথবা অস্থিরভাগ্য-প্রসূত, ইহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? জন্মকুণ্ডলীর গ্রহসমাবেশ লক্ষ্য করিয়া স্থলবিশেষে এইরূপ নির্ণয় করিতে পারা হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোধ হয় তাহা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য ভগবান ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন—

"হন্যতে দুর্ব্বলং দৈবং পৌরুষেণ বিপশ্চিতা"

অর্থাৎ ইহজন্মে পৌরুষ বা উৎকট চেষ্টা-সম্ভূত দ্বিতীয় ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বদৈহিক পৌরুষ-সম্ভূত দুর্ব্বল ভাগ্যজনিত অশুভ ফলের প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। মনে করুন, কোন ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ বা জলমগ্ন হইবার যোগ দৃষ্ট হইল। সে ক্ষেত্রে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাহাতে পুড়িবার বা জলে ডুবিবার ভয় আছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইবে? বরং এইরূপ যোগ আছে জানিতে পারিয়া সতত সাবধানে থাকিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ সময়ে উক্ত ভয়ের সম্ভাবনা, তাহা বিজ্ঞ জ্যোতিষী বলিয়া দিতে পারেন। আর এক কথা, মানব মাত্রেরই একদিন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহা নিশ্চিত জানা সম্ভবপর হয়, তবে স্থলবিশেষে তাহার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরকালে আস্থাবান ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিলে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা কোন প্রকারেই নিন্দনীয় হইতে পারে না।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, জ্যোতিষী অভ্রান্ত নহেন এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বই মানবের করায়ত্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করা কখন সম্ভব হয় না, এবং শাস্ত্রের অপূর্ণতা অথবা শাস্ত্রজ্ঞের অনবধানতা বা অজ্ঞতা যে কতটা দায়ী, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা আনয়ন পক্ষে, তাহা বলাই সুকঠিন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও যে ফল মিলিয়া থাকে, ইহাই যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এতদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে Max Heindel সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে (The Message of the Stars) অতি সারগর্ভ, নিম্নে উদ্ধৃত, যে কয়েকটী কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের তৃপ্তি সাধন করিবে ঃ—

"From the higher stand-point those who are living in the lap of luxury are to be pitied when their lucky stars give them all the good things of this world and cause them to forget that they are stewards and that the day is coming when their souls shall be required of them with an account of their stewardship. They shall then be forced to confess that they have failed to use the substance entrusted to them in the proper manner, while others, under the stress and strain of life, expressed by the horoscopical squares and oppositions, have wrung from their unlucky stars a measure of victory. What wonder then if the king's messengers, the circling stars, ake from the unfaithful steward that which he had and give to the other, changing the latter's adversity to prosperity in later lives. Thus the pendulum of luck and

loss, success and failure swings through many lives till we learn to make our own "Luck" by ruling our stars. And it is this necessity for change that is ministered unto us by the circling stars which form configurations, that we call good or evil, though they are neither from a higher stand-point: for no matter how good the horoscope, by progression of the stars, evil configurations are sure to come and no matter how evil, there are always new opportunities for good given by aspects of the Sun, Venus and Jupiter to our planets at birth.

All that we have to do is to grasp the opportunity, and help our stars, that our stars may help us."

এক্ষণে পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে মৎকর্ত্তৃক পঠিত একটী প্রবন্ধ আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দ্বারা ফলিত-জ্যোতিষের জ্ঞানের সীমা ও প্রয়োজনীয়তা এবং কালের মহিমা স্পষ্টতর হইবে।

জ্যোতিষিক-বার্ত্তা। *

(The Message of the Stars.)

একদা স্মরণাতীত প্রাচীন কালে এই ভারতভূমিতে আর্য্য-ঋষিগণ পার্থিব সকল ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মস্থ হইয়া ভগবতী ভারতীর সেবা-পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় সমগ্র সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং নানা কলাশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিয়া মানবের জ্ঞানের স্পৃহা ও সীমা সসীম হইতে অসীমে লইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞানের এই অভ্যুদয় যৎকালে ছিল, তৎকালে ভারতে আয়ু ও আরোগ্য, শৌর্য্য ও বীর্য্য, জ্ঞান ও সুখ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, শিল্প ও বাণিজ্য, ধর্ম্ম ও নীতি, শান্তি ও প্রীতি সকলই ছিল। কালের কুটিলগতি-বশতঃ আজ আমাদের সকল বস্তুর অভাব এবং অবনতি ঘটিয়াছে। তাহার জন্য আজ দুঃখ করিতে আসি নাই। যেহেতু ইহাই আমাদের বর্ত্তমান নিয়তি। Let the dead bury its dead—গতস্য শোচনা নাস্তি—ইহাই সনাতন নীতি। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য "শুভের" বীজ বপন করিতে চেষ্টা করাই প্রয়োজন।

সুদূর সিন্ধুর অপর পারে মহেন্‌জোদারোর ভগ্নস্তূপের মধ্যে অন্তর্হিত অমূল্য নিদর্শনরাশির পুনরাবিষ্কার করিয়া বঙ্গের যে মনস্বী প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের অনুপম লুপ্তসভ্যতার ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্র-সিন্ধুর মধ্যে অবতরণ করিয়া আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহার গর্ভে যে

---

* এই প্রবন্ধটী বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৫ সাল) বুধবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ, ডি, এস্ সি।

অসংখ্য ও অমূল্য জ্ঞানের রত্নাবলী আছে, তাহারই দুই চারিটী উদ্ধার করিয়া এই অপার জ্ঞানসিন্ধুর মহিমা ও সীমা এবং গভীরতা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। উদ্বাহু বামনের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার এই উদ্যম হাস্যাস্পদ হইলেও, আশা করি, আমার অক্ষমতাজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি আপনারা ক্ষমাশীল হইবেন এবং কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্যগুলি শ্রবণ করিবেন। প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রদ্ধেয় কতিপয় বন্ধুগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "জ্যোতিষ-শাখা" সম্প্রতি খোলা হইয়াছে বলিয়াই আজ আমি আনন্দিত। কারণ এতদিনে মনে হয় লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্যক্ ও বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা হইবে এবং জনসাধারণের শুভদৃষ্টি এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

অতএব বিশ্বকবির আকাঙ্ক্ষার সহিত আমার আকাঙ্ক্ষা মিলাইয়া তাঁহারই অনুচ্ছন্দে এই বিপুল রহস্যরাজ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য প্রার্থনা করি :—

"খোল, খোল, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
খুঁজিব তাহার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হ'তে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হ'তে নামে পৃথ্বীপরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা;
যেথা হ'তে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণ-দীপ্ত টীকা॥"

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র দুই শাখায় বিভক্ত। এক ভাগ "গণিত," অন্য ভাগ "ফলিত"। আমরা "ফলিত" শাস্ত্রের প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিব। গ্রহগণ নিয়ত অন্তরীক্ষে নিজ নিজ কক্ষায় ভ্রমণ করিতে করিতে নানাপ্রকার যোগদৃষ্টি-জনিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে এই জ্ঞানলাভ হইয়াছে,

যে ঐ সকল যোগাদির এক একটী বিশেষ বিশেষ ফল মানব-জীবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রহাদির এই বিশিষ্ট প্রভাব যে শাস্ত্রে সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয়, তাহারই নাম ফলিত-জ্যোতিষ বা Astrology। পাশ্চাত্য মনীষিগণ এতৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা এই :—

"Astrology is a deductive science formed during hundreds of centuries of observation of the effect of planetary vibrations and their influence upon bodies susceptible to their reception." [Dr. Llewellyn George.]

"Let us take it as a working hypothesis that the planets act and react upon one another, producing a variety of perturbations and reactions, not only in the bodies themselves, but in the atmospheres surrounding them, and in that more tenuous and subtle medium, which is called Spatial Ether. Then it will follow that even the brain and nervous system of man are subject to the stimulus of etheric vibration and thus to planetary action " [Sepharial.]

"Astrology, as the interpreter of Nature, shows that the world is conducted according to a well-defined plan, duly timed with marvellous precision and effected with unerring accuracy."

"The study of Astrology shows us when certain influences are to operate, and our own state of being, mentally, physically, and spiritually, decides the quality

of the results as effecting us and our immediate surroundings."

"Planetary forces are urges"

"All impulses which manifest through the senses find their original stimulus and direction in planetary vibration. Life, as we know it, originates, exists and manifests through vibrations."

সমগ্র জ্যোতিষ (ফলিত) শাস্ত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা ঃ—

(১) জাতক গণনা (Calculation of Nativities)।

(২) নষ্ট-কোষ্ঠী-উদ্ধার গণনা।

(৩) প্রশ্নগণনা (Horary Astrology)।

(৪) রাষ্ট্রগণনা (Mundane Astrology)।

(৫) ঝড়বৃষ্ট্যাদিগণনা (Astro-Meteorology)।

(৬) কৃষিবাণিজ্যাদি গণনা (Agricultural, Commercial Astrology)।

(৭) স্বাস্থ্য এবং রোগ গণনা (Medical Astrology)।

(৮) দুর্দ্দৈব গণনা (Calculations of Accidents and Criminal Propensities)।

(৯) জীবাদির গর্ভ গণনা (Pre-natal Epoch and Animal Horoscopy)।

এক্ষণে গ্রহশক্তি কিরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে, সামান্য ভাবে তাহা এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

Agriculture বা কৃষি-কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত, তাঁহারা জানেন যে, কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী তিথির পর চতুর্দ্দশী তিথির মধ্যে কর্কট, বিছা ও মীন

রাশি গত চন্দ্র হইলে যে শস্য বা ফল ভূমির উপর উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ বা চারা জমীতে রোপণ করা হইলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

Poultry-man (কুক্কুটাদি যাঁহারা পোষণ করেন) জানেন যে, অমাবস্যা তিথি এবং কর্কট, বিছা, মীন রাশি গত চন্দ্র থাকিতে থাকিতে eggs "ডিম" ফোটান প্রয়োজন; অর্থাৎ ""eggs should be set on such date that 21 days later, they will be hatched when the moon is new and in a fruitful sign."

যাঁহারা share-marketএ আনাগোনা করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, "Saturn produces a depression in the value of securities controlled by the sign in which the planet is placed"; "also Saturn in an "earth" sign will make real estate matters active and selling of land favourable."

যাঁহারা Health Statistics রাখেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন, "When Uranus and Saturn come into opposition aspect, people are inclined to do things which are detrimental to health and epidemics like influenza prevail." A. B. 1918-1919.

Epidemics সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তথ্য নির্ণয় করিয়া Dr. A. J. Pearce তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—

" The frequency of the coincidence of volcanic eruptions and earthquakes with the outbreaks of epidemics, tends to support the hypothesis of planetary action being the exciting cause of all these phenomena ; and electricity may be the Agent. Noah Webster relates a very large number of such coincidences."

"Zuelzer records that the Influenza first appeared in that part of the world, wherein these eclipses were visible. There were no fewer than six eclipses in 1830."

যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগকে Pearce সাহেবের Text Book of Astrology, Book IV., Ch. I, "Epidemics and Planetary Influence" পড়িতে অনুরোধ করি।

Cholera, Smallpox, Influenza, Plague,—গ্রহগণের সংযোগ-ফলে, যাদুমন্ত্রে আহুত দানবের ন্যায়, ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া লক্ষ লক্ষ মানবের শোণিত পান করিয়াছে। আবার সেই সংযোগের বিশ্লেষণে, নিমেষের মধ্যে তিরোহিত হইয়াছে। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় আমাকে সতত যদি সাবধান না করিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটীর দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিতাম। যাহা হউক, সংক্ষেপে এখানে দুই একটী উদাহরণ দিলাম :—

১। From the planetary positions at the Solar Eclipse of June 6th 1853, Zadkiel I foretold that "fierce and violent maladies and pestilential diseases will destroy vast numbers of the human race."

England ও France, Scotland ও Ireland এবং United States of America—এই সকল দেশে 1853-54 পর্য্যন্ত Cholera উৎসব আরম্ভ করিয়াছিল।

Astrological Bulletina, 1920 Aug. সংখ্যায় লেখা আছে :—

"One of the biggest events, astrologically speaking, of recent years, has been the opposition of Saturn and Uranus, culminating with exact aspect in October 1918,

giving the maximum of its influence at that time from the vital sign Leo and the electrical sign Aquarius, at which time, the dreaded "Flu" assumed its maximum of fatality"

Llewellyn George সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন (Causes of Pestilence, A. B. 1919 October): "The history of noted scourges will show, if the dates of the same are referred to appropriate ephemerides of planets' places, that their appearances always coincided with planetary configurations of an adverse nature and that the maximum of planetary influence was followed by the maximum of effect in epidemics."

রাষ্ট্রগণনা (Mundane Astrology) অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। গ্রহাদির প্রভাব উপলব্ধি করিতে হইলে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে গ্রহাদির যোগ দৃষ্টিফল মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যদেশে রাষ্ট্রীয় গণনায় কয়েকটী সুন্দর পদ্ধতি আছে যথাঃ—

(১) মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির ০° ০′ ০″তে, যে মুহূর্ত্তে সায়নমতে সূর্য্যদেব প্রবিষ্ট হইবেন, তদুপরি লগ্নাদি নির্ণয় করিয়া ফলাদেশ করা হয়।

(২) অমাবস্যা ও পূর্ণিমার আরম্ভ কাল ধরিয়া ঠিক উক্ত প্রকারে গণনা করা হয়। যদি গ্রহণ লাগে, তাহা হইলে তাহার বিশিষ্ট ফল বিবেচনা করিতে হয়।

(৩) ভৌমাদি প্রধান গ্রহগুলি (major planets) পরস্পর একত্র সংযুক্ত বা সপ্তম দৃষ্টিমধ্যে পতিত হইলে (conjunctions and

oppositions), সেই মুহূর্ত্ত অবম্বন করিয়া লগ্নাদি ভাবস্পষ্ট করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল বিচার করা হয়।

এই Conjunctions ও oppositionsএর ফলে রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার উপদ্রবের, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ঘটনা এবং কোন কোন সংযোগের ফলে ভীষণ মড়কের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে রাশিতে উক্ত সংযোগ হয়, সেই রাশি-নির্দ্দিষ্ট দেশে ঐ সকল বিপদ ঘটে।

হার্শেল ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের conjunction ১৭১ বৎসর অন্তর ঘটে। এবং যখন ঘটে, তখন বহুবর্ষ-ব্যাপী দুর্দ্দৈব দেশবাসীদিগকে আক্রমণ করে—তাহার কারণ উভয় গ্রহের দীপ্তাংশ (orbs) অতিক্রম করিতে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়।

১। 1821 সালের March মাসে মকরের ৬°তে প্রথম conjunction ঘটিয়াছিল ও তৎফলে ঃ—

(১) Death of Napoleon Bonaparte, 1821 May.

(২) Massacre of 40,000 men by Turks, and Declaration of Independence by Greece in 1822 January 1.

(৩) Invasion of Spain by France in 1823.

(৪) Cholera epidemic of exceptional virulence in India and Europe, 1829-30.

১৯০৬ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯১০ সালের অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত দুই গ্রহ কর্কট ও মকর রাশি গত হওয়ায় opposition aspect ঘটে। এই সময়ের মধ্যে বিলাতে তিন বার General Election, তিন জন মন্ত্রীর পদত্যাগ এবং Parliament-মহাসভায় Commons এবং Lordsদের মধ্যে ক্রমাগত বিসংবাদ চলিয়াছিল।

Raphael সাহেব শনি এবং হার্শেল গ্রহের সংযোগের ফলাফল সম্বন্ধে বলেন :—"The conjunctions of Saturn and Uranus and those of Uranus and Neptune are generally connected with serious pestilences and evils"; Alan Leo বলেন, "They bring serious political troubles for the country ruled by the sign in which it happens"

৯১ বৎসর অন্তর ঐ দুই গ্রহ রাশিচক্রের একই অংশে সংযুক্ত হয়, কিন্তু ৪৬ বৎসর অন্তর উভয় গ্রহ এক রাশিগত হইতে পারে।

২। ১৮৫২ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে Uranus conjunction Saturn বৃষ রাশিতে সংঘটিত হইয়াছিল। বৃষ রাশি Crimea and Persia দেশের উপর প্রভাবসম্পন্ন। Ireland, Asia Minor, Grecian Archipelago প্রভৃতিরও সূচক।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়—"The Crimea was invaded by the allied armies and a terrible and protracted war ensued (1854 September 14.)

Battle of the Alma, September 20, 1854.

Siege of Sebastopol, October 17, 1854.

Battle of Balaklava, October 25, 1854.

Battle of Inkerman, November 5, 1854.

Earthquake, May 14, 1853: Shiraz destroyed and 12,000 people killed (foretold by Zadkiel).

Persian Gulf was the scene of sanguinary naval warfare (foretold by Zadkiel).

৩। ১৮৯৭ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে বিছা রাশির ২৮ অংশে আর একটী conjunction হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের মধ্যে Norway

ও Transvaal প্রদেশে বিছা রাশির আধিপত্য লক্ষিত হয়। এই conjunctionএর স্থিতিকালমধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এইরূপ দেখা যায়ঃ—

Sweden lost rule over Norway.

1897 April 17—Turkey declared war against Greece.

1898 April 20—U. S. went to war against Spain.

1899 October 11—Boer War.

1900 October 25—Annexation of Transvaal.

1897—Plague in India.

যাঁহারা রাষ্ট্র গণনা করিতে জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে ১৯০২ সালে ২৬শে মে তারিখে অমাবস্যা তিথিতে যখন Tauri নামক একটী নক্ষত্রের সহিত চন্দ্র মিথুন-রাশির 4° 30′ (সায়ন) কলায় সংযুক্ত হইয়াছিল, তখন "after this new moon, the civilized world was horrified by the awful slaughter at Belgrade, when King Alexander and Queen Draga of Servia were murdered in a military revolt" (The Horoscope, Vol. II. 1904).

অথবা মঙ্গলগ্রহের গতিবিধির সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহারাও বলিতে পারিবেন যে, 1832 সালে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর অতি সন্নিকটস্থ হইয়াছিল, তখন "England was on the verge of revolution and only the passage of the Reform Bill prevented serious disturbances and cruel war." ১৫ বৎসর পরে ভৌম আবার সেইস্থানে যখন পুনরায় আগমন করিয়াছিল, তখনও "Louis Philippe met his downfall in France, the Pope was forced to seek safety in flight from Rome, and every Government in Europe felt some disturbing element."

পুনরায় 1892 সালে মঙ্গলের শুভাগমনে Pennsylvania, Western New York প্রভৃতি নানাদেশে labour strike আরম্ভ হইয়াছিল।

বিস্তার-বাহুল্য-ভয়ে ধারাবাহিকরূপে ইতিহাসের ঘটনাবলীর সহিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহাদির-যোগদৃষ্টিসম্বন্ধজনিত ফলাফলের সামঞ্জস্য-তালিকা এখানে পাঠ করিলাম না।

আবার যাঁহারা ঝড়-বৃষ্ট্যাদি গণনা জানেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য দুই একটি উদাহরণ দিতেছি :—

"The weather of the Spring Quarter of 1878 will be remarkable for wind and rain and many disastrous shipwrecks will follow" (Zadkiel's Almanac, September 1877.)

ঐ বৎসর ১৮৭৮ (২৬ মার্চ্চ তারিখে) Eurydice নামক একখানি জাহাজ প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ৩৩০ জন লোকসহ ডুবিয়া যায় এবং ঐ বৎসর Spring Quarter বন্দরস্থ বহু জাহাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল।

বুধগ্রহ যে বহুবার প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কারক হইয়াছেন, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত আধুনিক ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন :—

"In the middle of September 1924, there were floods in the Punjab and many villages were submerged in Bharatpur State. This followed the aspects Mercury opp. Uranus, Sun conj. Mercury, Sun opp. Uranus. At the eclipse of the moon of August 14, Mercury was on the cusp of the 4th house opp. Uranus in the watery sign Pisces" (Modern Astrology, January 1925).

"At Washington, 21st December 1887, at 9-56 P. M. Mercury was in the 4th angle and nearly opp. Uranus. The fearfully severe winter that followed and the terrible blizzards resulting in appalling loss of life, will long be remembered" (A. J. Pearce, Text Book of Astrology, page 366).

ভূমিকম্প সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত theory বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী (practical) observations জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। The late Commander Morrison R. N. (1834) ভূমিকম্প-গণনায় অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার theory এই যে—

"Great earthquakes result from, and coincide with, eclipses of the sun and moon and with conjunctions and oppositions of the major planets in the signs".

"In 1868, an annular eclipse of the sun took place, the line of central eclipse passing through Peru" (The Future, Vol. II 1898).

সাতখানি সহর (South America, 0°-15° S. Lat.—Peru এবং Ecuador) সেই ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় ও ২২,০০০ লোক মরে।

In 1891 the eruption of Vesuvius and earthquakes of Italy were foretold by Zadkiel.

Messina Earthquake, (১) Oct. 23, 1907 and (২) Dec. 28, 1908.

(১) রবি-বুধ-শুক্র opp. চন্দ্র ; গুরু opp. ভৌম, নেপচুণ, হার্শেল ; নেপচুণ conj. হার্শেল।

(২) হার্শেল, রবি, বুধ opp. নেপচুণ ; শনি Square শুক্র ; চন্দ্র evil aspect to রবি, বুধ, হার্শেল। [Stars of Destiny.]

বিস্তার-বাহুল্য-ভয়ে বহু উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও দেওয়া সম্ভব হইল না।

সেদিন জাপানে যে ধ্বংসলীলা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও Morrison সাহেবের theory অনুসারে গণনা করা যাইতে পারে। যাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা Zadkiel's Almanac for 1924 দেখিবেন।

Commercial Astrology.

এতৎপ্রসঙ্গে Sepharial সাহেব তাঁহার "The Law of Values" নামক পুস্তিকায় একটী সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই :—

১। "I have written this book for intelligent and practical men of the world, who are or will some day be, in a position to employ money, and I have given rules and proofs such as will enable anybody to employ their means to the best advantage."

"In 1898, when Saturn was in Sagittarius (Spain) the Govt. security on the open market was "Spanish 4% Sealed Bonds."

"In April 1898, Spain was engaged in a disastrous conflict with U. S. A. and its imme-

diate effect was to cause a slump in "Spanish Fours ; " there was a fall of 50 p. c., and American wheat went up with a bound."

২। "Saturn passed into Capricornus in 1900 (India), and this was accompanied by the great famine, which resulted in the creation of a Mansion House Fund for the relief of the starving millions of India.

৩। In 1905 Saturn entered Aquarius (Russia), and war broke out between Russia and Japan.

৪। In 1897 the 5% Loan stood at 154 ; in 1906 at 90 only.

In 1897 the 3½% Gold Loan stood at 103, and in 1906, it had fallen to 60.

৫। In 1920 June 7th, the aspects of Saturn opp. Uranus culminated and its malign influence began to wane. Prices of many products gradually began to moderate, especially among manufactured articles.

৬। ১৮৯৩ সালে ৩০শে জানুয়ারী হইতে ১৬ই মে পর্য্যন্ত Australiaতে ১৫টী bank failure ঘটে। বলা বাহুল্য কত কোটী টাকার শ্রাদ্ধ ইহাতে হইয়া যায়।

উক্ত ৩০শে জানুয়ারী, শনি বক্র হইয়া তুলার 12° 44′ স্থিত হন। তাহা ছাড়া আরও কারণ আছে (The Future, June 1893, page 96) যথা :—

"The disastrous failure of several banks in Australia, causing enormous losses in April and May, quickly followed the vernal ingress, at which Saturn had just ascended and Uranus was in the ascendant, at Melbourne, and the new moon of the 17th. April, whereas Mercury was in the 9th house and in opposition to Saturn, and Uranus was in the 4th angle,"

M. A. 1923 July সংখ্যায় G. R. Warwick সাহেব লিখিয়াছেন :—

"Failures of banks of any size are liable to occur when Jupiter is passing through Gemini Virgo, Scorpio, Capricornus, Aquarius. The actual failures are most liable to occur when Saturn is retrograde in those signs."

Criminology.

এক্ষণে চুরি, ডাকাতি, খুন, আত্মহত্যা, জুয়াচুরী, ব্যভিচারাদি নানাবিধ অপরাধ সম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্র কি করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে George W. Smallwood, M. D., President of the Aquarian Movement, Astrological Society, Boston, যাহা বলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

Each birth nativity shows the weakness which the individual may be taught·to overcome. If neglected, it may lead to crime, when some evil transit or

direction awakens the lurking evil thoughts to destructive action."

"Epidemics of crime, diseases, and accidents occur in all parts of the earth at intervals. There are periods when the law-breaker is under evil aspects, when it is better that he should be kept apart from his fellow-men, but mere suppression will never solve the question of crime."

Animal Horoscopy.

Heinrich Daath সাহেব জীবজন্তুর আধানলগ্ন লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা আমরা শুনিতে বাধ্য।

"Astrology concerns itself not merely with the 'lords of creation' and his own particular events and aspirations, but it takes cognizance of the animate and inanimate worlds in their entirety. Among western astrologers, however, animal horoscopy is in its infancy, although it may be observed here that there is a section devoted to the subject in the Brihat Jataka."

যাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা The Horoscope, Vol. II 1904 June পাঠ করিবেন।

Pre-natal Epoch গণনা।

মানবের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অবসান কাল পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনের অবদান-পরম্পরা কতটুকু ও কিরূপে গ্রহাদির শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা যে শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাকেই জাতকগণনা শাস্ত্র বলে।

বৃহজ্জাতক গ্রন্থে কি কারণে গর্ভগ্রহণের সম্ভাবনা হয়, কোন্ কোন্ সময়ের সহবাস ফলে দীর্ঘায়ু ও কুলভূষণ সুপুত্রের জন্ম হইতে পারে এবং গর্ভের প্রথম মাস হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত গর্ভের শুভাশুভ-চিন্তা এবং কবে প্রসব হইতে পারে—এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে।

পাশ্চাত্য দেশের সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী Sepharial ও Bailey সাহেবদ্বয় বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে একটী অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তদনুসারে নিষেককালীন চন্দ্রের স্থিত রাশ্যংশকলা নির্ণয় সম্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রসবদিনের ঘণ্টা-মিনিট পর্য্যন্ত নির্ণয় করা যায়।

E. H. Bailey সাহেবের "Pre-natal Epoch" এবং Sepharial সাহেবের Manual of Astrology গ্রন্থের Book III পাঠ করিলে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ গবেষণার ফলে আপনারা বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। Sepharial সাহেবের "The Solar Epoch" গ্রন্থেও বহু নূতন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

জাতক গণনা (Nativities.)

সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া আনন্দ-সংবাদ গগনে ও পবনে ছড়াইয়া দিলেন। কিন্তু শিশুর জন্মের সঙ্গে বিধিলিপি কি আছে কে তাহা বলিবে? শৈশবে বহুতর রিষ্ট-যোগ দেখা যায়, গণনায় যদি সেই ভীতি-প্রদ মাস বা বর্ষ নিরূপিত হয়, তাহা হইলে উপযুক্তরূপ চিকিৎসাদি দ্বারা ও দক্ষতার সহিত শিশুর লালন পালন করিলে হয়ত তাহা মারাত্মক না হইতেও পারে। এ সম্বন্ধে একটী ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

John Drydenএর নাম আপনারা সকলেই জানেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রসব-ব্যথা উপস্থিত হইলে Dryden সাহেব ধাত্রীকে নিজের ঘড়িটী দিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে সময়-নিরূপণ করিতে আদেশ করেন। পরে সেই সময়ে জন্ম-লগ্নাদি ও গ্রহগণের স্ফুটাদি নির্ণয় করিয়া এক সপ্তাহ পরে দুঃখের সহিত শিশুর মাতাকে বলেন যে, শিশুর জন্মকালীন গ্রহসমাবেশ ভাল নহে। যেহেতু রবি, গুরু ও শুক্র গ্রহত্রয় অদৃষ্টার্দ্ধে স্থিত, লগ্নপতি শনিভৌম হইতে ত্রিভান্তরে অবস্থিত ইত্যাদি। তিনি আরও গণনা করিয়া বলেন যে, ৮ম বর্ষে শিশুর আকস্মিক মৃত্যুযোগ পাওয়া যায়; যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পায়, ২৩শ বর্ষে পুনরায় উক্ত যোগ উপস্থিত হইবে। দৈবাৎ যদি তাহাতেও রক্ষা পায়, ৩৩।৩৪ বর্ষে রক্ষা পাইবার আশা নাই।

ঠিক ৮ম বর্ষে উপনীত হইলে পর, Earl of Berkshireএর নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে উক্ত বালক-সহ Dryden উক্ত Earlএর পল্লী-প্রাসাদে উপস্থিত হন। সেথানে মৃগয়া-উপলক্ষে বহির্গত হওয়ার প্রাক্কালে পুত্রকে ঘরের বাহির হইতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া লাটিন পুস্তক হইতে সুদীর্ঘ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া যান। বালক Charles পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি হরিণ কতকগুলি শিকারী কুকুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উক্ত গৃহাভিমুখে আসিয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া Earlএর অনুচরেরা কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে Charlesকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসে; ইতিমধ্যে কুকুরগুলির ধাক্কায় সদর দরওয়াজায় সংলগ্ন একটী বিশ হাত লম্বা পুরাতন ও জীর্ণ দেওয়াল পড়িয়া যায় এবং তাহার নীচে বালক Charles চাপা পড়ে। অবশ্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করা হয় বটে, কিন্তু ১॥০ মাস জীবন-মরণ-সন্ধিস্থলে থাকিয়া বালকটি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। পরে ২৩শ বর্ষে Romeএর এক পুরাতন towerএর উপর হইতে পড়িয়া গিয়া

মরণাপন্ন হয়। সে যাত্রাও রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু ৩৩ বৎসর বয়সে Windsorএর নিকট Thames নদীতে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

অথবা হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই শিশুর পিতা বা মাতার বা উভয়ের কঠিন পীড়ায় প্রাণনাশ হইল দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে।

অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সহ শ্রীমান গণপতি বিদ্যারত্ন চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রবন্ধটী "যমুনা" নামক মাসিক পত্রিকার ১৩৩০ সালের ভাদ্রসংখ্যায় ছাপা হইয়াছিল। হিন্দু জ্যোতিষের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি জাতক-জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ঘটনায় গ্রহগণের প্রভাব আলোচনা করিয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই কারণে আমি এই প্রবন্ধে দেশীয় মতানুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলাফল দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। অনেকের ধারণা আছে স্বাধীন ও সুসভ্য ইয়ূরোপীয় জাতিসমূহ জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই ধারণা যে অজ্ঞান-প্রসূত তাহা বোধ হয় এক্ষণে তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতাও যে সামান্য নহে, তাহাও আপনাদের বোধগম্য হইবে। বিজ্ঞানের আলোচনায় জাতিবর্ণ ভেদ থাকিতে পারে না, যেহেতু "ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে" ইহাই প্রাচীন মুনিগণের অভিপ্রেত।

সুখে ও দুঃখে শৈশব হয়ত কাটিল। সুন্দর শিশু পরিপুষ্ট দেহ লইয়া পিতামাতা ও বন্ধু-বান্ধবের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিল। এক্ষণে ইহার ভবিষ্যৎ কি হইবে? সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কোন্ পথ তাহার পক্ষে শ্রেয়?

সুবিজ্ঞ জ্যোতিষীর এইখানেই প্রয়োজন। তাঁহার সুচিন্তিত মতামতের উপর একটা জীবনের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিয়া থাকে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বহু আয়াস-সাধ্য বিশ্লেষণ উল্লিখিত আছে, তাহা-দ্বারা ডাক্তার, অধ্যাপক, কবি, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, হাকিম, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ধনী, নির্ধনী, ধার্ম্মিক, অথবা তদ্বিপরীত,—ইত্যাদি নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। ধীরে ধীরে শৈশব কৈশোরে মিশিয়া গেল, কৈশোর যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল। দেহ ও মন শিক্ষায় ও দীক্ষায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। নবীন-জীবনে শুক্র-গ্রহের প্রভাবের উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইল। বিবাহ-বন্ধনের আবশ্যকতা আত্মীয়-স্বজনে অনুভব করিলেন। জীবনে আর এক অভিনব সমস্যা উপস্থিত হইল। কে এমন জ্ঞানী আছে যে, এই ঘোর সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে? যাহাকে পতিরূপে বরণ করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি বালিকার সর্ব্বনাশের হেতু বা নিমিত্তকারণ হইবে, অথবা তাহার জীবনের সকল সুখসৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ হইবে? সেই ব্যক্তি বিবাহের অনতিবিলম্বে কালসাগরে ডুবিয়া যাইবে, অথবা দীর্ঘায়ু হইয়া সংসারের উপকারে আসিবে? এইরূপ বিবিধ আবশ্যকীয় প্রশ্নাবলী স্বতঃই মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। পাত্র ও পাত্রীর জন্মকুণ্ডলী লইয়া বিচার করিলে শাস্ত্রদর্শী এবং অভিজ্ঞ জ্যোতিষীমাত্রেই উক্ত প্রকার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে নিশ্চয়ই পারেন।

এস্থলে পরমজ্যোতিষিক Dr. L. D. Broughton, M. D. তদীয় পুস্তকে (p. 54) যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Probably no science can be made as useful as Astrology, if it is cultivated similar to Astronomy at the present day. If all boys and girls were taught the

trades and professions that they are most suited for, according to their horoscopes, as indicated by the science of Astrology, the amount of distress and misery that could be avoided would be astonishing. Often the unhappiness that married people suffer might be alleviated, if not avoided, by this science, if their horoscopes were compared previous to marriage."

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদাম্বরগণ মানব-বিশেষের ভাগ্যচক্র দেখিয়া জাতিবিশেষের উন্নতি এবং অবনতি হইবে কি না এবং যদি হয় কবে হইবে তাহা বলিয়া থাকেন। যাঁহারা রাষ্ট্রনায়ক বা জননায়ক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম, ধন-দৌলত, ক্ষমতা ইত্যাদি থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি গ্রহাদি-সূচিত সৌভাগ্য-কালের অপেক্ষা করাও বিশেষ আবশ্যক। কি কারণে এই কথা বলিলাম, তাহা Dr. L. D. Broughton সাহেবের Elements of Astrology (p. 304) হইতে শুনাইতে ইচ্ছা করি :—

"I think the time must come when the leading man in this country will pay attention to the planetary influences in national affairs, as was done by leading men in former times in other countries; and that previous to putting any in nomination for such a high office, they will have some competent astrologer to calculate his horoscope and see whether that individual, if elected, would be a blessing to the nation or a curse."

আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে পুঁথি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে উপায় নাই। বলিবারও আরও অনেক কথা ছিল, তাহা বলা সম্ভব নহে। যদি কেহ আপনারা প্রশ্ন করেন যে ঐরূপ ভাগ্যের কথা কেহ কখন বলিতে পারিয়াছে কি না, তাহা হইলে তাঁহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়টী কথা অতি সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি।

Dr. Alfred Pearce লিখিয়া গিয়াছেন :—

১। "The configurations and positions of the Sun, Moon, Jupiter and Venus at the births of Her late Majesty Queen Victoria and King Edward VII are eminently illustrative of the power of the heavenly bodies in nativities."

২। "The nativities of the late German Emperor and of King George III of Great Britain show the power of Mars (the red planet of war and destruction) when culminating at birth."

৩। "The unfortunate nativities of the members of the Bourbon family (with one exception) illustrate the power of the malefic planets when evilly configurated with the luminaries and powerfully situated to bring misfortunes even upon royal families."

৪। Zadkiel I in his almanac for 1853 :—

"But let him (Louis Napoleon) not dream of lasting honours, power or prosperity. He shall found no dynasty, he shall wear no durable crown : but in the midst of deeds of blood and slaughter with

affrighted Europe trembling beneath the heavy hand of fate and falls to rise no more."

ইতিহাস অমর-অক্ষরে উক্ত দৈববাণী যে সত্য তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে। ১৮৭০ সালে হৃতসর্ব্বস্ব লুই Englandএ পলায়ন করিয়া কষ্টে জীবনের অবসান করিয়াছিলেন।

Sepharial সাহেব 1903 সালে তাঁহার Manual of Astrology (page 140) নামক পুস্তকে প্রবলপ্রতাপ ও বিশ্ববিখ্যাত Kaiser Wilhelm II এর জন্মকুণ্ডলী বিচার করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

৫। "The Emperor has a most fateful horoscope and during his reign, the German Empire will suffer reversals, of which hitherto it has had no shadow of experience. The destiny of Kaiser Wilhelm is such that he will lose nearly the whole of his possessions."

৬। Czar of Russia (Nicholas II)র জ্যেষ্ঠা কন্যা Grand Duchess of Olga 1895 সালের 15th Nov. রাত্রি নয়টার সময় St. Petersbergএ জন্মগ্রহণ করার উপলক্ষে Sepharial সাহেব 1904 সালের (January) "The Horoscope" নামক পত্রিকায় এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন :—

"Looking at this horoscope, one can but say that in all probability, the succession of the Grand Duchess to the throne of Russia would mark the end of the House of Romanoff.

But worse, I fear, is to come. The signs of the times point to a terrible upheaval in the Russian

Empire. If war be avoided, revolution may not improbably be the order of the day in the near future —a revolution in which the Czar may lose his throne and even, perhaps, his life."

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রহশক্তি জগতের সকল ব্যাপারে অলক্ষ্যে কার্য্যকরী হইতেছে। কি প্রজননক্রিয়ায়, কি বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও ক্ষয়ে, কি ফলাদির রসালতায় অথবা কটুতায়, কি রোগাদির প্রাদুর্ভাব অথবা তিরোধানে, কি রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা অবনতিতে, কি ঝটিকার সৃজনে, অথবা ভূকম্পের গণনায়, কি প্রলয়ের হুঙ্কারে অথবা বিদ্যুৎ বিলসনে, কি কাইসার-জার-চালিত প্রমত্ত অক্ষৌহিণীর সংহার-লীলায়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন যুগমাহাত্ম্যে বাসুদেব, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিক মহামানবগণের নবনব ধর্ম্মপ্রচার-চেষ্টায়, কি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, গেটে, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি মহামনস্বী মানবগণের অপরূপ সাহিত্য-সৃজনে, সর্ব্বত্র সেই একই বার্ত্তা, সেই একই নৈসর্গিক নীতি। নিয়ত পরিভ্রমণশীল গগনচারিগণ যোগদৃষ্টি-সম্বন্ধ-জনিত যে অনাদি-অনন্ত তরঙ্গ-লীলার সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাত ধরিত্রীর বক্ষে পতিত হইয়া কখনও মানবকে সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে লইয়া যাইতেছে, কখনও অসহনীয় দুঃখের গাঢ়ান্ধকারে এমনি নিমজ্জিত করিতেছে যেন বোধ হইতেছে তাহার অবসান আর কখনও হইবে না। কিন্তু এই অনুপম শাস্ত্র নিয়তঃ মানব-সমাজে এই একই বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছে "Behind the clouds, the sun still shines" এবং বলিতেছে মেঘের অন্তরালে সূর্য্যদেব চির-বিরাজমান। এবং এই শাস্ত্রের প্রকৃত অধিকারী নিশ্চয়ই অনুভব করিতে সক্ষম যে, জন্মে জন্মে কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল বীজ বপন করা হইয়াছিল, আজ তাহাই ফলে ফুলে শোভিত মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং, কটুই হউক বা মধুর হউক,

বিনা আপত্তিতে ও অবিচলিত চিত্তে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যে মহাচক্রী এই সকল বিবর্ত্তনের ও জন্মমৃত্যুর সাক্ষীভূত থাকিয়া মানবের মহানাটক দর্শন ও উপভোগ করিতেছেন, সকল পটপরিবর্ত্তনের মধ্যে চিন্তার অতীত ও অপরিবর্ত্তনীয় সেই ধ্রুবের সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, এবং একাধারে সেই বিরাট ও সূক্ষ্মের একান্ত শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহারই নিকট গ্রহশক্তি পরাজিত ও প্রতিহত—অন্যথা নহে। প্রাচীন ঋষিগণ এই জন্য বলিয়া গিয়াছেন—

"শশ্বদ্বিশ্বপ্রকাশং গ্রহচরিতবিদাং নির্ম্মলং জ্ঞানচক্ষুঃ"

অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু-স্বরূপ এই অধ্যাত্মরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র। এবং এই জন্যই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জ্যোতিষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে যে ফল হয় তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অধ্যেতব্যং ব্রাহ্মণৈরেব তস্মাজ্জ্যোতিঃশাস্ত্রং পুণ্যমেতৎ রহস্যং।
এতদ্বুদ্ধ্যা সম্যগাপ্নোতি যস্মার্থং ধর্ম্মং মোক্ষমগ্র্যং-যশশ্চ॥"

প্রাচী যাহা বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিল, আজ প্রতীচীও সেই চিরপুরাতনকে নবীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনাদের নিকট এই শেষ কথা বলিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

G. M. Robinson (Modern Astrology Vol. XIX 1922 January.) :—

"Let us suppose that we have analysed our horoscope. We have intuitively felt our weaknesses and our virtues, we have detected the spots where storms are likely to arise, and where we may expect stagnation, we have felt the possibility of burning fever,

of chills, of agues, and we have entered the lists as a spiritual warrior, is there anything more that we can do ?

Of the subtleties and the sacredness of spiritual Astrology it is impossible to speak here, victories and defeats, waxings and wanings—all these belong to the mysteries of inner life.

Realising its universality, its practical and at the same time its esoteric values, let us no longer relegate our knowledge to some water-tight compartment in our brain, made for the accommodation of pleasant fancies with which we may while away an idle hour. Rather let conviction deepen into a living certainty that the planets stand for eternal principles, the seven rays of the spiritual sun, verities amongst much that is unreal and that all things, both in the universe without and in the universe within, are ruled according to the inherent qualities by one or other of those mighty forces which sustain both Macrocosm and Microcosm."

পূর্ব্বাভাষ।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা গেল, তদ্দ্বারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার একটী বিশেষ স্থান আছে ইহা উপলব্ধি হইবে। অতঃপর যে সকল উপকরণ বা উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া মানবজীবনের শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়, ক্রমশঃ তাহার পরিচয় দিব।

একখানি "ঠিকুজী" (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত জাতক-বর্ণনা-পত্র) খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে একটা রাশিচক্র আছে, তাহাতে, জন্মকালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির, কোন্ নক্ষত্রে স্থিত তাহা প্রদর্শিত এবং জাতকের জন্মকালীন তিথি, লগ্ন, নক্ষত্র, রাশি, গণ, বর্ণ, যোগ, করণ, সাল, তারিখ, বার, জাত-দণ্ডাদি এবং কাহার বামার্দ্ধে, কাহার দণ্ডে জন্ম— এই সমুদয় বিষয় সাংকেতিক ভাষায় অথবা স্পষ্ট কথায় বিবৃত আছে। ইহা ছাড়া পতাকীচক্র, বল্লাড়ীচক্র এবং উভয় মতে (বিংশোত্তরী এবং অষ্টোত্তরী দশাভোগ্য বর্ষমাসদিনাদি প্রদর্শিত থাকে। "কোষ্ঠী"তে ঠিকুজী-অপেক্ষা আরও অনেকগুলি বিষয়ের বর্ণনা থাকে এবং গ্রহস্ফুট (অর্থাৎ কোন্ রাশির কত অংশকলাদিতে অবস্থিত) ও লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের স্ফুটাদি এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় গণনার সন্নিবেশ থাকে। পঞ্চাঙ্গ অর্থে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পাঁচটী অঙ্গ লইয়া পঞ্জিকা।

১। সকলেই জানেন যে, ৬০ দণ্ডে (২৪ ঘণ্টায়) একদিন হয় এবং রবি-চন্দ্র-ভৌমাদি সপ্ত গ্রহের নামানুসারে সাত দিনে এক সপ্তাহ হয় এবং এক মাসে দুটী পক্ষ (শুক্ল ও কৃষ্ণ)। চন্দ্র ও রবি যে দিন একত্র (অর্থাৎ এক রাশির একই অংশকলাদিতে) হন, সেই দিন অমাবস্যা তিথি হয়, তৎপর উভয়ের মধ্যে ১২ অংশ তফাৎ হইলে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, ২৪ অংশ তফাৎ হইলে দ্বিতীয়া, এইরূপে ১৮০ অংশ তফাৎ (অর্থাৎ রবি হইতে সপ্তম রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান) হইলে পূর্ণিমা হয়। পুনরায় ১২ অংশ তফাৎ (৭ম রাশি হইতে) হইলে কৃষ্ণ প্রতিপদ, ২৪ অংশ তফাৎ হইলে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ইত্যাদি। সর্ব্বসমেত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস পূর্ণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক তিথির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই চান্দ্রদিন। ইহা ৬০ দণ্ডাপেক্ষা কখন বেশী কখন কম হয়। সূর্য্যের এক রাশিতে অর্থাৎ রবিমার্গের ৩০ অংশে স্থিতি-কালকে সৌর মাস বলা যায় এবং এক সূর্য্যোদয় কাল হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত সময়কে সাবন দিন বলা হয়। সূর্য্যের ১২ রাশি অথবা ৩৬০ অংশ ঘুরিয়া আসিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহার নাম সৌর বৎসর এবং হিন্দু-সিদ্ধান্ত মতে ইহার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩০ পল ২২ বিপল ৩০ অনুপল। পাশ্চাত্য মতে বর্ষমান=৩৬৫।১৪।৩১।৫৩॥

২। প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের তিথি সকলকে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৩। তিথির অর্দ্ধেক পরিমিত কালবিশেষকে ববাদি একাদশ করণ বলা হয়। যথা বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিন্তুঘ্ন ও নাগ। ইহার প্রথম সাতটী শুক্ল প্রতিপদের শেষার্দ্ধ হইতে কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত হয়। শেষের চারিটী কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লা প্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত গণনীয়। এক

এক তিথিতে দুই দুই করণ হয় এবং প্রথম সাতটী করণ চরসংজ্ঞক, শেষ চারিটী ধ্রুব-সংজ্ঞক।

৪। বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতীপাৎ, বরীয়ান্ পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বৈধৃতি এই ২৭টী যোগ বলিয়া অভিহিত।

৫। সাতাইশটী নক্ষত্রের নাম যথা ঃ—

১। অশ্বিনী	২। ভরণী	৩। কৃত্তিকা	৪। রোহিণী
৫। মৃগশিরা	৬। আর্দ্রা	৭। পুনর্ব্বসু	৮। পুষ্যা
৯। অশ্লেষা	১০। মঘা	১১। পূর্ব্বফল্গুনী	১২। উত্তরফল্গুনী
১৩। হস্তা	১৪। চিত্রা	১৫। স্বাতী	১৬। বিশাখা
১৭। অনুরাধা	১৮। জ্যেষ্ঠা	১৯। মূলা	২০। পূর্ব্বাষাঢ়া
২১। উত্তরাষাঢ়া	২২। শ্রবণা	২৩। ধনিষ্ঠা	২৪। শতভিষা।
২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ	২৬। উত্তরভাদ্রপদ	২৭। রেবতী।	

নক্ষত্রদের নামের পূর্ব্বে যে অঙ্কগুলি আছে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে, যেহেতু নামের পরিবর্ত্তে অঙ্ক দ্বারা নক্ষত্রের সুচনা করা যাইবে।

৬। দ্বাদশটী রাশির নাম এবং প্রত্যেক রাশির অধিপতির নাম ঃ—

	যে গ্রহের গৃহ বা ক্ষেত্র		যে গ্রহের গৃহ বা ক্ষেত্র
১। মেষ	মঙ্গল	৭। তুলা	শুক্র
১। বৃষ	শুক্র	৮। বিছা	মঙ্গল
৩। মিথুন	বুধ	৯। ধনু	বৃহস্পতি
৪। কর্কট	চন্দ্র	১০। মকর	শনি
৫। সিংহ	রবি	১১। কুম্ভ	শনি
৬। কন্যা	বুধ	১১। মীন	বৃহস্পতি

উক্ত নক্ষত্র গুলির ইংরাজী নাম যথা :—

(1) Arietis (*Gamma* or *Beta*) (2) 35 Arietis and Musca (3) *Eta*-Tauri, The Pleiades (4) *Alpha*-Tauri, Aldebaran. (5) *Lambda*-Orionis (6) *Alpha*-Orionis,(Betelguese) (7) *Beta*-Geminorum, Pollux.(8) *Delta*-Cancri (9) *Delta*-Hydrae (10) *Alpha*-Leonis, Regulus* (11) *Delta*-Leonis (12) *Beta*-Leonis (13) *Delta*-Corvii (14) *Alpha*-Virginis, Spica† (15) *Alpha*-Bootis, Arcturus (16) *Iota*-Librae (17) *Delta*-Scorpii. (18) *Alpha*-Scorpii, Antares. (19) *Lambda*-Scorpionis (20) *Delta*-Sagittarii (21) *Tau*-Sagittarii (22) *Alpha*-Aquillae, Altair. (23) *Beta*-Delphini. (24) *Lambda*-Aquarii (25) *Alpha*-Pegasi (26) *Gamma*-Pegasi, Andromedæ. (27) Zeta Piscium. অভিজিৎ is called *Alpha*-Lyrae (Vega)

৬। দ্বাদশ রাশি লইয়া এক ভ-চক্র অর্থাৎ ৩৬০ অংশ এবং উক্ত ২৭ নক্ষত্র এই দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত। সুতরাং এক এক রাশিতে ২।০ নক্ষত্র অর্থাৎ দুইটী নক্ষত্র পূর্ণভাবে এবং তৃতীয় নক্ষত্রের মাত্র এক পাদ আছে। গণিতের ভাষায়, এক এক নক্ষত্রের সীমা ১৩ অংশ ২০ কলা। পশ্চাৎ ইহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

৭। সূর্য্যের এক এক রাশিতে স্থিতি বশতঃ মাসের উৎপত্তি হয়। যথা বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ রাশিতে, চৈত্র মাসে মীন

* 1924 1st Jan. R. A. of Spica (চিত্রা) H. M. S. 13. 21. 11 and Decl. 10° S 46′.

† R. A. of Regulus (মঘা) H. M. S. 10. 4. 20 and Decl. 12° N 20′.

রাশিতে ইত্যাদি। যে মাসের যে রাশি,—সূর্য্যোদয়কালে সেই রাশিকেই পূর্ব্বক্ষিতিজে (horizon) উদিত দেখা যায়, তৎপর ক্রমশঃ ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়-ক্রমে ১২টী রাশির উদয় হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন রাশির উদয়মানকে লগ্নমান বলা হয়। সূর্য্যোদয়-কালে উদিত রাশিকে উদয়লগ্ন এবং সূর্য্যাস্ত-কালীন উদিত রাশিকে অস্তলগ্ন বলা যায়। উদয়লগ্ন এবং অস্তলগ্নের তফাৎ ১৮০ অংশ বা ৬ রাশি। সূর্য্যের গতি অনুসারে প্রতিদিন উদয়-লগ্নমানের কিছু কিছু বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাকেই উদয়কালীন রবিভুক্তির সমষ্টি বলা হইয়া থাকে। এই রবিভুক্তি পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখে লেখা থাকে। সম্পূর্ণ লগ্নমান হইতে জন্ম-তারিখের রবিভুক্তির সমষ্টি বাদ দিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহার সহিত পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিয়া জাত (বা ইষ্ট) দণ্ডাদির সমান অঙ্ক যে রাশিতে পাওয়া যাইবে, তাহাই লগ্ন বলিয়া গ্রাহ্য। পশ্চাৎ দৃষ্টান্ত সহ লগ্নানয়ন-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। রাশিদিগের স্বরূপ-বর্ণনা ও কারকতা অধ্যায়ে সুবিস্তৃত ভাবে রাশিদিগের স্বভাবাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। তথাপি প্রথম-শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য এখানে মোটামুটী কয়েকটা কথা বলিয়া রাখিলাম।

(ক) চরাদি সংজ্ঞা :—মেষ, কর্কট, তুলা, মকর। (Cardinal signs).

(খ) স্থিরাদিসংজ্ঞা :—বৃষ, সিংহ, বিছা, কুম্ভ। (Fixed Signs).

(গ) দ্ব্যাত্মক বা দ্বিস্বভাব সংজ্ঞা :—মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন। (Common or Flexed Signs).

৯। Energy বা শক্তি এবং Matter বা জড় পদার্থ লইয়া বিশ্বসংসার। এই Energy বা শক্তির তিনটী অবস্থা দেখা যায়। প্রথমতঃ চঞ্চল বা ক্রিয়াশীল অবস্থা; ইহা রজোগুণের খেলা। Inven-

tors, pioneers, leaders, men of action—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে অনুকূল চর রাশি। রজোগুণের দ্যোতক চররাশি এই kinetic Energyর আধার-স্বরূপ।

(ক) শক্তির সুপ্তাবস্থার নাম Potential Energy. ইহা তমোগুণের খেলা। স্থিররাশি এই তমোগুণের দ্যোতক। Gardeners, Carpenters, agriculturists, builders, rulers, organisers, commanders, men who have routine work to perform and who are slow to move—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে স্থির রাশি অনুকূল।

(খ) চাঞ্চল্য এবং স্থৈর্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল (harmony and rythm) যে অবস্থার পরিচয় দেয়, তাহাকে সত্বগুণের পরিণাম বলা যাইতে পারে। নমনীয়তা, শান্তি, বিশ্বজনীনভাব, আনন্দ, জ্ঞান দয়াদাক্ষিণ্য ও "স্থিতধীর" ভাব—এই সমুদয় সত্বগুণের দ্যোতক এবং দ্ব্যাত্মক রাশির স্বভাব। Writers, critics, men of science, literature, and art, agents, go-betweens, publishers, journalists—এই সকল ব্যক্তির অনুকূল দ্বিস্বভাব রাশি।

১০। জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহাধিক্য যে প্রকার রাশিতে পাওয়া যাইবে, জাতকের স্বভাব ও প্রকৃতির ঝোঁক (tendencies) তদনুসারে জানা যাইবে।

১০। এক্ষণে জড়বস্তু যে চারিটী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, তদনুসারে দ্বাদশ রাশির বিভাগ,বর্ণনা করিব। নীহারিকায় (বা nebulae) সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি যখন হইয়াছিল, তখন পদার্থমাত্রের আগ্নেয় অবস্থা (incandescent gas) ছিল। এই তেজোময় (Ethereal) অবস্থার দ্যোতক—অগ্নিরাশি অর্থাৎ মেষ সিংহ ধনু রাশিত্রয়। Creative,

idealistic, energising, positive, impulsive—এই গুণগুলি অগ্নিরাশির বিশেষত্ব।

(ক) তেজের প্রখরতা কমিলে, অথচ ইহা একেবারে নষ্ট হয় নাই, এমত অবস্থায় Gasর কল্পনা করা যায়। এই gaseous অবস্থার দ্যোতক বায়ুরাশি অর্থাৎ মিথুন তুলা এবং কুম্ভ রাশিত্রয়। Mental, intellectual, profound and philosophic, scientific artistic and refined—ইহাই বায়ুরাশির বৈশিষ্ট্য।

(খ) ক্রমশঃ তাপের অপচয়ে যেমন পদার্থ Gas হইতে তরল (liquid) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনোজগতে (psychic plane) emotions, feelings, desires, passions, ইত্যাদি গুণের দ্যোতক স্বরূপ জলরাশির প্রকৃতি আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। কর্কট, বিছা, এবং মীন এই রাশিত্রয় জলরাশি বলিয়া অভিহিত।

(গ) সর্ব্বশেষে—তাপক্ষয়ে পদার্থের কঠিন অবস্থা (Solid) লক্ষিত হয়। এই অবস্থার সূচনা পৃথ্বী-রাশিতে পাওয়া যায় এবং বৃষ, কন্যা ও মকর রাশিত্রয় পৃথ্বীরাশি-সংজ্ঞক। Vital, practical, material and commercial ইত্যাদি গুণগুলি পৃথ্বীরাশির দ্যোতক।

সংজ্ঞা বর্ণনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম-শিক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য সর্ব্বাগ্রে বলা যাইতেছে যে, কোন একটী শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্ম-সময় * যতদূর সূক্ষ্মভাবে

* যে মুহূর্ত্তে শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইবে, সেই সময়ে উৎকৃষ্ট ঘড়িতে (chronometer) যত ঘণ্টা যত মিনিট যত সেকেণ্ড স্থানীয় সময় (local time) দেখা যাইবে, তাহাই গ্রাহ্য।

সম্ভব উৎকৃষ্ট ঘড়ি অনুসারে ঠিক করিয়া রাখা আবশ্যক। এবং জন্ম-কালীন ইংরাজী ও বাংলামতে সাল, তারিখ, বার এবং জন্ম-স্থান জানা প্রয়োজন।

পশ্চাৎ খগোল-অধ্যায়ে গ্রহাদির গতি ইত্যাদি বিষয়ের বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা আশা করা যায়—Astronomy বা গণিত-জ্যোতিষ-বিষয়ক মোটামুটী একটা বস্তু-জ্ঞান হইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, সূর্য্যাদি গ্রহগণ এবং দ্বাদশ-রাশি-সকল পৃথিবীর মেরুদণ্ডের (axis) উপর আবর্ত্তন বশতঃ পূর্ব্বদিকের ক্ষিতিজে (horizon) উদিত হয় এবং ক্রমশঃ মস্তকোপরি (zenith) আসিয়া পশ্চিম দিকের চক্রবালের নিম্নে আসিয়া অস্তগত হয়। প্রতিদিন এই ব্যাপার চলিতেছে এবং তজ্জন্য ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টা অন্তর এক একটী রাশি পূর্ব্ব-ক্ষিতিজ-সংলগ্ন হইতেছে। রাশিগণের এই প্রকার উদয়ের নাম লগ্ন এবং এই লগ্ন-নির্ণয় সূক্ষ্মভাবে করা বিশেষ প্রয়োজন। কিরূপে লগ্নাদি দ্বাদশ-ভাব সাধন করিতে হয় তাহা পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে রাশিদিগের পর্য্যায়ক্রমে নাম (পাশ্চাত্য মতে এবং দেশীয় মতে), সংজ্ঞা, নিম্নে লিখিত হইল।

সংখ্যা	দেশীয় মতে নাম	পাশ্চাত্য মতে নাম
০।	মেষ	Aries, the Ram.
১।	বৃষ	Taurus, the Bull.
২।	মিথুন	Gemini, the Twin.
৩।	কর্কট	Cancer, the Crab.

৪।	সিংহ	Leo, the Lion.
৫।	কন্যা	Virgo, the Virgin.
৬।	তুলা	Libra, the Balance.
৭।	বিছা (বা বৃশ্চিক)	Scorpio, the Scorpion.
৮।	ধনু	Sagittarius, the Archer.
৯।	মকর	Capricorn, the Goat.
১০।	কুম্ভ	Aquarius, the Waterman
১১।	মীন	Pisces, the Fishes.

রাশিচক্রে [zodiac] মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ছয়টী রাশি উত্তর খণ্ডে এবং তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত ছয়টী রাশি দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত। সূর্য্যাদি গ্রহগণ মেষ হইতে বৃষ মিথুন ইত্যাদি পর্য্যায় অনুসারে এই রাশি-চক্রে পরিভ্রমণ করেন এবং মেষের আদি বিন্দু হইতে মীন রাশির শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাশি চক্রকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক রাশির সীমা ৩০ অংশ মাত্র এবং এক এক অংশ ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগের নাম এক কলা। এক কলা ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহার নাম বিকলা। কথনও কথনও সূর্য্য-চন্দ্র-ভিন্ন গ্রহগণ বক্রী হইয়া থাকেন, তথন বৃষ মেষ মীন ইত্যাদি পর্য্যায়-ক্রমে গ্রহদের গতি বুঝিতে হইবে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ভিন্ন আর একটী গতি আছে। তাহারই ফলে সূর্য্যকে কেন্দ্র স্থানে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহারই নাম সৌর বৎসর। মেষের আদি বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর স্থূল হিসাবে ৩৬৫ দিন

লাগে। সচরাচর কথায় আমরা এই গতি সূর্য্যে আরোপ করিয়া পৃথিবীকে অচল বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যের ঐর্ক এক রাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহারই নাম মাস। যথা মেষ রাশির শূন্য অংশ হইতে ৩০ অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে ততদিন বৈশাখ মাস। ঐরূপ বৃষরাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল জ্যৈষ্ঠ, মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান বশতঃ আষাঢ় মাস ইত্যাদি।

এক্ষণে আর একটা কথা আরও একটু স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক। মনে করুন ১০ই বৈশাখ কাহার ও জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ১লা তারিখ সোজাসুজি ভাবে সূর্য্যদেব মেষ রাশির প্রথম অংশে থাকিবেন, অর্থাৎ সূর্য্য যখন পূর্ব্ব-গগনে উদিত হইবেন, তখন মোটামুটি হিসাবে, মেষ রাশির প্রথম অংশ লগ্ন হইবে এবং রবি ও তত্র থাকিবেন। ঐ প্রকারে স্থূল হিসাবে ১০ই বৈশাখ তারিখে সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে মেষ রাশির দশম অংশ দৃষ্ট হইবে এবং তথায় রবিও থাকিবেন। অস্তকালীন ঠিক ইহার সপ্তম রাশিতে ও উক্ত অংশ দৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ তুলার ১০ অংশ লগ্ন হইবে বা পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে দেখা যাইবে। আবার যখন উক্ত মেষের দশম অংশ মধ্যাকাশে (zenith) আগমন করিবে, তখনই মধ্যাহ্ন কাল বলা যাইবে। এবং যখন উক্ত রাশ্যংশ পাতালে (nadir) দৃষ্ট হইবে তখনই দ্বি-প্রহর রাত্রি হইবে। যাহাতে এই বিষয়টী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এই জন্য নিম্নে একটী তালিকা দিলাম। ১০ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতার Tables of Houses অনুসারে :—

	পূর্ব্বগগনে	মধ্যগগনে	পাতালে
সূর্য্যোদয় কালে	মেষের ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	মকরের ৭ অংশ দৃষ্ট হইবে।	কর্কটের ৭ অংশ দৃষ্ট হইবে।

	পূর্ব্বগগনে	মধ্যগগনে	পাতালে
সূর্য্যাস্ত কালে	তুলার ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	কর্কটের ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	মকরের ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।
মধ্যাহ্ন কালে	কর্কটের ১৭॥০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	মেষের ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	তুলার ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।
মধ্যরাত্রে	ধনুর ২৯ অংশ দৃষ্ট হইবে।	তুলার ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।	মেষের ১০ অংশ দৃষ্ট হইবে।

অর্থাৎ মেষের দশম অংশ পূর্ব্ব-গগনে দৃষ্ট হইলে সূর্য্যোদয় (refraction না ধরিয়া) হইবে। মধ্যগগনে উক্ত রাশ্যংশ দৃষ্ট হইলে মধ্যাহ্ন-কাল সমাগত হইবে এবং উক্ত রাশ্যংশ পাতালে দৃষ্ট হইলে মধ্য-রাত্রি হইবে।

সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্ব-গগনে ক্ষিতিজ-সংলগ্ন যে রাশির যত অংশাদি উদিত হইবে, তাহাকেই লগ্ন (Ascendant) বলা যায়, এবং মধ্যগগনে তৎকালে যে রাশির যত অংশাদি দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম দশমোদয় বা দশম লগ্ন (M. C.)। লগ্নের ঠিক ১৮০ অংশ দূরে অস্ত-লগ্ন বা ৭ম লগ্ন [অথবা জায়া-ভাব] এবং দশমোদয়ের ১৮০ অংশ অন্তরে ৪র্থ ভাবের উদয় [অথবা জননী-ভাব]। এইরূপে চারিটী প্রধান ভাবের [অর্থাৎ কেন্দ্র ভাবের] সীমারম্ভ নির্দ্দেশ করা গেল। প্রত্যেকের মধ্যবর্ত্তী আরও দুইটী করিয়া ভাব আছে, তাহার বর্ণনা করিলেই দ্বাদশ ভাবের বর্ণনা করা হইবে। লগ্ন ও চতুর্থ ভাবের মধ্যে পর পর সমান্তরালে ধন-ভাব ও সহজ-ভাব আছে। চতুর্থ ও ৭ম ভাবের মধ্যে পর পর সমান্তরালে পুত্র-ভাব ও রিপু-ভাব আছে। ৭ম ও দশম ভাবের মধ্যবর্ত্তী পর পর সমান্তরালে নিধন-ভাব ও ধর্ম্মভাব আছে এবং দশমোদয় ও লগ্ন ভাবের

মধ্যে সমান্তরালে আয়-ভাব ও ব্যয়-ভাব আছে।* এক্ষণে সংক্ষেপে দ্বাদশটী ভাব ও ভাবসূচিত প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

সংখ্যা	ভাবের নাম	ভাবসূচিত বিষয় :—
১।	তনু ভাব [লগ্ন]	মাতামহ, শরীর, বর্ণ, আকৃতি, যশ, মস্তক।
২।	ধন ,,	অর্থ, কুটুম্ব, বাক্য, নেত্র, মুখ, গলা।
৩।	সহজ ,,	ভ্রাতৃ ভগিনী, বিক্রম, প্রতিবাসী, নিকট গমন, চিত্ত, দাসদাসী, বাহু [মতান্তরে স্কন্ধদেশ ও lungs]
৪।	জননী ,, [পাতাল]	মাতা, নিধি, বিদ্যা, গৃহ, বন্ধু, সুখ, সম্পত্তি, বক্ষ [chests], শ্বশুর।
৫।	পুত্র ,,	সন্তান, প্রণয় বিদ্যা, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, দেবভক্তি, হৃদয়, [heart] ক্রোড়, উদর। speculations, ambassadors.

* গণিতের সাঙ্কেতিক ভাষায় (formula) :—(৪র্থ ভাবস্ফুট—লগ্নভাবস্ফুট) ÷ ৩ = ক মনে করুন। লগ্নভাবস্ফুট + ক = ধনভাব। ধনভাব + ক = সহজভাব। ঐরূপে (৭ম ভাব স্ফুট—৪র্থ ভাব স্ফুট) ÷ ৩ = খ। ৪র্থ ভাব + খ = ৫ম ভাব। ৫ম ভাব + খ = ৬ষ্ঠ ভাব। প্রথম ছয়টী ভাবের সহিত একে একে ৬ রাশি যোগ করিলে অপর ছয়টী ভাবস্ফুট পাওয়া যাইবে। লগ্নভাব + ক ÷ ২ = লগ্নসন্ধি ; ধনভাব + ক ÷ ২ = ধনসন্ধি; সহজভাব + ক ÷ ২ = সহজসন্ধি। উক্ত প্রকারে, অর্দ্ধেক খ + ৪র্থ ভাব = ৪র্থ সন্ধি ইত্যাদি।

সংখ্যা	ভাবের নাম	ভাবস্থচিত বিষয় :—
৬।	রিপু ভাব	শত্রু, রোগ, স্বাস্থ্য, অধীনস্থ ব্যক্তি, খুড়া বা মামা, খাদ্য ও বস্ত্রাদি, নাড়ীভুঁড়ি [bowels], sins, small cattle.
৭।	জায়া „ [অস্তলগ্ন]	পিতামহ, গমাগম, বস্তুক্রয়, স্বামী বা স্ত্রী, বিবাহ, অংশীদার, বাণিজ্য-ব্যাপার, প্রতিবাদী, মোকদ্দমা, বস্তি বা তলপেট, kidneys.
৮।	নিধন „	মৃত্যু, জয়পরাজয়, শোক, স্ত্রীধন, মৃতের ধনসম্পত্তি, ঋণ, গুহ্যদেশ, genitals.
৯।	ধর্ম্ম „	ধর্ম্ম, ভাগ্য, তপস্যা, গুরু, merit, তীর্থযাত্রা, পিতা [পরাশর মতে] উরু, শ্যালক ; hips and thighs, voyages, legal matters, science, divine knowledge, publications.
১০।	কর্ম্ম „ [দশমোদয়]	প্রভুত্ব, যশ, মান, জীবিকা, বিজ্ঞান, উচ্চপদ, পিতা, জানু জঙ্ঘা ; good deeds.
১১।	আয় „	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্রবধূ, জামাতা, আশা, নানাবস্তুর লাভ, ইষ্টসিদ্ধি, মিত্র, জঙ্ঘা, legs, ankles, calves, blood.

সংখ্যা	ভাবের নাম	ভাবসূচিত বিষয় :—
১২।	ব্যয় ভাব	পিতৃব্য, অর্থব্যয়, রাজদণ্ড, হানি, দাতৃত্ব. শয়নাদি সুখ, কার্য্যহানি, পদযুগল ; feet, toes, evil deeds, sorrows, unseen troubles.

এক্ষণে চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়ের আলোচনা করিব। রাশি-চক্রে কোন একটা নক্ষত্রের স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তথায় পুনরাগমন করিতে চন্দ্রদেবের ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১॥০ সেকেণ্ড সময় লাগে, সুতরাং চন্দ্রের দৈনিক মধ্যগতি ১৩ অংশ ১১ কলা। এই সময়ের নাম Sidereal month. আবার এক অমাবস্যার তারিখ হইতে পুনরায় অমাবস্যার তারিখ পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম চান্দ্রমাস বা Synodical month বা lunation এবং ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড পরিমিত। এক সৌর-বৎসরে ৩৭১টী চান্দ্র-দিন বা তিথি হয়, সুতরাং এক-সৌর বৎসরে ১১টী (কখন বা ১২) তিথি বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ১১টী তিথি বৃদ্ধি স্থলে ২ বৎসর ৮ মাস ১৭ দিনান্তে অথবা দ্বাদশটী বৃদ্ধি হইলে আড়াই বৎসর অন্তে একটী মলমাস হইয়া থাকে। ৭৪০টী সৌর বৎসরে (tropical) = ৯১০২ synodic revolutions of the moon হইয়া থাকে।

চন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত Synodical revolutionর ফলে রবিমার্গ এবং Sidereal revolutionর ফলে Lunar Zodiac নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। Encyclopædia Brittanica এতৎসম্বন্ধে দুই একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

"These stellar mile-stones were the Hindu *nakshattras* appropriated to designate certain small stellar groups, working the divisions of the lunar track.

"The modern *nakshattras* are 27 equal ecliptical divisions, the origin of which shifts like that of the solar signs, with the Vernal equinox.

"Positive proof of the high antiquity of the Hindu lunar zodiac is nevertheless afforded by the undoubted fact that the primitive series opened with *krittika* (the Pleiades) as the sign of the vernal equinox. The arrangement would have been correct about 2300 B. C. *We find nowhere else a well-authenticated zodiacal sequence corresponding to so early a date.*"

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল, হিন্দু-জ্যোতিষ অধিক প্রাচীন নহে এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিদিগের নিকট ইহা অনেক বিষয়ে ঋণী, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ক্রমশঃ এই মতের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে।

৩৬০ অংশ পরিমিত ভচক্রে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত ২৭টী নক্ষত্রের পর্য্যায়-ক্রমে নাম-ধাম ইত্যাদি নিম্নে দেওয়া গেল—

নক্ষত্রের নাম ও যে রাশির যত অংশ পর্য্যন্ত অবস্থিত—

১। অশ্বিনী মেষ রাশির ০ অংশ ০ কলা হইতে ১৩ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত

২। ভরণী ,, ,, ১৩ ,, ২০ কলা ,, ২৬ ,, ৪০ ,,

৩। কৃত্তিকার ,, ,, ২৬ ,, ৪০ ,, ,, ৩০ ,, ০ ,,
(প্রথম পাদ)

৩। কৃত্তিকা বৃষ রাশির ০ অংশ ০ কলা হইতে ১০ অংশ ০ কলা পর্য্যন্ত

(২য় ৩য়, ৪র্থ পাদ)

৪। রোহিণী ,, ,, ১০ ,, ০ ,, ,, ২৩ ,, ২০ ,, ,,

৫। মৃগশিরা ,, ,, ২৩ ,, ২০ ,, ,, ৩০ ,, ০ ,, ,,

(১ম ও ২য় পাদ)

,, মিথুন ,, ০ ,, ০

(৩য় ও ৪র্থ পাদ)

৬। আর্দ্রা ,, ,, ৬ ,, ৪০ ,, ,, ২০ ,,

৭। পুনর্ব্বসু ,, ,, ২০ ,, ০ ,, ,, ৩০ ,,

(১ম ২য় ও ৩য় পাদ)

,, কর্কট ,, ০ ,, ০ ,, ,, ৩ ,, ২০

(শেষ পাদ)

৮। পুষ্যা ,, ,, ৩ ,, ২০ ,, ,, ১৬ ,, ৪০

৯। অশ্লেষা ,, ,, ১৬ ,, ৪০ ,, ,, ৩০ ,, ০

১০। মঘা সিংহ ,, ০ ,, ০ ,, ,, ১৩ ,, ২০

১১। পূর্ব্বফল্গুনী ,, ,, ১৩ ,, ২০ ,, ,, ২৬ ,, ৪

১২। উত্তরফল্গুনী ,, ,, ২৬ ,, ৪০ ,, ,, ৩০ ,, ০

(প্রথম পাদ)

উত্তরফল্গুনী	কন্যা	,,	০	,,	০	,,	,,	১০	,,	০	,,
(শেষত্রিপাদ)											
১৩। হস্তা	,,	,,	১০	,,	০	,,	,,	২৩	,,	২০	,,
১৪। চিত্রা	,,	,,	২৩	,,	২০	,,	,,	৩০	,,	০	,,
(প্রথম দ্বিপাদ)											
চিত্রার (শেষদ্বিপাদ)	তুলা	,,	০	,,	০	,,	,,	৬	,,	৪০	,,
১৫। স্বাতী	,,	,,	৬	,,	৪০	,,	,,	২০	,,	০	,,
১৬। বিশাখা	,,	,,	২০	,,	০	,,	,,	৩০	,,	০	,,
(প্রথম ত্রিপাদ)											
(বিশাখার শেষ-পাদ)	বিছা	,,	০	,,	০	,,	,,	৩	,,	২০	,,
১৭। অনুরাধা	,,	,,	৩	,,	২০	,,	,,	১৬	,,	৪০	,,
১৮। জ্যেষ্ঠা	,,	,,	১৬	,,	৪০	,,	,,	৩০	,,	০	,,
১৯। মূলা	ধনু	,,	০	,,	০	,,	,,	১৩	,,	২০	,, ,,
২০। পূর্ব্বাষাঢ়া	,,	,,	১৩	,,	২০	,,	,,	২৬	,,	৪০	,,
২১। উত্তরাষাঢ়া	,,	,,	২৬	,,	৪০	,,	,,	৩০	,,	০	,,
(প্রথম পাদ)											
,,	মকর	,,	০	,,	০	,,	,,	১০	,,	০	,,
(শেষ ত্রিপাদ)											
২২। শ্রবণা	,,	,,	১০	,,	০	,,	,,	২৩	,,	২০	,,
২৩। ধনিষ্ঠা	,,	,,	২৩	,,	২০	,,	,,	৩০	,,	০	,,
(প্রথম দ্বিপাদ)											

ধনিষ্ঠা কুম্ভ " ০ " ০ " " ৬ " ৪০ "
(শেষ দ্বিপাদ)
২৪। শতভিষা " " ৬ " ৪০ " " ২০ " ০ "
২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ " ২০ " ০ " " ৩০ " ০ "
(প্রথম ত্রিপাদ)

" মীন " ০ " ০ " " ৩ " ২০ "
(শেষ পাদ)
২৬। উত্তরভাদ্রপদ " ৩ " ২০ " " ১৬ " ৪০ "
২৭। রেবতী " " ১৬ " ৪০ " " ৩০ " ০ "

নক্ষত্রদ্বারা গণনির্ণয় :—

দ	মা	রা	ম	দ	মা	দি	ন্দু	রা	রা	ম	ম	দ	রা	দ	রা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

দু	রে	রা	ম	ম	দা	রা	রি	মা	ম	দা গণ নির্ণয়ঃ ॥
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

অর্থাৎ দ=দেবগণ ; ম=নরগণ ; রা=রাক্ষসগণ। প্রত্যেক অক্ষরের নীচের অঙ্কদ্বারা জন্ম-নক্ষত্রাঙ্ক সূচিত।

শতপদ-চক্র-বিবরণ ॥

নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর	নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর	নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর
১। চু চে চো ল	১০। ম মি মু মে	১৯। যে যো ভ ভি
২। লি লু লে লো	১১। মো ট টি টু	২০। ভু ধ ফ ঢ়

নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর		নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর		নক্ষত্র-সংখ্যা ও আদ্যক্ষর	
৩।	অ ই উ এ	১২।	টে টো প পি	২১।	ভে ভো জ জি
৪।	ও ব বি বু	১৩।	পু ষ ণ ঠ	০*।	জু জে জো খ
৫।	বে বো ক কি	১৪।	পে পো র রি	২২।	খি খু খে খো
৬।	কু ঘ ছ	১৫।	রু রে রো ত	২৩।	গ গি গু গে
৭।	কে কো হ হি	১৬।	তি তু তে তো	২৪।	গো শ শি শু
৮।	হু হে হো ড়	১৭।	ন নি নু নে	২৫।	শে শো দ দি
৯।	ডি ডু ডে ডো	১৮।	নো য যি যু	২৬।	দু থ ঝ ঞ
				২৭।	দে দো চ চি

(ক) উক্ত চক্রের দ্বারা জন্ম-নক্ষত্রের যে পাদে জন্ম, তদনুসারে নামের আদ্যক্ষর নির্ণয় করা যাইতে পারে।

(খ) প্রত্যেক নক্ষত্রের চারিপাদ, সেই অনুসারে এক একটী অক্ষর লইতে হইবে।

(গ) জন্ম-নক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম ঠিক করিতে হইলে জন্ম নক্ষত্রের ভোগ্য-দণ্ডাদি পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। তৎপর জাতদণ্ডাদি যে পাদে পড়িবে, নক্ষত্রের সেই পাদ গ্রহণ করিবেন। চন্দ্রস্ফুট জানা থাকিলে ইহা নির্ণয় করা অতি সহজ, কারণ প্রত্যেক পাদ = তিন অংশ কুড়ি কলা।

(*) অভিজিৎ নক্ষত্র (০) = ২১ নক্ষত্রের শেষ পাদ ও ২২ নক্ষত্রের প্রথম পাদ।

সংজ্ঞাধ্যায়।

নক্ষত্রদের গণবিভাগ।

(১) নিম্নলিখিত নক্ষত্র-গুলিকে ঊর্দ্ধমুখ বলে এবং চিত্রকর্ম্ম ছত্র-ব্যবহার, পাদুকা-নির্ম্মাণ, গৃহ, প্রাসাদ, দেবগৃহ, হর্ম্ম্য, প্রাকার ও তোরণ এবং বাণিজ্যগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যারম্ভ ও রাজ্যাভিষেক এই সকল নক্ষত্রে কর্ত্তব্য। নক্ষত্রের সংখ্যা :—৪। ৬। ৮। ১২। ১৯। ২১। ২২। ২৩। ২৬।।

(২) পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের সংখ্যা :—১। ৫। ৭। ১৩। ১৪। ১৫। ১৭। ১৮। ২৭॥ এই কয়টী নক্ষত্রে যন্ত্ররথাদি-নির্ম্মাণ, নৌকাগঠন, গৃহ-প্রবেশ, বীজবপন, গবাদি পশুর দমন ও ব্যবহার কার্য্যের জন্য প্রশস্ত।

(৩) অধোমুখ নক্ষত্রে বিদ্যারম্ভ, ভূমি-খনন প্রভৃতি কার্য্য প্রশস্ত। তাহাদের সংখ্যা :—২। ৩। ৯। ১০। ১১। ১৬। ২০। ২৪। ২৫॥ পুরাণাদিতে লিখিত আছে উক্ত নক্ষত্রে জ্যোতিষ-শিক্ষারম্ভ, কূপাদি-খনন, পাতালাদি-প্রবেশ, ধাত্বাদির ও কয়লার খনি, অনন্তমূল প্রভৃতি ভূগর্ভস্থ মূলাদির উত্তোলন কার্য্যারম্ভ শুভ।

(৪) পুং-নক্ষত্র পুংসবন* ও গর্ভাধান কার্য্যে প্রশস্ত। কিন্তু মূলা নক্ষত্রে গর্ভাধান নিষিদ্ধ। সংখ্যা :—৫। ৭। ৮। ১৩। ১৯। ২২॥

(৫) উগ্রগণ নক্ষত্রে প্রহার, অস্ত্রপ্রয়োগ, বিষপ্রয়োগাদি উগ্রকর্ম্মে প্রশস্ত। মঙ্গলবার এবং উক্ত নক্ষত্র গ্রাহ্য। সংখ্যা :— ২। ১০। ১১। ২০। ২৫॥

(৬) ধ্রুবগণ নক্ষত্রে শান্তিকার্য্য, বৃক্ষরোপন, বীজবপন, গীতবাদ্যাদি শিক্ষা, মিত্রতা, বস্ত্রাদির তৈয়ার কার্য্য শুভ। রবিবার প্রশস্ত। সংখ্যা :— ৪। ১২। ২১। ২৬। ॥

*গর্ভিনী স্ত্রীর তৃতীয় মাসে গর্ভ-সংস্কার-বিশেষের নাম পুংসবন

(৭) চরগণে উদ্যানাদি-ভ্রমণ, অশ্বাদিতে আরোহণ, বস্তুক্রয়, শিল্প-বিজ্ঞান-বিস্তারম্ভ এবং রতিক্রিয়া প্রশস্ত। সোমবার গ্রাহ্য। সংখ্যা :— ৭। ১৫। ২২। ২৩। ২৪। ॥

(৮) লঘুগণ নক্ষত্রে ও বৃহস্পতিবারে বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-শিক্ষারম্ভ প্রশস্ত এবং চরগণোক্ত কার্য্যাদি ও শুভ॥ সংখ্যা :—১। ৪। ১৩॥ নামান্তর, ক্ষিপ্রগণ।

(৯) মৃদুগণ নক্ষত্রে বস্ত্রাদি-নির্ম্মাণ, গীতবাদ্যাদি-শিক্ষা, ক্রীড়া-কৌতুকারম্ভ প্রশস্ত। এবং শুক্রবার শুভ। সংখ্যা:—৫। ১৪। ১৭। ২৭॥

(১০) তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্রে এবং শনিবারে বধাদি কার্য্য, যুদ্ধবিগ্রহাদি আরম্ভ, ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদি-হিংস্র-জন্তুর শীকার ইত্যাদি কর্ম্ম প্রশস্ত। সংখ্যা :—৬। ৯। ১৮। ১৯॥

(১১) মিশ্রগণে ও বুধবারে বিহিত বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্য এবং ইহা উগ্রগণোক্ত বিবিধ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সংখ্যা ৩। ১১॥

অশুভ নক্ষত্রগণ।

(১) অপটুকিরণ অর্থাৎ রবি যে নক্ষত্রে থাকেন, তাহার পূর্ব্ব ও পর নক্ষত্র এবং রবিযুক্ত নক্ষত্র (অর্থাৎ সন্ধ্যাগত)।

(২) পাপভোগ্য, শুভাশুভ গ্রহযোগে মর্দ্দিত বা ভিন্ন নক্ষত্র এবং উল্কাপাতাদি ত্রিবিধ উৎপাত-দোষে দুষ্ট নক্ষত্র।

যে নক্ষত্রের যে পাদে শুভ বা অশুভ গ্রহ থাকে, সেই পাদই পীড়িত এবং অশুভ, অন্যপাদত্রয় শুভ।

ক্রয়-বিক্রয়ের বিহিত নক্ষত্র এবং লগ্নাদি।

(ক) কোন দ্রব্য (ভূষণাদি) বিক্রয়ের পক্ষে বিশেষ শুভ এই আটটী নক্ষত্র-সংখ্যা :—২। ৩। ৯। ১১। ১৬। ১৮। ২০। ২৫॥ কিন্তু ক্রয়ের জন্য অশুভ।

(খ) ক্রয়ের পক্ষে বিশেষরূপ শুভ-নক্ষত্র-সংখ্যা :—১। ১৪। ১৫। ২২। ২৪। ২৭॥ কিন্তু বিক্রয়ের পক্ষে অশুভ।

(গ) কুম্ভ-ভিন্ন লগ্নে এবং সেই লগ্নাপেক্ষা ২। ৪। ৫। ৭। ৯। ১০ ইহার অন্যতম কোন ভাবে শুভগ্রহ থাকিলে এবং পাপগ্রহ ৩।৬।১১ স্থানে অবস্থিত হইলে ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ শুভ।

রোগোৎপত্তি নক্ষত্রফল।

নক্ষত্রাঙ্ক :—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রোগ-ভোগ-দিন-সংখ্যা :—	১	মৃত্যু	৯	৩	৫	মৃত্যু	৭	৭	৯	৩০	৬০

১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১৫	৭	১৫	৬০	২০	১৮	১৫	মৃত্যু	১৫	২০	৬০	১৫	১০	মৃত্যু	১৫	২০

(১) রোগারম্ভ-দিনে চন্দ্রতারা শুদ্ধ * থাকিলে দিনসংখ্যা হ্রাস হয়, কিন্তু প্রতিকূল থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

* চন্দ্রশুদ্ধি যথা :—জন্মরাশি হইতে ১। ৩। ৬। ৭। ১০। ১১ এই কয়টী স্থানের অন্যতম স্থানে ইষ্ট-দিনে চন্দ্র থাকিলে চন্দ্র-শুদ্ধি হয়। শুক্লপক্ষে ২। ৫। ৯ম স্থানস্থ চন্দ্র ও শুদ্ধ। মেষাদি রাশির ১। ৫। ৯। ২। ৬। ১০। ৩। ৭। ৪। ৮। ১১। ১২ যথাক্রমে চন্দ্রস্থিতি বশতঃ "ঘাতচন্দ্র" হইয়া থাকে। অর্থাৎ মেষ রাশির প্রথম, বৃষের পঞ্চম স্থানে ইত্যাদি নিয়মে চন্দ্র থাকিলে ঘাতচন্দ্র হয়।

(২) যদি জন্ম-নক্ষত্রে বা আধান-নক্ষত্রে রোগারম্ভ হয়, তবে বিশেষ কষ্টের কারণ হয়।

(৩) তদ্রূপ বধতারা, প্রত্যরি-তারা ও বিপত্তারায় রোগোৎপত্তি হইলে এবং সেই দিন চন্দ্র প্রতিকূল থাকিলে, সেই পীড়ায় মৃত্যুতুল্য ফল হয়।

(৪) যদি তারা শুভ, কিন্তু নক্ষত্র অত্যন্ত অশুভ হয়, অথবা তারা অশুভ কিন্তু নক্ষত্র শুভ থাকে, তাহা হইলে সামান্য ক্লেশ হয়।

(৫) চন্দ্র-তারা শুদ্ধ না থাকিলে, নিম্ন-লিখিত বার, তিথি, নক্ষত্রের সংযোগে রোগোৎপত্তি যদি হয়, তবে তাহা সাংঘাতিক হইয়া থাকে :—

(ক) রবি, মঙ্গল ও শনিবারের যে কোন বার ;

(খ) চতুর্থী, নবমী, ষষ্ঠী, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথির যে কোন তিথি ;

(গ) ৬।৯।১১।১৫।১৯।২০।২৪।২৫ (এবং কাহারও মতে ১৮ নক্ষত্রের) অন্যতম কোন নক্ষত্রে।

নবতারা-বিভাগ।

যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম সেই নক্ষত্রই জন্মতারা। জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, জাতকের সেই রাশিই জন্ম-রাশি এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকেন তাহাই জন্মনক্ষত্র। জন্ম-নক্ষত্র হইতে পর পর ৯টী শ্রেণী সাজাইলে, ২৭ নক্ষত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রকে তারা-সংজ্ঞা দেওয়া হয়।—তারা-সকল নামানুযায়ী ফলপ্রদ হয়। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল। আদর্শকুণ্ডলিতে চন্দ্র ধনু রাশিতে ১৯ নক্ষত্রে আছেন, সুতরাং জানা গেল জাতকের ধনুরাশি জন্ম-রাশি এবং মূলা নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র।

মূলা জন্ম-নক্ষত্রের নব-তারা-বিভাগ-চক্র—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	অতিমিত্র
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(চ)	(বৃ)	(বু)			(শু)		(রা)	
		(ম)			(শ)			
		(র)						
		(কে)						

উক্ত তালিকায় বন্ধনীমধ্যস্থিত আদ্যক্ষর-গুলি গ্রহদিগের নামের আদ্যক্ষর বুঝিতে হইবে। যথা, বিপত্তারায় রবি, মঙ্গল, বুধ, কেতু আছেন।

(ক) জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম তারা সকলের পক্ষে অশুভ।

(খ) দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং নবম তারা শুভ।

(গ) সৎকৃত্যমুক্তাবলী-গ্রন্থমতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও যাত্রা প্রভৃতি শুভ-কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য শুভ-কর্ম্ম জন্ম-তারায় করা যাইতে পারে।

ষণ্নাড়ী-নক্ষত্র-বিবরণ ॥

(ক) জন্ম-নক্ষত্রকে ধরিতে হইবে জন্ম-নাড়ী। জন্মনক্ষত্র হইতে

(খ) দশম নক্ষত্রের নাম কর্ম্মনাড়ী;

(গ) ষোড়শ „ „ সাংঘাতিক নাড়ী;

(ঘ) অষ্টাদশ „ „ সমুদয় নাড়ী;

(ঙ) ত্রয়োবিংশ „ „ বিনাশ নাড়ী;

(চ) পঞ্চবিংশ „ „ মানস-নাড়ী ;

(ছ) ঊনবিংশ „ „ আধান-নাড়ী (জাতক-পারিজাত-মতে)।

প্রয়োজন ঃ—জন্মকালীন অথবা গোচর-কালীন (প্রতিবর্ষের পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য) পাপগ্রহগণ যদি উক্ত ষন্নাড়ীতে থাকেন, তবে অশুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। যে যে নাড়ীতে যে যে ফল হয় তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য ঃ—

(ক) জন্মনাড়ীতে পাপগ্রহ...শরীর-কষ্ট, অর্থহানি ও বিফল চেষ্টা।

(খ) কর্ম্মনাড়ীতে „ ...কর্ম্মহানি বা ব্যাঘা এবং নানা ক্লেশ।

(গ) সাংঘাতিক নাড়ীতে „ ...দেহকষ্ট, মিত্র ও অর্থ-হানি।

(ঘ) সমুদয় নাড়ীতে „ ...অর্থ মিত্র ও ভৃত্য-হানি বা তজ্জনিত ক্লেশ।

(ঙ) বিনাশ-নাড়ীতে „ ...ধনসম্পত্তির হানি, দেহ ও মনের পীড়া।

(চ) মানস নাড়ীতে " ...চিত্তবৈকল্য, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ক্লেশ।

রাজাদিগের জন্য অতিরিক্ত তিনটী নাড়ী-নক্ষত্র যথা ঃ—স্বজাতিনাড়ী =পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র। দেশনাড়ী=ষড়বিংশতি নক্ষত্র। অভিষেক-নাড়ী =সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ; (জাতক-পারিজাত-মতে)॥

জন্মতিথি-প্রকরণ।

জন্মদিনে ইষ্টদণ্ডাদি-মধ্যে যে তিথি পাওয়া যায়, তাহাই জন্মতিথি। দ্বিতীয়াদি বর্ষ-প্রবেশ-কালে, যদি জন্মমাসে জন্মতিথি এবং জন্মনক্ষত্র একত্র সংযুক্ত হয়, তবে যে বৎসরে ঐ প্রকার যোগ পাওয়া যাইবে, সেই বর্ষে সুখসম্মান ও আরোগ্য ফল-লাভ হইবে। যদি জন্মতিথির দিবসে শনি বা মঙ্গলবার হয় অথচ জন্মনক্ষত্রের যোগ হয় না, সেই বর্ষে পদে পদে বিঘ্ন-ক্লেশ ভোগ হয়। উক্ত বারে জন্মনক্ষত্রের যোগ হইলে কেবল সেই জন্ম মাসটীতে কষ্টভোগ হয়।

কারকতা-ব্যাখ্যা ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

রাশির স্বরূপ বর্ণনা। *

রবির ভ্রমণ-মার্গ দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি ভাগকে রাশি কল্পনা করা হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহু প্রাচীন কালে রবি-মার্গের সন্নিহিত কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের (Constellations) মধ্য দিয়া চন্দ্রের গমনাগমন লক্ষ্য করিয়া এবং মেষাদি জীবজন্তুর আকার-সাদৃশ্য কল্পিত করিয়া লইয়া মেষাদি জীবজন্তুর নামে এই রাশি-চক্র বিভক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালে Constellation-নির্দ্দিষ্ট মেষাদি রাশি ও রবিমার্গের দ্বাদশ-বিভক্ত রাশি একই ছিল। কিন্তু দ্বাদশরাশির নাম ও রূপ কল্পনায় অন্য কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত।

দ্বাদশ রাশিকে Energy অর্থাৎ শক্তির দিক্ হইতে ত্রিধা বিভক্ত করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চরাদি সংজ্ঞানুসারে প্রত্যেক ভাগে চারিটি করিয়া রাশি পাওয়া যায় এবং matter অর্থাৎ জড়-পদার্থের অবস্থা-অনুসারে অগ্নি, পৃথ্বী বায়ু ও জল এই চারি ভাগে তিন তিনটী রাশিকে ধরা হইয়াছে। আবার রবিচন্দ্র ভিন্ন পাঁচটী গ্রহদের প্রত্যেকের দুটি করিয়া ক্ষেত্র কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রাক্কালে পদার্থ-পরমাণু-সকলের সহিত তেজোরাশির কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহার বর্ণনা Geoffrey Martin সাহেবের

* "The Path-way of the Soul" by J. Henry Van Stone: "Stars of Destiny" by Katherine Taylor Craig (Kegaun Paul) প্রভৃতি গ্রন্থের ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

Triumphs and wonders of modern chemistry হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"In the beginning of time, space was filled with a vast sea of electrical vapour. The vapour was composed not of atoms, for matter-atoms had not yet come into existence, but of the tinier electrical particles mentioned above, the measureless speed of whose motions caused the whole to thrill with a faint crepuscular light. The elements are supposed to have evolved from this fire-mist. The vapour was composed of particles both positively and negatively electrified. These attracted each other with very great forces, but the tremendous speed of their motions parted them even as they flashed by each other. Gradually, however, the particles radiated away energy in the form of heat and light, and, as a result, their motion became less and less swift until occasionally permanent connexions were formed between them, and the first step in grannulation took place......the lightest atom known to us upon the earth is thus the end-product of a vast epoch of evolution."

"বৃত্র-সংহার" (২১ সর্গ) নামক কাব্যে অমরকবি হেমচন্দ্র এই সৃজন ও প্রলয়ের অপূর্ব্ব-লীলার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখানে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলে পাঠকবর্গের নিকট অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না :—

"দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণ-মণ্ডলাকার বিপুল-পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,

* * * *

"বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘ-রাশি গগনে সঞ্চার;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—সে বাষ্পমণ্ডলী
আবর্ত্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহার মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত-তনু—কেন্দ্র আভাময়'

* * * *

"বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু-পিণ্ডরূপে
ছুটিছে অনন্ত-পথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র-আকারে
নানাবর্ণ, নানা-কায়—অপূর্ব্ব-নিনাদে
পূরিয়া অম্বর দেশ;

উপরে শাশ্বত সৃষ্টি-লীলার যে চিত্তবিমোহন চিত্র বৈজ্ঞানিকগণ এবং মহাকবিগণ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে এই মনে হয় যে তেজের (fire) পরিণাম ফল—গতিশীলতা, চঞ্চলতা, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এবং তজ্জন্য উদ্ভব ও লয় পাশাপাশি চলিতে থাকে। প্রকৃতির এই লীলা প্রকট করিবার জন্য যে agent নিযুক্ত, তাহারই নাম রুদ্রদেবতা বা ভৌমশক্তি অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ। ইনি কামনারাজ্যের অধীশ্বর, এবং দার্শনিকগণের মতে অনাদি এই সৃজনক্রিয়া কামনা ও তৃষ্ণা-প্রসূত। কামনা ও তৃষ্ণার পাশাপাশি স্পর্শ ও বেদনা

এবং বেদনার ঘাতপ্রতিঘাতের পরিণাম-ফল নির্ব্বেদ। বৌদ্ধ মতানুসারে অবিদ্যা (ignorance) এবং তৃষ্ণা (desire) হইতেই জীবের এই সংসারে পুনঃপুনঃ গতাগতি।

সংসার-রথচক্রে বদ্ধজীব জন্মে জন্মে নানাবিধ সুখ ও দুঃখের আস্বাদ লাভ করিয়া অবশেষে ঐ দুইটির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেই শিবত্ব লাভ করে। এই রাশিচক্র বা ভ-চক্রই সংসার-রথ-চক্রের দ্যোতক এবং দ্বাদশ-রাশিই আত্মার এই দ্বাদশ অবস্থার সূচক (Symbolic)। এক্ষণে ভৌম-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা বোধগম্য হইবে, যদি এই উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ লওয়া যায়,—the fiery creative force which builds and destroys, and compels the evolution of the soul, Mars is the symbol of the Desire which lies at the root of manifestation"

মেষ ও বিছা এই রাশিদ্বয় মঙ্গলের গৃহ। প্রথমটির চর-সংজ্ঞা ও অগ্নিরাশি, দ্বিতীয়টির স্থির-সংজ্ঞা ও জলরাশি। শীতের অবসানে যখন বসন্তের প্রথম উষা দেখা দেয়, যখন শৈত্যবশতঃ চরাচর-বিশ্বের জড়তা ও স্তব্ধতা অন্তর্হিত হইয়া বিশ্ব-চরাচর নবীন বসন্তে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে, তখনই মেষের আদিবিন্দুতে (vernal equinox) প্রাণময় সৌরকর-সম্পাত হইয়া থাকে। অবিদ্যাজনিত মায়াচ্ছন্ন বিশ্বে এক নবীন স্পন্দন, এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহারই ঝোঁকে মানব সকল কার্য্যে ক্ষিপ্রকারী হয়, ভয় তাহার থাকে না, কোন বাধা ও সে মানে না, রজোগুণই তাহার একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং ভোগতৃষ্ণা অফুরন্ত। জৈব (animal) অভিব্যক্তির পূর্ণতা লাভের জন্য তাহার অদম্য চেষ্টা।

"It is the descent of the spirit into matter, when the spirit becomes tramelled by the bonds of ignor-

ance. It is an act of Divine sacrifice, a reflection of the cosmic sacrifice on which the universe is founded."

(২) বিছা রাশি মঙ্গলের নৈশ-গৃহ (negative house) এবং জলরাশি বলিয়া ভাবের খেলা এখানে বেশী। ইহা একটি প্রধান psychic রাশি, যেহেতু এই রাশির ব্যক্তিগণ প্রকৃতির গুপ্তরহস্য বাহির করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়। ইহারা প্রায় magnetic healers (অর্থাৎ ঝাড় ফুঁ করিয়া রোগ যাঁহারা সারান) হয়, ইহাদের প্রকৃতি দাম্ভিকতা-পূর্ণ, ধূর্ত্ত, তীক্ষ্ণ, সমালোচনা-প্রিয় এবং সন্দিগ্ধ। ইহাদের passional sex-nature স্বভাবতঃ প্রবল। অবিদ্যাজনিত সৃষ্টি-ক্রিয়ার যে প্রক্রিয়া মেষ রাশিতে আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্তরাশি (তুলা পর্য্যন্ত) অতিক্রম করিয়া সপ্তস্বর-গ্রামের (Gamut) পুনরাবৃত্তির ন্যায় বিছায় তাহার চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যা" রূপান্তরিত হইয়া এক্ষণে "তৃষ্ণা" মূর্ত্তিতে বিছায় দেখা দিতে থাকে। এই তৃষ্ণা কি বুঝিতে হইলে কবির ভাষায় বলিব :—

"Thirst, that thirst which makes the living drink
Deeper and deeper of the false salt waves
Whereon they float, pleasures, ambitions, wealth,
Praise, fame, or domination, conquest, love,
Rich meats and robes, and fair abodes and pride
Of ancient lines, and lust of days, and strife
To live, and sins that flow from strife,
Some sweet, some bitter."

আরও দুইটী রাশির সম্বন্ধে আলোচনা এই স্থলেই করা যাইতে পারে। মেষরাশির উভয়-পার্শ্বে একটী শুক্র গ্রহের ক্ষেত্র (বৃষ),

অপরটী বৃহস্পতির ক্ষেত্র (মীন)। বিছা রাশির ও উভয়-পার্শ্বে উক্ত দুই গ্রহের ক্ষেত্র অর্থাৎ তুলা এবং ধনু এই রাশিদ্বয়।

যখন বিছা অতিক্রম করা যায়, অর্থাৎ যখন ক্রমবিকাশ-নিয়মে জীবের বাসনার ক্ষয় হইয়া আসে, এবং কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ-সকল গুটাইয়া লইয়া আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ মনের অবস্থা যখন আসে, তখনই গুরুর (অর্থাৎ ধনুরাশির প্রভাব) উদয় হয়, তখনই তপস্যা ও সাধনার প্রয়োজন হয়। ভাবচিন্তার বর্ণনা দৃষ্টি করিলে জানা যাইবে যে, লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে ভক্তিমার্গের এবং নবম স্থানে তপস্যা, গুরু, তীর্থাদি চিন্তা করিতে হয়। মেষ হইতে ৫ম রাশি সিংহ,—স্থিরাগ্নি রাশি ও রবির ক্ষেত্র; এবং ৯ম ধনু দ্ব্যাত্মকাগ্নিরাশি। অতএব regenerated মেষ (অর্থাৎ প্রকৃত দীক্ষা-সম্পন্ন মেষ-লগ্নের ব্যক্তি) অবিদ্যার নাশ হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ প্রকৃত জ্ঞানমার্গে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতিতে রুদ্রদেবের ভাব অধিক থাকাই সম্ভব, অথচ আশুতোষের ন্যায় পরম-কারুণিক ভাব ও আশ্রয় করিতে পারেন। বিছা-লগ্নের পক্ষে ভক্তিস্থান মীন রাশি (অধিপতি গুরু),—দ্ব্যাত্মক জলরাশি, এবং নবম স্থান কর্কট,—চর-জলরাশি। ইহাতে রজোগুণের আধিক্য এবং ভাব-প্রবণতার (emotional element এবং display) প্রাধান্য মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং উক্ত লগ্নের ব্যক্তির পক্ষে নীরব বা নিঃসঙ্গ সাধনা সম্ভব হয় না। সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা বা অন্য নানা-প্রকার ভাবাতিশয্য-পূর্ণ সাধন-ব্যাপারের দ্বারা ভক্তি-মার্গের পথ ইঁহাদের অনুকূল।

"নামে রুচি, জীবে দয়া",—এই প্রকারের সাধনা বোধ হয় ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা রুচিকর ও সুগম। এই স্থলে বৃহস্পতি গ্রহের প্রকৃতি অনুসারে রাশিদ্বয়ের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য এই উদ্ধৃতাংশের প্রয়োজন হইতেছে :—

"Jupiter represents the Higher mind, whose action is ever expansive, illumining the lower mental vehicle. In the spiral ascent through the Zodiacal signs, man does not come under the direct action of Jupiter, until the *trishna* stage is passed, until desire is overcome, and the soul passes into Sagittarius-*upadana* where it gathers up the fruitage of its past and submits it to the synthetic influence of the ruler of this sign. Hence we find Jupiter's action in Sagittarius bringing to light, the hidden things of religion, philosophy and science. Then in the last stage of the pilgrimage when the man has gained the control over his vehicles, Jupiter once again in Pisces opens the gateway to the vale of Peace, and reveals the secret things of the spirit, which manifest in love and compassion."

স্থির-রাশি-চতুষ্টয়।

♉	♌	♏	♒
বৃষ	সিংহ	বিছা	কুম্ভ
সংস্কার	ষড়ায়তন	তৃষ্ণা	জাতি-স্মর

অগ্নিরাশি-বিভাগের মধ্যে সিংহের প্রকৃতি অন্য দুইটী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৌদ্ধমতে "ষড়ায়তন" ইহাকে বলা হয়, তাহার কারণ "Leo shows the awakening into activity of the latent forces of Taurus ; the constructive force building the prison of the senses (through the six powers of perception) in which the soul will dwell during its pilgrimage through the Darkness to the Dawn, when the sun shall be revealed." MacGregor সাহেবের মতে সিংহ রাশিতে মৌলিকত্ব বেশী দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি অতিশয় রক্ষণশীল এবং কিসে ভাল দেখায় এই লইয়া তাহারা বেশি ব্যস্ত হয়। তাহাদের শ্রেষ্ঠ উন্নতি,—তাহাদের প্রকৃতি-গত মহত্ব, উচ্চাশয় এবং প্রীতি-পরায়ণতার দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। তাহাদের মনের দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, উচ্চাকাঙ্খা এবং খোলাখুলি ভাব দেখিয়া সহজেই সিংহ রাশির লোক বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্যদেশে উপরে চিত্রিত সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা কিরূপে স্থির-রাশি চারিটীর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দেখান হইল। একটা সর্পাকৃতি জীব গুটাইয়া কুণ্ডলীরূপে থাকিলে বৃষরাশির symbol হইল। Open ভাবে থাকিলে সিংহ, সঙ্কুচিত হইয়া যেন গতিশীল ভাবে থাকিলে বিছা। এবং স্বচ্ছ কারণ-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দেখা যাইলে কুম্ভ রাশির সূচনা করিয়া থাকে। তরঙ্গ-লীলার সহিত (undulatory movement) সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই সর্পাকৃতি। Egypt দেশে সর্পাকৃতি-বিশিষ্টা বিপুল-রহস্য-পূর্ণা আদ্যাশক্তিকে Fohat বলা হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশীয় যোগ-শাস্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির ঐরূপ বর্ণনা আছে। এই শক্তিই সৃষ্টির আদি-কারণ বলিয়া বিদিত এবং ইহাকে

জাগ্রত করিয়া সুষুম্নাপথে চালিত করিয়া ষটচক্র ভেদ করিতে পারিলেই যোগিশ্রেষ্ঠ মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

শুক্রগ্রহের নৈশগৃহ স্বরূপ স্থির-পৃথ্বীরাশি বৃষ, মেষরাশি হইতে দ্বিতীয় (বাক্‌ভাবে) স্থানে অবস্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে সংস্কারকে তেজোময়ী বাক্ স্বরূপ বলা হইয়াছে (Vide the Great Origination, Theosophical Review, June 1908, by Mr. J. C. Chatterjee). "It represents the Virgin matter, the clay which is to be moulded stage by stage into a fitting vessel for the Divine Life within. It (সংস্কার) flashes before the great Thinker as He broods over Non-being. Once manifested, it acts as the guiding and ruling light for all the rest of Cosmic activity."

যে শক্তি বৃষরাশিতে সুপ্তাবস্থায় থাকে, ও সিংহে ক্রিয়াশীল হয়, বিছারাশিতে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু তৃষ্ণা-ক্ষয়ে গুরুর অসীম কৃপায় অথবা দুঃখ-কষ্টের নিদারুণ কশাঘাতে (এই জন্য ধনুর চিহ্ন শরের অর্থাৎ দণ্ডের বা arrowর ন্যায়) বদ্ধজীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মুক্ত হইয়া কুম্ভ-রাশিতে জাতি-স্মর হইতে পারেন। এই জন্যই স্বচ্ছ কারণ-সলিলে নির্ম্মল প্রতিবিম্ব পড়ে। জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসারে চিদানন্দ মূর্ত্তি-স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন, কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হয় না। তিনিই Super-man, প্রকৃতির উপর তাঁহার অসীম আধিপত্য, তাঁহারই বায়ু স্থির বলিয়া তিনি নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় জ্যোতি বিকীরণ করিতে পারেন। কুম্ভরাশি is the "Sign of Universal man," এবং বর্ত্তমান যুগকে অনেকে The Aquarian Age বলিয়া অভিহিত করেন, যেহেতু মানব এইযুগে বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, নব নব wireless সংক্রান্ত আবিষ্কার করিতেছে, বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিদ্যার

সাহচর্য্য করিতেছে, নবীন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার মহতী প্রচেষ্টা বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ও "love, brotherhood and service" ইত্যাকার Socialistic মতের সমর্থন করিতেছে এবং league of Nationsর নিয়মাধীন করিয়া সংসারে শান্তিরক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হইয়াছে।

"For countless lives will the soul pass through the signs garnering experience, until once more in —Aquarius, its eyes are opened—it knows—and refusing the sidereal cup, it drinks from the supernal crater, whose waters are the nectar of the gods, living waters of the cup of the Holy Graal."

এক্ষণে চারিটী দ্ব্যাত্মক রাশির মধ্যে অবশিষ্ট দুইটী দ্ব্যাত্মক রাশির স্বরূপ কিরূপ তাহা বলিব। বুধ-গ্রহকে দেব-দূত আখ্যা দেওয়া হয়। মিসর-দেশে তাঁহাকে Thoth বলা হইত এবং গ্রীক-সাহিত্যে বুধ Hermes নামে অভিহিত।—" Mercury in the constitution of man represents the thinker, the reincarnating ego, the link between spirit and matter, the messenger between the divine within and the personality. Thus there is a duality in the planet's influence, according to whether the mind is turned outward, reflecting the activities of matter, or turned inward reflecting the activities of the spirit."

মিথুন ও কন্যা উভয় রাশিই বুধের ক্ষেত্র, এবং কন্যা রাশি বুধের উচ্চস্থান। উপরের লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে জড়-

বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ জড়প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ধন-সম্পদ ও পার্থিব সুখের চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়া দুনিয়ার মালিক বলিয়া নিজেদের মনে করে, সেই জড়বিজ্ঞানের কারক বুধ-গ্রহ এবং দ্ব্যাত্মক স্বভাব বিশিষ্ট বায়ু-রাশি (মনস্বিতার দ্যোতক) মিথুন এবং তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির আধার পৃথ্বী-রাশি (materialistic) কন্যা রাশি—এই উভয় স্থানই বুধের উপযুক্ত গৃহ-স্বরূপ। আরও বুঝিতে হইবে যে, বৃহস্পতি যে সকল শক্তি বা গুণের দ্যোতক ইতিপূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা মনোরাজ্য বা অধ্যাত্ম-জগৎ লইয়া। সুতরাং বৃহস্পতির ক্ষেত্রদ্বয়ের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ৭ম রাশিতে বুধের ক্ষেত্রদ্বয় কল্পনা করার বিশেষ যুক্তি-পূর্ণ কারণ পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে কন্যারাশির স্বরূপ পৃথকভাবে আলোচনা করিব। মেষ রাশিতে "অবিদ্যা", বিছায় "তৃষ্ণা" ইত্যাদি যেমন বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ কন্যার বৈশিষ্ট্য "স্পর্শ"—অর্থাৎ—" The young soul equipped with senses and sense organs, now *contact* the outer world. The Buddhist cosmorama symbolises this by a man and woman sitting together or embracing. From the inter-action of the Ego and external sense objects, arise the intellectual powers of judgment and reasoning." অর্থাৎ এই স্পর্শের" পরিণাম-ফলে কন্যারাশির ব্যক্তি খুব চালাক (clever), ধীশালী (keenly intellectual) উত্তম সমালোচক (critic), কাজের লোক (practical) উপায়ক্ষম বা কৌশলী, (resource-ful) ও আবিষ্কারক (inventive) এবং সন্দেহ-বাদী (skeptical) হইয়া থাকে। যাঁহারা সমুন্নত-চরিত্র হন, তাঁহারা প্রায়ই নিষ্কলঙ্ক-জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করেন এবং মানবজাতির কল্যাণকরী বিদ্যা বা জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে মিথুন রাশিতে

অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন (sign of genius), তাঁহাদের জ্ঞানের পিপাসা খুব বেশী ও শিল্প-সাহিত্যে তাঁহাদের বহুমুখী প্রতিভা এবং মৌলিক গবেষণা, প্রত্যাদেশ (inspiration) বা প্রেরণা প্রভৃতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। "In the two preceding stages spirit has united to matter and from this union now is born the child-soul in whom appears the first touch of self-conscious-ness (বিজ্ঞান). At this point begins the struggle for the mastery between the Self and the Not-self, the Reality and its Shadow, until unity is achieved. Gemini is the portal of the Temple of Humanity. This soli-lunar character of the Twins is of interest, because in relation to Man, we have pourtrayed, the Higher and Lower self, perpetually warring against the other, yet building stone by stone the Holy City in which shall dwell the King in his strength and beauty."

এক্ষণে কর্কট, তুলা এবং মকর—চর-রাশিত্রয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব। কর্কট জলরাশি, তুলা বায়ু-রাশি এবং মকর পৃথ্বী-রাশি। " There are two gateways, one at the north and one at the south. Cancer is the gate through which souls descend, but Capricorn—that through which they ascend. It is with the soul at this stage, a period of elaboration of the experiences in the outer world, the materials which will form the food of the Man on his pilgrimage. These ideas of nutrition, growth,

and elaboration are in accordance with the maternal nature of Cancer and we may regard this sign as a *gestatory state.*

" Emotion, sympathy, sensitiveness, fertile imaginations, romantic ideas, conventionalism an love of ceremony and attraction towards the occult, tactfulness, self-sacrificing love for the offspring, then for the family and a tenacity of purpose—are some of the principal traits of character of the Cancerian."

অর্থাৎ মেষ হইতে চতুর্থ (জননী-ভাব) কর্কট রাশি—ভাব-প্রবণতা, ঔপন্যাসিক কল্পনা ও বর্ণনা করিবার শক্তি, নানাবিধ খেয়াল, তীক্ষ্ণ অভিমান-বিহ্বলতা, দ্রুত-পরিবর্ত্তন-পরায়ণতা, পরদুঃখ-কাতরতা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগ, কর্ম্ম-কুশলতা এবং অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণ-সমুদয় প্রদান করে। জীবন-যাত্রায় নবীন আত্মা মিথুন রাশি অতিক্রম করিবার কালে "বিজ্ঞান"-প্রসূত যে সকল অভিজ্ঞতা আহরণ করে, সেইগুলি তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপাদান-স্বরূপ কর্কট রাশি সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং মাতার দেহের উপাদানগুলির দ্বারা যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণ দিনে দিনে বর্দ্ধিতায়তন হয়—কর্কট-রাশি-ভোগ-কালীন নবীন আত্মা সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কল্পনা-চক্ষে এক এক বিশিষ্ট যুগে এক একটী রাশির প্রভাবের মাহাত্ম্যে মানবাত্মার (অথবা মানব-সমাজের) ক্রমবিকাশ যে যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে, এখানে তাহাই বক্তব্য। এই কথাটী এত প্রয়োজনীয় এবং Duncan Macnaughton M. A. মহোদয় (Vide Modern Astrology,

July 1923) এতৎ-সম্বন্ধে ইতিহাসের দিক হইতে এমন কতকগুলি চমৎকার তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে। তাঁহার স্থূল-বক্তব্য এই ;—

" Mihira, the astronomer, according to Prof. A.A. Macdonnell, began his calculation about A. D. 505 and died in 587. It is found that if the Zodiac of the signs and Zodiac of constellations were regarded as coinciding about 548 A. D., there was a remarkable correspondence of this " World Horoscope " with the trend of historical progress. Whenever Capricorn 0° (*i.e.* M. C.) and Aries 0° are in particular parts of the constellations, they will tend to bring out strongly the influence of those parts.

" Working on this hypothesis and observing the trend of history, I came to the conclusion that certain degrees were brought more strongly into prominence at certain periods.

" The classified period of the Athenian drama (497 B.C. to 425 B.C.) flourished when Taurus-Scorpio (fifteen degrees) were on the 29th degree of the constellations of the same name in the world-Horoscope. From B.C. 65 to A. D. 8, Taurus-Scorpio (29th degree) was on Gemini-Sagittarius (7th degree) of the constellations, blending the dramatic

instinct with the power of expression in language, This was the epoch when Kalidasa flourished."

গ্রহ-নক্ষত্র-রাশ্যাদির প্রভাব-প্রসূত এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাব-স্রোতের প্রাবল্য ইতিহাসের দৃষ্টান্ত-দ্বারা Macnaughton সাহেব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অতঃপর তুলারাশির স্বরূপ কি দেখা যাক্।—"The soul endowed with the powers of discrimination and analysis, judgment and reasoning, now weighs in the balance of the higher mind the varied experiences of the phenomenal world, and abstract thought begins."

ভোগ-বিলাসাদি উপাদানের স্পর্শে আত্মা অতৃপ্তি লাভ করিয়া যখন "বেদনার" দারুণ কশাঘাতে তাহা হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইতে থাকে, তখনই নবজীবনের প্রারম্ভ বুঝিতে হইবে। তুলনামূলক সমালোচনা অর্থাৎ "Weighing in the balance" এই বেদনাকে ঘনীভূত করিয়া দেয় বলিয়া তুলা রাশিকে বেদনার দ্যোতক বলা হইয়াছে। মেষে যে অবিদ্যার আশ্রয়ে কেবল জৈব-অস্তিত্বের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি আনিয়াছিল, সপ্তরাশি ভ্রমণের ফলে আত্মা বেদনার মধ্য দিয়া বেদান্তের পূর্ণ-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া তুলারাশিতে নব-জাগরণ লাভ করিতে উদ্যত হয়। জরামরণ-রোগ-শোকের দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ বুদ্ধদেবের প্রথম বৈরাগ্যের অবস্থা এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী গোপার ও তৎ-গর্ভজাত নব-শিশুর মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস—ইতিহাসের এই গভীর tragedy এবং চিদানন্দের লীলা পাঠকবর্গের চিত্তে তুলারাশিতে আত্মার ক্রমবিকাশের চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারে।

" In the Gemini-*Vijnana* stage, the neophyte within the Temple precincts receives light, the darkened

veil of *Avidya* is withdrawn and the soul percieves the outer-world; now having reached Libra-*Vedana*, the light is more fully revealed as the neophite stands before the Holy Altar on which burns the inextinguishable Lamp of the spirit. In the richer illumination, the soul passes on until in Aquarius-Jati, it is born anew and passes into the full illumination of the perfected man, "He who has entered upon Light."

সর্ব্বশেষে আলোচ্য,—মকর রাশি, উহা চর এবং পৃথ্বী রাশি। উচ্চাকাঙ্খা. ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শ্রমপটুতা, রক্ষণশীলতা, দৃঢ়তা. সঞ্চয়-কুশলতা (thrift), বিশ্বস্ততা (faithfulness), আত্মনির্ভর-শীলতা (self-reliance), বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্রানুশীলনতৎপরতা এবং তজ্জন্য গর্ব্ববোধ ও স্বার্থচিন্তা, এবং কৃপণতা ইত্যাদি গুণনিচয় এই রাশির দান। এই রাশি-জাত ব্যক্তিরা প্রায়ই জীবনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয় এবং সেই জন্য দীর্ঘজীবনও লাভ করে; তাহাদের স্মরণ-শক্তি ও প্রখর হয় এবং তাহাদের দায়িত্ব জ্ঞান, রাজনীতি-বিষয়ে জ্ঞান ও বক্তৃ ত শক্তি প্রবল হইয়া থাকে। পরের প্রতি সহানুভূতি তাহাদের শীঘ্র হয় না এবং অনেকটা কঠিন-হৃদয় বলিয়া তাহারা সহজে লোকপ্রিয় হয় না।

"Capricorn is a gestatory stage like its opposite, Cancer. In Capricorn the human soul reaches a very critical period in its growth in which will be built the vehicle of the New man. Many times will an individual soul pass through this sign before it can pass the tests of Saturn.

অতঃপর রাশির কারকতার ও বিভিন্ন সংজ্ঞার তালিকা দিব এবং কোন্ রাশি কোন্ কোন্ দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাও দেখাইব। এবং যথাস্থানে আর্য্য-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দ্বাদশ রাশির (চন্দ্রযুক্ত) কিরূপ ফলাদেশ আছে তাহাও পরে বর্ণনা করিব।

রাশির কারকতার তালিকা। ১নং।

রাশি	সংজ্ঞা-সমূহ।					
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	চরাদি	অগ্ন্যাদি	পুং-স্ত্রীসংজ্ঞা	ক্রূরাদি	শীর্ষোদয়াদি	দিবাদিবলী
মেষ	চর	অগ্নি	পুং (+)	ক্রূর	পৃষ্ঠ	নিশা
বৃষ	স্থির	পৃথ্বী	স্ত্রী (−)	সৌম্য	পৃষ্ঠ	”
মিথুন	দ্ব্যাত্মক	বায়ু	পুং (+)	ক্রূর	শীর্ষ	”
কর্কট	চর	জল	স্ত্রী (−)	সৌম্য	পৃষ্ঠ	”
সিংহ	স্থির	অগ্নি	পুং (+)	ক্রূর	শীর্ষ	দিবা
কন্যা	দ্ব্যাত্মক	পৃথ্বী	স্ত্রী (−)	সৌম্য	”	”
তুলা	চর	বায়ু	পুং (+)	ক্রূর	”	”
বিছা	স্থির	জল	স্ত্রী (−)	সৌম্য	”	”
ধনু	দ্ব্যাত্মক	অগ্নি	পুং (+)	ক্রূর	পৃষ্ঠ	নিশা
মকর	চর	পৃথ্বী	স্ত্রী (−)	সৌম্য	”	”
কুম্ভ	স্থির	বায়ু	পুং (+)	ক্রূর	শীর্ষ	দিবা
মীন	দ্ব্যাত্মক	জল	স্ত্রী (−)	সৌম্য	উভয়	সমবলী

রাশির কারকতার তালিকা। ২নং।

সংজ্ঞা-সমূহ :—

রাশি	মূলাদি (৭)	বনচরাদি (৮)	চতুষ্পদাদি (৯)	দ্রব্যাদি (১০)	বর্ণ (১১)	হ্রস্ব (১২)	ধাতু (১৩)	রস (১৪)
মেষ	ধাতু	স্থলচর (শৈলচারী)	চতুষ্পদ	বস্ত্রাদি	রক্ত	হ্রস্ব	পিত্ত	তিক্ত
বৃষ	মূল	বনচর গ্রামচারী	চতুষ্পদ	শালিমুখ্য ধান্য, যব, বস্ত্র, ফুল	গৌর	হ্রস্ব	বায়ু	
মিথুন	জীব	বনচর	দ্বিপদ	বনফল, আমনধান, তুলা	শুককান্তি (Green)	দীর্ঘ	ত্রিদোষ	মিষ্ট
কর্কট	ধাতু	জলচর	চতুষ্পদ	কদলী, দূর্ব্বা, ধান্য	শ্বেতারুণ (Pink) (russet)	„	কফ	

সিংহ	মূল	পর্ব্বতচর	চতুষ্পদ	বাঁশ, তুষ, গুড়. চর্ম্ম	পাণ্ডু (red green)	দীর্ঘ	পিত্ত	তিক্ত
কন্যা	জীব	গ্রামচর	দ্বিপদ	মুগ, তিলাদি	বিচিত্র (gold-black)	”	বায়ু	
তুলা	ধাতু	গ্রাম্যবনচর	অপদ	বসনাদি, ও ইক্ষু সরিষা, যব	চিত্রবর্ণ বা শুক্লবর্ণ	”	ত্রিদোষ	মিষ্ট
বিছা	মূল	গ্রাম্যজলচর	সরীসৃপ বহুপদ	বিষ, লৌহ প্রস্তরাদি	কৃষ্ণ (কাঞ্চনাভ)	”	কফ	
ধনু	জীব	পার্ব্বত্যগ্রামচর	১মার্দ্ধ-দ্বিপদ ২য়ার্দ্ধ-চতুষ্পদ	লবণ, তিল, বস্ত্র, শস্ত্র	স্বর্ণবর্ণ	”	পিত্ত	তিক্ত
মকর	ধাতু	১মার্দ্ধ-বনচর ২য়ার্দ্ধ-জলচর	চতুষ্পদ (অপদ)	স্বর্ণাদি, ইক্ষু তরুগুল্মাদি	কর্বুর, কাল (Silver-grey)	”	বায়ু	
কুম্ভ	মূল	বনচর	অপদ	জলজফুল	বভ্রু (deep brown)	হ্রস্ব	ত্রিদোষ	মিষ্ট
মীন	জীব	জলচর	”	স্নেহদ্রব্য, জলজাতদ্রব্য	শ্বেতবর্ণ	”	কফ	

রাশির কারকতার তালিকা। ৩ নং

সংজ্ঞা-সমূহ।

রাশি।		(১৫) দিক	(১৬) গুণ	(১৭) দ্বিজাদি বর্ণ	(১৮) স্বর্ণাদি	(১৯) রত্নাদি	(২০) কালাঙ্গ
১।	মেষ ...	পূর্ব্ব	রজ:	ক্ষত্রিয়	হীরক	Amethyst ruby	শির
২।	বৃষ ...	দক্ষিণ	রজ:	দ্বিজ	সুবর্ণ রৌপ্য মুক্তা	পান্না পোখরাজ	আনন
৩।	মিথুন ...	পশ্চিম	সত্ব	বৈশ্য	রৌপ্য মুক্তা প্রবাল	Dark blue stones Aquamarine	বক্ষ বাহু
৪।	কর্কট ...	উত্তর	সত্ব	বিপ্র	মুক্তাঝিনুক	পান্না Black onyx	হৃদয়
৫।	সিংহ ...	পূর্ব্ব	সত্ব	ক্ষত্রিয়	সুবর্ণ রৌপ্য পাষাণ	চুণি Sardonyx	উদর
৬।	কন্যা ...	দক্ষিণ	তম:	শূদ্র	হিরণ্য মণি	Jasper	কটি
৭।	তুলা ...	পশ্চিম	রজ:	বৈশ্য	সোনা রূপা	Opal	বস্তি
৮।	বিছা ...	উত্তর	তমঃ	দ্বিজ	লৌহ	চুণি, agate পোখরাজ	গুহ্য মেহন
৯।	ধনু ...	পূর্ব্ব	সত্ব	ক্ষত্রিয়	—	Turquoise হীরক	উরু
১০।	মকর ...	দক্ষিণ	তমঃ	শূদ্র	সোনা	Moon-stone white Onyx	জানু
১১।	কুম্ভ ...	পশ্চিম	তমঃ	বৈশ্য	বহুমূল্য ধাতু	Opal, Turquoise	জঙ্ঘা
১২।	মীন ...	উত্তর	সত্ব	দ্বিজ	মুক্তা	Moon-stone Chrysolite	পদদ্বয়

(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)
তড়িৎ-শক্তি	সঞ্চার স্থান	দৃঢাঙ্গাদি	রোগপ্রবণতা
Electric	ইটের পাঁজা, বালুময়স্থান ছাগাদির সঞ্চারভূমি	বৃহৎ গাত্র, শুষ্ক, রুক্ষ	দন্ত ও শিরোরোগ মুখব্রণ, বসন্ত, মৃগী।
Magnetic	কানন, অশ্বশালা, গোকুল	শিথিল, রুক্ষদেহ	গণ্ডমালা, শোথ, গলায় ঘা।
Electric	বিহার-স্থান, পুস্তকালয়, শস্যের গোলা	শিথিল, সমগাত্র উষ্ণ	স্নায়ু, বায়ু ও বাহুরোগ।
Magnetic	বাপিতট,—পুলিন, দেবস্থান	সমদেহ, শিথিলাঙ্গ স্নিগ্ধ	শ্লেষ্মাঘটিত রোগ, উদরী, মন্দাগ্নি, দুষ্টব্রণ।
Electric	অগ্নিস্থান, ঘনশৈলগুহা	বৃহৎগাত্র, শুষ্ক রুক্ষ, দৃঢ়াঙ্গ	মড়ক, হৃদ্রোগ, মূর্চ্ছা শূল, দাহজ্বর।
Magnetic	শিল্পভূমি, কৃষি-প্রদর্শনীস্থান	রুক্ষ, মধ্যাঙ্গ	কৃমি, উদররোগ।
Electric	বীথি, দোকানঘর	স্নিগ্ধ, মধ্যদেহ	মূত্রাশয়ের পীড়া অশ্মরী, রক্তদোষ।
Magnetic	নর্দ্দমা, dock পাকশালা, বল্মীক	তীক্ষ্ণাঙ্গ	অর্শ, ভগন্দর, গুহ্যরোগ।
Electric	যজ্ঞভূমি, উচ্চস্থান, অস্ত্রাগার, রথশালা	শুষ্ক, সমগাত্র	জ্বর, মড়ক, উরু বা নিতম্বের রোগ, পতনাদিজনিত আঘাত।
Magnetic	কণ্টকাদিযুক্ত স্থান সজল দেশ	রুক্ষ, বৃহৎগাত্র	চর্ম্মরোগ, Fractures.
Electric	পাথর, দস্তা ও তামার খনি, বহুমূল্য ধাতুর আকার ফোয়ারা	মধ্যদেহ	ধনুষ্টঙ্কার, রক্তদোষ, পায়ের রোগ, ফোড়াদি
Magnetic	নদী, সমুদ্র, দেবস্থান, জলভূমি	সমদেহ, কফপ্রকৃতি স্নিগ্ধ	গেঁটেবাত, Cold and moist disease.

পাশ্চাত্যমতে

রাশির কারকতার তালিকা। ৪নং

১। মনুষ্যত্ব দ্যোতক.........মিথুন, কন্যা, কুম্ভ, ধনুর প্রথমার্দ্ধ।

২। পশুত্ব দ্যোতক............মেষ, বৃষ, সিংহ, মকর ও ধনুর শেষার্দ্ধ।

৩। দয়াদ্র রাশি............তুলা।
(Humane)

৪। উগ্ররাশি.................মেষ, মিথুন, বিছা, মকর।
(Violent)

৫। বহুপ্রজরাশি............বৃষ, কর্কট, বিছা, ধনু, মীন।
(Fruitful)

৬। বন্ধ্যারাশি.............মেষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা।
[অবশিষ্ট রাশিগুলি, (অর্থাৎ তুলা, মকর, কুম্ভ) সম্পূর্ণ উদাসীন]।

৭। উচ্চরব রাশি..........মিথুন, তুলা ও কুম্ভ।
(Signs of voice) [এই কয় রাশি লগ্ন হইলে, তত্র বুধ থাকিলে মনুষ্য বিশেষ রূপে বক্তা হয়।

৮। নির্ব্বাক বা মূক রাশি...কর্কট, বিছা ও মীন।
(Mute)

৯। নিম্নে বিভিন্ন ধাত্বাদি-অনুসারে রাশিদিগের কারকতা দেওয়া গেল :—
Temperament

(ধাতু)	রাশি	স্বভাব	ব্যাধি-প্রবণতা
১। রুক্ষ......(Sanguine)	বায়ুরাশিত্রয় (মিথুন, তুলা, কুম্ভ)	প্রফুল্লচিত্ত সদানন্দময়, উজ্জ্বলবর্ণ, গোল দেহ, কর্ম্মঠ এবং তৎপর।	রক্ত-জনিত রোগ (Hæmorrhagic diathesis)

জাতক-চন্দ্রিকা

গ্রহস্বরূপ-বর্ণনা।

১। "দেবতা গ্রহরূপেণ মনুষ্যাণাং শুভাশুভং।
ফলং প্রাগর্জ্জিতং যচ্চ তদ্দদাতি স্বকীয়কং॥"

২। "অবতারাণ্যনেকানি হ্যজস্য পরমাত্মনঃ।
জীবানাং কর্ম্মফলদো গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ॥"

স্বয়ম্ভু পরমাত্মা জনার্দ্দনের অসংখ্য অবতার। তিনি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া মানবগণের এবং অন্যান্য জীবগণের শুভাশুভ নানাবিধ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

গ্রহ-শক্তিই যে ঐশীশক্তি এবং এই গ্রহ-শক্তির প্রেরণায় মানুষ যে নানাবিধ কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, একথা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। আজ বিংশতি-শতাব্দের প্রায় মধ্যভাগে, যখন জড়বিজ্ঞানের মোহিনী-শক্তিতে হিন্দুজাতির অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দেশমধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তখন উক্ত ঋষিবাক্য যে সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইবে তাহা মনে হয় না। অথচ "Slave mentality" বা দাসসুলভ মনোবৃত্তি আমাদিগের এমন স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা আমরা বিনা-বিচারে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি না। সেইজন্য, নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটী সংগ্রহ-বাক্যের দ্বারা দেখাইতে

চেষ্টা করিব যে, পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণও উক্ত প্রকার ধারণার বিরোধী নহেন।

১। Alan Leo, তাঁহার Everybody's Astrology নামক পুস্তকে (chapter XV) এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:—

"The Sun, moon and planets have each an angel or planetary spirit representing the finer and higher vibrations. To a certain extent the physical planet has some slight influence over us, but this is more owing to the fact that the inhabitants in those planets have progressed in their development beyond us. Each great angel has a host of lesser angels or spirits, who carry out the will of the great angels or *Mahadevas*. In this way, millions of *Devas* carry out the Law, all working harmoniously under the master *Deva*. Each great angel represents a modification of the consciousness of the Great spirit of our Solar System, and his will is the will of the Great Spirit working through him. The study of planetary influence should be approached with reverence and devotion. For, we are studying the manifesting life of great souls and spiritual forces, who are consciously working out the divine will of the Head of our solar system."

২। Alfred H. Barley সাহেব, "The Rationale of Astrology" (p. 54) নামক পুস্তকে আরও একটী নূতন কথা সংযুক্ত করিয়াছেন, যাহা বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য:—

We may regard the Zodiac as the "astral aura" of the

Solar Logos, and we, the Earth, may be conceived of as a little etheric particle circling round and round in this aura, taking one year to complete the journey. Since this aura is harmoniously arranged, the earth comes into one section at a time, each section having some one quality predominant. These twelve sections are the months of the year.

"Now each human being has, in a small degree, just such an aura. It is not yet so powerful, so highly developed, nor so harmonised, but in its general features, it is identical with the aura of a Master. *It is this 'aura' which the horoscope of birth really represents.*" অর্থাৎ কাহার কিরূপ ছটা, জন্মলগ্ন হইতে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

৩। Major C. G. M. Adam তাঁহার "Fresh Sidelights on Astrology নামক গ্রন্থে (chapter vii) উক্ত aura বা ছটা কিরূপে গ্রহাদির যোগদৃষ্টিফলে প্রভাবান্বিত হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

"Those of the unevolved man, being crude and coarse and eventually becoming purified by or transmuted into the most glorious and delicate shades, as the Ego evolves. Now all the colourings are supplied by the planetary influences, and represent *qualities* which are gradually built into the causal body.......Thus all the planetary forces are playing on the man, producing various vibrations according to their positions and aspects in his birth

horoscope; though for a long time, he is only able to respond to *their lower side.*"

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে "astral aura" অথবা জ্যোতিঃ বা ছটা, এ সকল কথা কল্পনা-প্রসূত, অথবা Theosophistদিগের খেয়াল মাত্র। বিলাতের St. Thomas Hospitalর একজন তড়িৎ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার Walter J. Kilner B.A. M.B. M.R.C.P., কোন প্রকার খেয়ালের বশীভূত না হইয়া অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত করিয়া উক্ত aura বা ছটার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। এই ছটার নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কিরূপে মানব-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা রোগের বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বিশেষ বিবরণ "The Human Atmosphere" নামক গ্রন্থপাঠে জানা যাইবে। ইহা ছাড়া যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা-প্রিয়, তাঁহারা C. W. Leadbeater সাহেবের "Man, Visible and Invisible" পাঠ করিলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

এই কারণে পরম-যোগিগণের যোগ-চক্ষু মানুষকে দেখিবামাত্রই তাহার চরিত্রের ইতিহাস অবগত হইতে সক্ষম হয়।

অতঃপর গীতায় (১০।২১) স্পষ্ট ভাবে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে আমাদের কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নাই।

"আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্"।

উক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গে—পরম-দার্শনিক শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ ভাগ পৃঃ ৩৩৫) এই কয়টী কথা বলিয়া গিয়াছেন :—

"বিষ্ণু ও অন্য আদিত্যগণ সেই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ। অতএব এস্থলে অর্থ এই যে, বিষ্ণুর পরমপদ বা ভগবানের পরম-ধাম যে প্রকাশক চৈতন্য জ্যোতির্যুক্ত, সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই আদিত্যগণ উদ্ভাসিত, তাহাই চন্দ্রে প্রতিফলিত ও তাহাই অগ্নিকে দীপ্তিযুক্ত করে।—অর্থাৎ 'ব্রহ্মই' সর্ব্ব

জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ"। উপনিষদেও উক্ত আছে, "যঃ এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১৩)। এই আদিত্য-মণ্ডলে রশ্মিরূপ দেবগণ অধিনিষণ্ণ।

এক্ষণে নবগ্রহের স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টা করিব।

সূর্য্য। The Sun.

"প্রতাপশালী চতুরস্রদেহঃ শ্যামারুণাঙ্গো মধুপিঙ্গলাক্ষঃ।
পিত্তাত্মকঃ স্বল্পকচাভিরামো দিবাকরঃ সত্ত্ব-গুণপ্রধানঃ॥"

অর্থাৎ মহাবলশালী, চতুরস্রদেহী (square-built), রক্তশ্যামবর্ণ, মধুপিঙ্গলবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট, পিত্তপ্রকৃতি, অল্প-কুঞ্চিত-কেশসম্পন্ন, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, অস্থিসার, গম্ভীর, নিগূঢ়চরণ, নাতিদীর্ঘ, লোকশ্রেষ্ঠ—রবির এইরূপ প্রকৃতি।

সৌরজগতের কেন্দ্ররূপী গ্রহরাজ রবি স্থাবর-জঙ্গম এবং জৈব সৃষ্টির মূল-কারণ-স্বরূপ। গ্রীষ্মমণ্ডল (tropics) ও বিষুববৃত্তের মধ্যবর্ত্তী দেশ-সমূহের অধিবাসিবৃন্দের দেহের বর্ণ কৃষ্ণ এবং মনোবৃত্তিও শীতপ্রধান-দেশবাসী-ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বিভিন্ন। অধিক কি উত্তর প্রদেশের পক্ষিগণের রং শীতকালে একেবারে সাদা হইয়া যায়। পুনশ্চ গ্রীস্, ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্স-দেশবাসী-ব্যক্তিগণের ভাবপ্রবণতা (emotions and feelings) এবং রিপুর উত্তেজনা ইংলণ্ড-প্রভৃতি-দেশস্থ লোকদিগের অপেক্ষা সচরাচর অনেক বেশী। ইহা লক্ষ্য করিয়া Sir David Brewster (Edinburgh Encyclopædia) লিখিয়া গিয়াছেন, "It is not very generally believed that climate has great efficacy in forming human character, and if a few degrees of the thermometer are capable of accounting for the varieties of intellectual capacity, for the strength and

weakness of passion, for the livelines or defect of imagination, for the activity or torpor of all the faculties, is it irrational to conclude that these varieties are to be ascribed to influences from the celestial regions? Is it not possible that other modifications of air besides temperature, gravity, dryness or moisture may descend from different parts of the Solar System?"

The Medical Annual 1925, (page 435) রবি-সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত যে কয়টী তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য :—

"Miracles will result when the forces of Sun-light become harnessed and driven for the use of man's health. * * * What makes the quantity of Phosphorus and Calcium in the blood of babies rise from winter to summer and fall from summer to winter? Why is it that a few minutes' exposure of a baby to sun-light daily, double the quantity of Phosphorus and Calcium in such a baby's blood in as short a period as even a fortnight? It is certainly not the heat-rays : it is probably the ultra-violet or other rays. The ultra-violet rays are bactericidal."

রবিরশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়াশক্তির দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে। চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণফলে সাগরের বারি উচ্ছ্বসিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করে। আলোক ও তাপের আধার-স্বরূপ সূর্য্যদেব যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণস্বরূপ, তাহা জ্যোতিষী-পণ্ডিতগণের খেয়ালের কথা নহে।

এক্ষণে সর্ব্বার্থচিন্তামণি-গ্রন্থে রবির কারকতা বর্ণনা যেরূপ লিখিত আছে, তাহা বলিতেছি :—

"পিতৃ-প্রতাপারোগ্য-মনঃ-শুচি-রুচি-জ্ঞানোদয়কারকঃ সূর্য্যঃ।"

ইহার ব্যাখ্যা Alan Leo সাহেবের ভাষায়—এইরূপে করা যাইতে পারে :—

"Coming forth from this centre are Love, Light and might. In all degrees of manifestation, the Sun is the giver of life, spiritually, mentally and physically. From the stand-point of the feelings, the Sun governs the heart, with its sensations and emotions. From a mental stand-point, the Sun is the heart of Wisdom, the life of the intelligence. It is the Power, Wisdom and Activity of all human expression".

Max Heindel সাহেব বলেন :—

"The qualities imparted by a well-placed Sun are dignity, strength of will and courage : a lofty pride and a keen sense of honour and responsiblity. It makes him steadfast in love, staunch in friendship and generous even to enemies. A dignified or well-placed Sun brings friendship from people in a position to bestow substantial favours aud aids the person materially in his endeavours to advance in life. In the world-at-large, the Sun signifies employers and those in immediate authority over the person, such as judges and other government officers.

When the Sun is afflicted and weak by sign and position, the opposite qualities are manifested."

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঋষিগণ রবির কারকত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বিশদভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনগণ বলিতেছেন যে, সূর্য্য দ্বারা পিতা, প্রতাপ, আরোগ্য, মন, (মতান্তরে আত্মা), শুচি, রুচি, জ্ঞান এবং উদয় (অর্থাৎ উন্নতি) চিন্তনীয়। নবীনগণ উক্ত কথাগুলির সমর্থন করিয়া আরও বলেন যে, রবি যাহার অনুকূল সে ব্যক্তির দায়ীত্বজ্ঞান যথেষ্ট বেশী হয়, সে ব্যক্তি বিশেষরূপে মানী ও জ্ঞানী হয়, তাহার বন্ধুত্ব-স্নেহ-মমতার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়, শত্রুর প্রতিও সে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার মন বিশেষ উন্নত ও সে ব্যক্তি তেজস্বী, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, সাহসী এবং যে কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করে, তাহা করিতে সক্ষম হয়। অনুকূল রবি থাকিলে, বড়লোকের এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সাহায্য ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়। রবি গ্রহরাজ, সুতরাং জন্মলগ্ন হইতে উপচয় (৩।৬।১০) স্থানগত হইলে, অথবা বলবান রবির দশম স্থানে দৃষ্টি ও যোগ থাকিলে অথবা তাহার অধিপতি হইলে জাতক রাজপ্রিয় অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ রবি যে রাশিতে থাকেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জাতকের চরিত্রগত দোষগুণ ও জীবনের মোটামুটী ফলাফল-ভোগ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা "In the case of the Super-man, who has passed one or more stages of initiations, the influence of the planets alone will be more prominent (i.e. to say planetary characteristics apart from house or sign position). In such cases, sign-positions will show what powers of the soul have been incarnated

in the personality; and the house-positions will show the kind of work that has been undertaken and the environment within which it has to be accomplished."

আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রে নবগ্রহের অথবা দ্বাদশরাশির জন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্নের (glyph) ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষে দ্বাদশরাশি ও নবগ্রহের প্রত্যেকটীর এক একটী চিহ্ন আছে। রাশির স্বরূপ-বর্ণনাধ্যায়ে ঐরূপ চিহ্নের সাহায্যে রাশিবিশেষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে নবগ্রহের প্রকৃতি-সম্বন্ধে ঐরূপ কোন তত্ত্ব-নির্দ্দেশ করা যায় কিনা দেখা যাক্। একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থানে একটী বিন্দু স্থাপন করিলে রবির এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হয়। This point in the circle is the beginning of all that is to be, the unmanifested, absolute, primordial, permanent Centre, the unspoken Word from which all is to emanate".

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০) অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর—সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট। "অথচ এই জীব আনন্ত্য-প্রাপ্তির উপযুক্ত এবং অশরীর হইলে জীবাত্মা ভূমা—সর্ব্বব্যাপক হয়।" ঐ যে চক্র মধ্যে বিন্দু, কোন কোন মতে উহা নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টিক্রিয়ায় নিযুক্তা হইলে ঐ বিন্দু হইতে পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখী দোলন (oscillation in a horizontal line) হইতে থাকে এবং তাহার ফলে (horizontal diameter) একটী ব্যাসের সৃষ্টি হয়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে "electric, positive or male principle in nature"এর দ্যোতক বলিয়া মনে করেন, পুনরায় উক্ত বিন্দু অধোর্দ্ধমুখে দোদুল্যমান হইলে vertical diameter বা মেরুদণ্ডের সৃষ্টি হয়—ইহার দ্বারা

যাহা কিছু negative (গ্রহণাত্মক বা স্ত্রীশক্তিযুক্ত) magnetic (আকর্ষণশীল বা অয়স্কান্তধর্ম্মাত্মক) or female principle in nature তাহাই সূচিত হয়। এইরূপে একটী স্বস্তিক, ত্রিশূল বা cross চিহ্ন কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত (+) চিহ্নের দ্বারা matter বা মূলা-প্রকৃতির দ্যোতনা করা হয় এবং উক্ত cross বা স্বস্তিক যদি গতিশীল হইয়া ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলেই circle বা বৃত্ত অঙ্কিত করিতে পারে। ইহাই বোধ হয় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রের দ্যোতনা! এইরূপে রবির সাঙ্কেতিক চিহ্ন গঠিত হইল। সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ, শক্তির আধার, সৌর জগতের কেন্দ্রস্বরূপ, আত্মাস্বরূপ, সূর্য্যদেবের এই symbol যে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী তাহাতে সন্দেহ কি ?

এক্ষণে প্রাচীন মতে রবির সহিত অন্যগ্রহদের যোগ হইলে কিরূপ ফল-কল্পনা করিতে হয় তাহা দেখিব। শ্লোকগুলি সহজবোধ্য বলিয়া অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

রচ॥ "জাত স্ত্রীবশগঃ ক্রিয়াসু নিপুণশ্চন্দ্রান্বিতে ভাস্করে। পারিজাতে।
"যুবতীনাং বশগঃ স্যাদবিনীতঃ কূটবিৎ প্রলম্বচিত্তঃ।
আসব-বিক্রয়কুশলো রবিশশিযোগে ক্রিয়ানিপুণঃ" ॥ সারাবল্যাং।

রম॥ "তেজস্বী সাহসিকো মূর্খো বলসত্ত্বসংযুক্ত ঽনৃতবাক্।
পাপরতির্বধনিষ্ঠো রবিকুজযোগাৎ প্রচণ্ডশ্চ ॥ সারাবল্যাং ॥
"তেজস্বী বলসত্ত্ববাননৃতবাক্ পাপী সভৌমেরবৌ ॥ পারিজাতে।

রবু॥ "বিদ্যারূপবলান্বিতোঽস্থিরমতিঃ সৌম্যান্বিতে পূষণি ॥ ঐ ॥
"সেবাহৃদয়ঃ স্থিরধনো রবিজ্ঞয়োঃ প্রিয়বচা যশোঽর্থী স্যাৎ।
আর্য্যঃ ক্ষিতিপতিদয়িতঃ সত্তাঢ্য বলরূপবিদ্যাবান্ ॥ সারাবল্যাং ॥

রবৃ ॥ "শ্রদ্ধাকর্ম্মপরোনৃপপ্রিয়করো ভানৌ সজীবে ধনী ॥ পারিজাতে।

"বহুধর্ম্মো নৃপসচিবঃ সমৃদ্ধিমান্ মিত্রসংশ্রয়াপ্তার্থঃ।

সূর্য্যে বৃহস্পতিযুক্তে ভবেদুপাধ্যায়সংজ্ঞশ্চ ॥ সারাবল্যাং ॥

রশু ॥ "শস্ত্রপ্রহরণকুশলঃ শক্তিযুতো নেত্রদুর্ব্বলশ্চপলঃ।

রঙ্গজ্ঞো রবিসিতয়োঃ স্ত্রীসঙ্গাল্লব্ধবন্ধুজনঃ ॥ সারাবল্যাং ॥

"স্ত্রীমূলার্জ্জিতঃ বন্ধুমানিনিযুক্তঃ প্রাজ্ঞঃ সশুক্রেঽরুণে ॥ পারিজাতে ॥

রশ ॥ "মন্দপ্রায়মতিঃ সপত্নবশগো মন্দেন যুক্তে রবৌ ॥ ঐ ॥

"ধাতুজ্ঞো ধর্ম্মময়ঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ প্রনষ্টসুতদারশ্চ।

নিজবংশগুণৈঃ শুদ্ধঃ শনিরব্যোরত্বশীলশ্চ ॥ সারাবল্যাং ॥

রবির কারকতার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১) দ্রব্যাদি ঃ—বীজ, তুষ, ধান, গোধূম, তৃণ, ঊর্ণা, (wool, fur) তরু, স্বর্ণ, অগ্নি, ঔষধ, বিষ, গুগ্‌গুল, বিল্বমূল, মুক্তা, চতুষ্কোণ বস্তু, রক্ত-ক্ষৌম-বস্ত্র (red velvet), মূল বস্তু, তাম্র, পারদ, মাণিক্য বৈদূর্য্যমণি, স্থূলাম্বর, পদ্ম, আদ্রক (আদা), চিরতা নিম্ব, আকন্দ, অন্তঃসার বৃক্ষ (শিংশপা), বিজয়া হরীতকী। Saffron, Camphor, Chamomile, Carbolic acid.

(২) পশুপক্ষী ঃ—সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, কপিলাধেনু, শ্যেনপক্ষী।

(৩) ব্যক্তি ঃ—কৃষক, গোপালক, শূর, চিকিৎসক, রাজা বা রাজপুরুষ, নগরপাল, স্বর্ণকার,—ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, প্রধান ব্যক্তি, উগ্র ব্যক্তি (rough), ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরিফ, মেয়র, Dukes barons, princes, nobles, cabinet ministers, husband, father, male relatives.

(৪) দোষগুণক্রিয়া ঃ—

(ক) গুণ—প্রতাপ, উদারতা, মহত্ত্ব, বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য, শক্তি, মান, সম্ভ্রম, স্থিরতা, দয়া, উন্নত-মন, আরোগ্য, রুচি, দৈববুদ্ধি, শুচিতা,

জ্ঞানোদয়, দীপ্তি, তেজ, ক্ষমতাশালীর অনুগ্রহলাভ, প্রচুরবয্যশীলতা, ভ্রমণপটুতা।

(খ) দোষ—অহঙ্কার, চাঞ্চল্য, নিষ্ঠুরতা, কর্তৃত্বাভিমান,অজ্ঞতা, প্রগল্‌ভতা ইত্যাদি দোষ।

(গ) ক্রিয়া—পদবৃদ্ধি, উন্নতি, দূতকর্ম্ম, পণ্যকার্য্য, যুদ্ধ, কৃষি, যশোলাভ ইত্যাদি ক্রিয়া।

(৪) দেবতা :—নৃসিংহ; মাতঙ্গী; রামচন্দ্র; অগ্নি বা তেজোময় দেবতা; পরব্রহ্ম। মহর্ষি জৈমিনীর মতে "শিবভক্তি" চিন্তনীয়।

(৬) রস :—কটু, ঝাল; Sweet and pungent.

(৭) বর্ণ :—জবাকুসুম-সদৃশ রক্তবর্ণ; তাম্রবর্ণ; "Golden"—(Sepharial.)

(৮) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—শিরোদেশ, মুখ, দক্ষিণ চক্ষু, মস্তিষ্ক, হৃদয় (heart), অস্থি।

(৮) ব্যাধি :—চক্ষুরোগ, হৃদ্রোগ, মস্তিষ্কের রোগ এবং রক্তঘটিত রোগ, দাহক জ্বর, সর্দ্দিগর্ম্মি, পৈত্তিক জ্বর, মড়ক (plague), শিরঃপীড়া ইত্যাদি; affections of the heart, spine, vital organs and arteries; bilious affections, swoonings, disorders of the eye (cataract, opthalmia &c.)

(৯) Lucky stones :—Carbuncle (পদ্মরাগ বা চুণি), Cat's eye (বৈদূর্য্যমণি)।

(১০) Lucky nunbers and colours :—Orange or golden.

(১১) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স ইত্যাদি :—পূর্ব্বদিক, অগ্নিতত্ত্ব, সত্ত্বগুণ; শুষ্কগ্রহ; বন ও পর্ব্বতচর; প্রৌঢ়; ক্ষত্রিয়।

(১২) ভাবকারক :—লগ্ন; ৯ম, ১০ম ভাবের কারক :—

"সূর্য্যাদাত্মপিতৃস্বভাব নিরুজশক্তিশ্রিয়ৌ চিন্তয়েৎ"

অর্থাৎ রবি হইতে আত্মা, পিতা, স্বভাব, নীরোগিতা, শক্তি ও কল্যাণ চিন্তা করিবে।

২। চন্দ্র। The Moon.

সঞ্চারশীলো মৃদুবাগ্বিবেকী শুভেক্ষণশ্চারুতরস্থিরাঙ্গঃ।
সদৈব ধীমানৃতনুর্বৃত্তকায়ঃ কফানিলাত্মা চ সুধাকরঃ স্যাৎ॥

(পারিজাতে॥)

"সৌম্য কান্তি-বিলোচনো মধুরবাক্ গৌরঃ কৃশাঙ্গো যুবা।
প্রাংশুঃ সূক্ষ্ম-নিকুঞ্চিতাসিতকচঃ প্রাজ্ঞো মৃদুঃ সাত্বিকঃ॥
চারুর্বাতকফাত্মকঃ প্রিয়সখা রক্তৈকসারো ঘৃণী।
বৃত্তঃ স্ত্রীনিরতশ্চলোঽতিসুভগঃ শুক্লাম্বরশ্চন্দ্রমা॥ (রণবীরে॥)
"দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট-ভূষণং॥"

শান্তমূর্ত্তি, সুন্দর-চক্ষু, মিষ্টভাষী, গৌরবর্ণ, কৃশদেহ, দৃঢ় এবং সুচারু অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, গোলগাল আকৃতিযুক্ত, যৌবনাঢ্য, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত-কেশযুক্ত, বিবেকসম্পন্ন, মেধাবী, সত্বগুণী, মৃদুপ্রকৃতি, কফ ও বায়ু-প্রধান ধাতু, রক্তসার, ঘৃণী, (sympathetic), বন্ধুপ্রিয়, সঞ্চারশীল (ইতস্ততঃ ভ্রমণপটু), শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত, স্ত্রীজনসঙ্গপ্রিয়, ভাগ্যবান ইত্যাদি চন্দ্রগ্রহের স্বভাব। যিনি ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহার বর্ণ তুষার বা দিব্য-শঙ্খের ন্যায় শ্বেত, যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের মুকুটভূষণ-স্বরূপ,—তাঁহাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি।

চন্দ্রের glyph বুঝিতে হইলে রবির বৃত্তকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে দুইটী চন্দ্রার্দ্ধ চিহ্নের উৎপত্তি হইবে। এই crescent চিহ্নই (ঈদ্ কি চাঁদ) চন্দ্রের symbol বা দ্যোতক এবং উক্তচিহ্ন ইস্লামধর্ম্মের symbol. চন্দ্রের বর্ণ কোন কোন মতে pale

green অর্থাৎ সবুজ। এই চন্দ্রের অসাধারণ প্রভাব বুঝিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা এস্থলে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

১। E. R. Neville, F. R. S. (English Mechanic, 29th March, 1912.) claims to have discovered a definite association of the moon's periods with the abnormal rainfall in South Africa. Heavy rains are said to occur at periods of 19 years, which period synchronizes with the moon's period of north and south declination."

২। Mr. Hugh Clemens in the London Daily Express throws the following light :—

"Every 18 years the moon is in the same position with reference to the Sun and ecliptic, and as eleven revolutions are equal to 205 years, we have in 1912 the moon going over the same course as in 1707, the winter of which was, like this year, extremely wet."

৩। "Experienced farmers and gardeners shield their young crops from the rays of the "April moon", and when the April moon is over-clouded, the evil of its effect is nullified."

৪। "Invalids who sleep exposed to the lunar rays find their baneful effects upon the nerves."

৫। "In feminine physiology, certain phenomena occur every lunar month of 28 days, or 4 weeks of 7 days. The quickening of the fœtus progressed by periods of 126 days or 18 weeks of 7 days and the period of parturi-

tion is accomplished in 40 weeks of 7 days, or 10 lunar months."

৬। "The computation of time has, as its basis, not the sun but the moon. The 12 lunar phases form the year, the week of 7 days is the natural measure created by the four phases of the moon. In our own era the fast and feast days of the ecclesiastical year are determined by the lunar phases."

৭ Stars of Destiny নামক গ্রন্থে Titanic (1912 Ap. 14) প্রভৃতি কয়েকখানি বড় বড় জাহাজের সমুদ্রে বিপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গ্রন্থকর্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক ঘটনার সময় চন্দ্রগ্রহ বিশেষরূপে পাপপীড়িত হইয়াছিল (vide page 63).

৮। "At the oppositions and conjunctions of the Sun and the Moon, the tides are raised. In Modern Seismology by G. W. Walker M. A. F. R. S. (1913) page 48 we read :—

"It is not unnatural to look for such a cause (viz. of earthquake) in the tidai stress of solar and lunar origin. In particular we might look for a preponderance of the number of earthquakes at the time of the Syzygy of the sun, earth and moon."

৯। যে দিন কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন হইতে এক সপ্তাহ পরে চন্দ্র স্বীয় স্থান হইতে ত্রিভান্তরে (৯০ অংশ অন্তরে) উপস্থিত হয়। শিশুদের "দুধে দাঁত" পড়িয়া নূতন দন্তোদ্গম হইতে এই সাত বৎসর সময় লাগে। পুনরায় ১৪ দিন পরে চন্দ্র যখন ষড়ভান্তরে (১৮০ অংশ) উপস্থিত হন,

তখন কিশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে (অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়সে) উপস্থিত (puberty) হয়। আবার ২১ দিন পরে চন্দ্র যখন চক্রের ত্রি-চতুর্থাংশ (২৭০ অংশ) পরিভ্রমণ শেষ করেন, তখন period of incubation শেষ হয় এবং যৌবনের পূর্ণবিকাশ আরম্ভ হয়। [এখানে ১ দিন = ১বর্ষ]

১০। "When once conception has taken place, the manner in which the moon's motion regulates the development of the embryo, differentiates the sex, and limits the possibilities of birth, is illustrated in Sephariel's treatment of the theory of the pre-natal epoch." (Alan Leo)

১১। "The distance travelled by the New Moon during the pre-natal period of gestation in the mother's womb and the distance travelled by the progressed moon during the 21 years of post-natal development in the womb of Mother Nature correspond exactly."

(Max Heindel)

অর্থাৎ উপরে জন্মকাল হইতে যৌবনের পূর্ণবিকাশ পর্য্যন্ত চন্দ্রের গতি = ২৭০ অংশ। আবার গর্ভের স্থিতিকাল = ১০ চান্দ্রমাস অর্থাৎ New Moon উক্ত সময়ের মধ্যে ২৭০ অংশে গমন করে।

১১। ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে, রোগোৎপত্তি হইলে ৭ দিন, ১৪ দিন, অথবা ২৮ দিনে রোগের crisis উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৩। যে যে দিন চন্দ্র মঙ্গলগ্রহের সহিত যুক্ত, অথবা পরস্পর হইতে ৯০ অংশ বা ১৮০ অংশে অবস্থিত হন, সেই সেই দিন মনের তিক্তাবস্থা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এবং ৬০ অংশ বা ১২০ অংশে থাকিলে প্রফুল্লচিত্ত ও কাজে উৎসাহ দেখা যায়।

গ্রহস্বরূপ-বর্ণনা।

এক্ষণে চন্দ্রের দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তু এবং ব্যক্তি সূচিত হয়, প্রাচীন ঋষিগণের উক্তি হইতে দেখিতে চেষ্টা করিব :—

বৃহৎ-পারাশর-হোরায় লিখিত আছে,—

"মাতৃমনঃ পুষ্টিগন্ধরসেক্ষুগোধুমক্ষারকদ্বিজশক্তিকার্য্য-
শশুরজতাদিকারকশ্চন্দ্রঃ।"

এবং সর্ব্বার্থচিন্তামণি-গ্রন্থে পাওয়া যায়—

"ধবলচামরযশোদয়ামোদকান্তিমুখলাবণ্যমাতৃমনঃপ্রসাদকারকশ্চন্দ্রঃ"।

[অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু শ্লোকার্থ অতি স্পষ্ট।]

মহামুনি জৈমিনী তাঁহার সূত্রগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"চন্দ্রেণ গৌর্য্যাং"।

কোন্ কোন্ দেবতার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাবান হইবে, সেই কথাপ্রসঙ্গে জৈমিনী মহামুনি বলেন যে, চন্দ্র কারকাংশ-রাশিতে থাকিলে অথবা তাহার দ্বাদশে থাকিলে গৌরী-মূর্ত্তির উপাসক জাতকের হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু মহর্ষি পরাশর-মতে চন্দ্র ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যার সূচক।

"বলরামোঽবতারশ্চ দেবতা ভুবনেশ্বরী।
তয়োঃ সম্পূজনং কার্য্যং চন্দ্রদোষোপশান্তয়ে॥"

পূর্ব্বে নর-শিরোদেশে সহস্রার-কর্ণিকান্তর্গত অমৃতস্রাবী অধোরশ্মি নিত্যপূর্ণোদিত পরমাত্মাস্বরূপ চন্দ্রদেবের অবস্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ৺নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আরও লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তজ্জন্যই সেই রজত-গিরিনিভ দেবাদিদেব মহাদেবের নাম চন্দ্রশেখর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই চন্দ্রশেখরের চন্দ্রমাই ভগবদিচ্ছায় স্বদীয় শিখরদেশ হইতে গঙ্গাপ্রবাহরূপে বিনির্গতা হইয়া অমৃত-ধারায় ভারতমধ্য-প্রদেশ ভেদ করতঃ বসুধা-সপত্নীশৃঙ্গারহারাবলীর ন্যায় প্রবাহিতা হইয়াছেন। যেমন গৃহের গৃহস্বামী থাকে, তদ্রূপ ঐ চন্দ্রমাই অথবা ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যাই গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছেন। এজন্য গঙ্গাজল সাধারণ জলের মত জল নহে।"

প্রাচীনগণ যে চন্দ্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে।—

১। "লগ্নাদ্বা চন্দ্রমাদ্বাপি—বিচারং কুরু যত্নতঃ
যথা লগ্নং তথা চন্দ্রঃ কিঞ্চিৎ ভেদং ন বিদ্যতে॥
লগ্নং দেহো বর্গষট্‌কোড়ুকানি প্রাণশ্চন্দ্রো
ধাতবোঽন্যে গ্রহেন্দ্রাঃ।
প্রাণে নষ্টে দেহধাত্বঙ্গনাশো যস্মাত্তস্মাচ্চন্দ্রঃ
বীর্য্য-প্রধানঃ॥

ইন্দুঃ সর্ব্বত্র বীজাভো লগ্নঞ্চ কুসুমপ্রভবং।
ফলেন সদৃশোঽংশশ্চ ভাবঃ স্বাদুরসঃ স্মৃতঃ॥"

২। স্থূলভাবে গোচর-গণনা চন্দ্রস্থিতরাশি হইতেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

৩। দশা-গণনার মূল চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র হইতে গ্রাহ্য। দশাদি জানা না থাকিলে কোন্ সময়ে কি কি ফল ঘটিতে পারে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

৪। স্ত্রীজাতকে বিশেষভাবে ত্রিংশাংশ ফল-বর্ণনা লগ্ন ও চন্দ্র

হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মাতৃবিষয়ক শুভাশুভ ও চন্দ্র হইতে চিন্তনীয়।

৫। জাতকাভরণে উক্ত হইয়াছে :—

"লগ্নে শশাঙ্কে চ বপুর্ব্বিচিন্ত্যং তয়োঃ কলত্রে
পতি-বৈভবানি ॥"

অর্থাৎ লগ্ন ও চন্দ্র হইতে স্ত্রীজাতিকার দেহ-সম্বন্ধে বিচার এবং উক্ত স্থানদ্বয় হইতে সপ্তম স্থানে পতি-সৌভাগ্য বিষয়ক বিচার করিতে হইবে।

নবীনগণও উক্ত মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া থাকেন, এবং Secondary directions গণনা-বিষয়ে চন্দ্রের একাধিপত্য স্বীকার করেন। মনোবৃত্তির পরিচয় চন্দ্রের স্থিতিদৃষ্টি-যোগাদি হইতেও চিন্তা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে চন্দ্রের কারকতা নিম্নে তালিকা-ভুক্ত করা হইল :—

(১) দ্রব্যাদি :—রস, ইক্ষু, গোধূম, ক্ষার, শস্য, লবণ, যব, ওষধি, শালিধান্য, মুক্তা, তৃণ, শঙ্খ, মৎস্য, কদলী, ফল ও পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, কুসুম, শ্বেতবস্ত্র, সলিল, সমুদ্র, দ্বীপ, রৌপ্য, চুনি, ক্ষীরিকামূল, দেবদারু বৃক্ষ, ধবল চামর, পদ্ম। Property, land, dwelling place, beer, milk, &c. Colocynth, Verbena, Lobelia, Castor.

(২) পশুপক্ষী :—শ্বেতাশ্ব, বৃষ, বক, হংস, শ্বেত-পেচক, জলচর পক্ষী ও শৃঙ্গবিশিষ্ট জীব।

(৩) ব্যক্তি :—কৃষক, রাজা, ব্রাহ্মণ, নিশাচর, যজ্ঞবিৎ, সোমপায়ী, পোত-বণিক, রজক, ১৬ হইতে ৩০ বর্ষীয়া যুবতী, চমূনাথ, সাংখ্য-যোগজ্ঞ, সাহিত্যসেবী, গায়ক।

"The common people, crowds, general public, female relations (mother, wife &c.), children, midwives, nurses, cooks, hawkers, commercial travellers, public salesman, water-carriers, those who manage public conveyances, audience in a theatre, dealers in novelties, brewers, mediums.

(৪) দোষ-গুণ-ক্রিয়া :—(ক) গুণ :—মেধা, প্রসাদগুণ, বিবেক, প্রজ্ঞা, আমোদপ্রিয়তা, লোকরঞ্জন-ক্ষমতা।

(খ) দোষ :—ভীরুতা, অসন্তোষ, চঞ্চলতা, অনর্থক ভ্রমণ, নীচসঙ্গ-প্রিয়তা, মদনাতুরতা, dreamy and indolent.

(গ) ক্রিয়া :—রতি, পুষ্টি, শক্তি, কৃষিকার্য্য, জলোদ্ভব বস্তুর ও সুগন্ধ দ্রব্যের অথবা তৃণের ক্রয়-বিক্রয়, বস্ত্রের ব্যবসা, অঙ্গনা-সংসৃষ্ট কার্য্যাদি। মৃদ্বাদবিনোদ-মার্গাৎ লাভ, নৃপপ্রসাদ-লাভ।

Voyages, changes, travelling, marriage affairs, manners.

(৫) ব্যাধি ও অঙ্গাধিকার :—পালাজ্বর, গলগণ্ড, গলরোগ, সর্দ্দি, জলোদরী, জলদোষ, হাঁপানি, বক্ষঃরোগ, মূত্রাতিসার, যক্ষ্মা। গলা, বক্ষঃস্থল, তালু, বামচক্ষু, কণ্ঠ; রক্তসার।

"Luna has a special rule over the stomach and alimentary canal, the brain substance, the breasts, lymphatic and lacteal systems and the lachrymal apparatus and the fluids of the body" (H. Daath); also affecting the saliva, uterus, the left eye (myopia,

presbyopia) and the fat. Vomiting, abscesses, lunacy, œdema, dropsy &c.

(৬) দেবতা :—বলরাম, ভুবনেশ্বরী, মতান্তরে কমলা। জলের অধিপতি ; অধিদেবতা—উমা।

(৭) রস ও বর্ণ :—লবণ, শ্বেতবর্ণ। "Pale green".

(৮) Lucky Stones &c. :—মুক্তা (pearl); the moonstone, the opal.

* (৯) Lucky numbers and colours: 2 and 7: Green, Violet.

(১০) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স ইত্যাদি :—উত্তরপশ্চিম, জলতত্ত্ব, সত্ত্ব-গুণ, রক্তসার, মধ্যবয়স, স্ত্রীগ্রহ, বৈশ্য, তোয়খগ, জলচর গ্রহ ও চরগ্রহ।

(১১) ভাবকারক :—৪র্থ ভাব। "চেতো-বুদ্ধি-নৃপপ্রসাদ-জননী-সম্পৎ করশ্চন্দ্রমা।

এক্ষণে চন্দ্রের সহিত অন্যান্য গ্রহের যোগজ ফল কথিত হইতেছে :—

চম॥—"শূরো রণপ্রতাপী মন্দো মন্দসত্ত্ব বেদনার্ত্তদেহশ্চ।
মৃচ্চর্ম্ম-ধাতুশিল্পী-কুটজ্ঞশ্চন্দ্র কুজযোগে॥"

(সারাবলী)।

"শূরঃ সৎকুলধর্ম্মবিত্তগুণবান্।" (পারি)।

চবু॥—"কাব্যকথাস্বতিনিপুণঃ সধনঃ স্ত্রীসম্মতঃ সুরূপশ্চ।
স্মিতবদনঃ শশিবুধয়ো ধর্ম্মরতঃ স্যাদ্বিশিষ্টগুণঃ॥" (সারা)

* রবির Lucky number—1.

"ধর্ম্মী শাস্ত্রপরো বিচিত্র গুণবান্॥" (পারি)।

চবৃ॥—"দৃঢ়-সৌহৃদো বিনীতঃ স্ববন্ধুসম্মানকৃদ্ধনেশশ্চ।
গুর্ব্বিন্দোঃ শুভশীলঃ সুবুদ্ধিঃ বিত্তারতো
ভবেৎ পুরুষঃ॥' (সারা)।

'জাতঃ সাধুজনাশ্রয়োঽতিমতিমান্॥' (পারিজাত)।

চশু॥—'শ্রগ্ধূপাম্বরযুক্তঃ ক্রিয়াবিধিজ্ঞঃ কলিপ্রিয়োঽত্যশনঃ।
ক্রয়-বিক্রয়-কুশলঃ শশিভার্গবয়োঃ সদা যোগে॥' (সারা)

'পাপাত্মা ক্রয়বিক্রয়েষু কুশলঃ॥' (পারি)।

চশ॥—"জীর্ণবধূজনবসনো গজাশ্বসংপালকো বিগতশীলঃ।
বশ্যো বিধনঃ পুরুষঃ পরাত্মজঃ শশাঙ্ক-শনিযোগে॥" (ঐ)
কুস্ত্রীকঃ পিতৃদূষকো গতধন স্তারাপতৌ সার্কজে॥
(জাতক-পারিজাত)।

৩। মঙ্গল। The Mars.

"হ্রস্বঃ পিঙ্গললোচনো দৃঢ়বপুর্দ্দীপ্তাতিকান্তিশ্চলো, মজ্জাবানরুণাম্বরঃ পটুতরঃ শূরশ্চ বিস্পষ্টবাক্, হিংস্রাকুঞ্চিত দীর্ঘকেশতরুণঃ পিত্তাত্মকস্তামস, শচণ্ডঃ সাহসিকোঽরিঘাতকুশলঃ সংরক্ত-
গৌরঃ কুজঃ॥" রণবীর॥

'ক্রূরেক্ষণস্তরুণমূর্ত্তিরুদারশীলঃ, পিত্তাত্মকঃ সুচপলঃ কৃশমধ্যদেশঃ।
সংরক্তগৌররুচিরাবয়বঃ প্রতাপী, কামী তমোগুণরতস্তু
ধরাকুমারঃ॥"

"ধরণীগর্ভসম্ভূতাং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥"

হে পৃথিবীগর্ভ-সম্ভূত বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাযুক্ত লোহিতাকৃতি শক্তিশালী কুমার (কার্ত্তিকেয়)! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অতি চপল, প্রতাপশালী, কামী (full of desires), পিত্তপ্রকৃতি এবং উদার-স্বভাব। তোমার দৃষ্টি অতি ভীষণ (steel grey eyes), তোমার কটিদেশ কৃশ (সিংহের ন্যায়), তোমার বর্ণ রক্তের ন্যায়, তোমার সুঠাম অবয়ব এবং হ্রস্ব-দৃঢ়বপু ও অতি-সাহস অরিকুলের ভীতিপ্রদ, তুমি অতিক্ষিপ্রপ্রকৃতি ও প্রচণ্ড-স্বভাব এবং কর্ম্মদক্ষ, তুমি মজ্জাসার, রক্তবস্ত্র পরিধান করিতে তুমি ভালবাস, তুমি স্পষ্টবক্তা ও কুঞ্চিত দীর্ঘকেশযুক্ত, তুমি তমোগুণী ও বিপুল বলশালী, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।

এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে ভৌমগ্রহের শক্তি ও ক্রিয়ার কিরূপ আলোচনা হইয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

Fresh Side-light on Astrologyতে (Chapter VII, pages 72-3) এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"Mars is the planet whose vibrations give energy. This force, acting on the astral body or desire nature of the savage or unevolved ego produces lust, anger, cruelty and destructiveness. To the evolved soul, this same force playing through higher matter, produces courage, activity, skill in service, constructive and healing ability."

"Mars people make splendid soldiers. They are extremely brave, and as they enjoy fighting will

'Carry on' till they drop. Women born under Mars are good organisers and make splendid artisans, wives and nurses, as fighting against adversity is not repugnant to them. These people are instinctively very good at all mechanical pursuits and are wonderful engineers. Mars people are great observers."

(The Mars Book by 'Planetarian').

আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের কয়েকটী বিশেষ নাম আছে।

যথা—ভূসুত, অঙ্গারক, আর, বক্র, ক্রূর, লোহিতাঙ্গ, রুধির, পাপী ইত্যাদি। এই লোহিতাঙ্গ গ্রহের (red planet) ক্রূর-দৃষ্ট পতিত না হইলে মানব-রুধিরে ধরাপৃষ্ঠ কখনও রঞ্জিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ :—

"The Century 100 B. C. was a cycle of Mars and from that era of chaos sprang the Light of the world. The influence of that Martial Cycle stirred the degeneracy of old Rome into a ferment that rose to the surface in Sulla, in Marius and in Catiline, in the assassination of Julius Cæsar, in the downfall of the Roman republic.

"During the eclipse (August 1914), the Sun would hold the exact place held by Mars, at the first new moon of the summer solstice on June 22, 1914. A similar circumstance had occurred in the same sign and degree on August 19, 1887, and had been followed within the year by the death of two German

Emperors............And when in addition to these various vibrations, the influences of Saturn, Mars and the eclipse must be taken into consideration, the turmoil of contending powers would out-stretch the plummet of human organisation.

(Stars of Destiny, article 1914, pp 102-3)

বস্তুতঃ বিগত মহাযুদ্ধে মঙ্গলের অসীম শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

"At the conjunction of Mars and Saturn in the year 1877, the fearful slaughter of Russians and Turks attested the power of the planet of war."

(The Text-Book of Astrology by A. J. Pearce. P. 335.)

অন্যান্য ঘটনাবলী :—

Pittsburg riots ; U. S. A. railway strikes ; revolt in Japan.

এই বক্রগ্রহ শুধুই যে ইহ-সংসারে কলহ, মৃত্যু, রুধির-পাতের কারণ হয় তাহা নহে। হাম, বসন্ত, রক্তামাশয়, কলেরা প্লেগ প্রভৃতি ভয়াবহ মারীভয়ের উৎপাতে যখন দেশ-বিশেষ বিধ্বস্ত হয়, তখন এই গ্রহের প্রভাব বিশেষরূপে প্রকট দেখা যায়।

(Vide A. J. Pearce's Text-Book, Book IV, Ch. I).

অধ্যাত্ম পণ্ডিতগণের মতে অনুন্নত (unregenerate) মানব-জাতির এমন একদিন ছিল, যখন তাহারা কেবল মঙ্গলের প্রভাব দ্বারা চালিত হইত। তাহারা তখন পশুর সমান বর্ব্বর ছিল এবং পাশব-প্রকৃতির উত্তেজনাবশে ধ্বংসলীলা করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইত। কাম-ক্রোধাদির

বেশ ধারণ করিলে যে মানবতার বিকাশ হইতে পারে, তাহা আদিম মানবের বুদ্ধির অগম্য ছিল। তৎকালে তাহার বাহুতে অসুরের মত বল ছিল, মনে অদম্য সাহস ছিল, কিন্তু তখনও শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্ব ও বীরত্বের অবতার ভীষ্মদেবের আদর্শ গ্রহণ করিবার মত উন্নতাবস্থা তাহার উপস্থিত হয় নাই। কলকৌশল শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদির অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি ও সভ্যতার উৎকর্ষতানয়ন-চেষ্টা তখনও তাহার চিন্তার অতীত।

"In the undeveloped man, who has not learned to control his passions, the bestial and brutal or sensual desires, run riot until the slowly growing MIND begins to take the upper hand. Then in the mental world Mars gradually loses its power over man; for, there, a lighter and more subtle force is waiting to humanise the men and gradually wean him from the plane of the senses.

The purified martial tendencies, however, will make the mind brave, fearless and courageous; inclining it, moreover, to practical things, such as trading and general commercial enterprise."

(How to Judge a Nativity by Alan Leo, Chapter VIII Page 101.)

যে জন্মকুণ্ডলীতে মঙ্গল নষ্টবলী অথবা দুঃস্থান গত বা অন্য প্রকারে দুর্ব্বল, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অলস, ভীরু-স্বভাব হীনমতি, নিষ্ঠুর এবং পশু-প্রকৃতি (brutal)। বর্ত্তমান যুগে স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজ নিজ

ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা—ইহা মঙ্গল গ্রহের ক্ষীণ-প্রভাবের লক্ষণ। ইহার পরিণাম ফল যে কখনও শুভ হয় না, তাহার ভূরি-দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। Alan Leo সাহেব এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"It is the fiery Mars who binds the soul in hell or purgatory, and holds it in the bondage of the astral plane for a longer or shorter period according to the power it has gained over the mind and the soul. Violence and murder result from the elemental forces under the rule of Mars, being uncontrolled and allowed to move blindly and indiscriminately without the guiding power of reason and judgment.

মঙ্গলের প্রভাবে এই পার্থিব ভাবাপন্ন হওয়ার আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় প্রাচীনগণ মঙ্গলকে "কুতনয়" বা "অবনেয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শুভ মঙ্গলের কারকতার ফলে মানুষ যেমন শূর-বীর পরাক্রমী, সাহসী ও স্বাধীনচেতা, কর্ম্মদক্ষ এবং নিয়ম-পরতন্ত্র (disciplined) ইত্যাদি হইতে পারে, তেমনি মঙ্গল অশুভস্থানাদিগত হইলে পাশবিক প্রকৃতির আতিশয্য বশতঃ নানাবিধ দুর্ঘটনা ও বিপদ পরম্পরা আনয়ন করে এবং উৎকট (inflammatory) প্রদাহজনিত রোগ ভোগ করায়।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে মঙ্গলের Symbol একটী (+) এবং তাহার নীচে একটী বৃত্ত (circle)। ইহার দ্বারা এই সূচনা করা হইতেছে যে, জড় (matter) পদার্থ বা (earth nature) পার্থিব ভাব (+) চৈতন্যের (spirit) উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

ভূমিতে শয়ান মহাদেবের বক্ষোপরি মহাকালীর ছবি ধ্যানচক্ষে চিন্তা করিলে এই তত্ত্ব স্ফুটতর হইবে। এখানে বলিয়া রাখি যে ঠিক ইহার বিপরীত চিহ্ন শুক্রগ্রহের। তাহার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চৈতন্য (spirit) স্বাধিকার-সম্পন্ন হইয়া—desire বা "তৃষ্ণাকে" জয় করিয়াছে।

কামিনী ও কাঞ্চন সংসার-ক্ষেত্রে ভোগতৃষ্ণার দারুণ উপকরণ এবং অসুর অর্থাৎ unregenerate মানুষের নিকট ইহাই উগ্র হলাহল। ইহার জন্য বারম্বার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে তৃষ্ণা-ক্ষয়ে তমোনাশ হয় ও পশ্চাৎ জ্ঞানোদয় হইয়া অসুরও ক্রমশঃ অমৃতের সন্ধান পাইয়া থাকে। প্রকৃত সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারা এইরূপই হওয়া উচিত। পৌরাণিক ইতিহাসে এই তত্ত্বই পুনঃপুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনেও সুখ-দুঃখের মূল কারণ খুঁজিতে হইলে ভৃগু-ভৌমের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। মেষস্থ মঙ্গলের সম্মুখে ও দক্ষিণে (তুলা ও বৃষরাশির অধিপতি) শুক্রের গৃহ, (বা কামিনী-কাঞ্চন-ভাবের অধিপতি); অর্থাৎ যাহার জন্য এই দুনিয়া নিত্য কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। আবার মেষের দ্বাদশে মীনরাশিতে উক্ত শুক্র-গ্রহ শ্রেষ্ঠ-পদ (তুঙ্গ) লাভ করিয়া থাকেন। স্মরণ করিতে হইবে যে, মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র এবং মহর্ষি জৈমিনী ও পরাশর মীনরাশি-নবাংশগত আত্মকারক হইতে কৈবল্য মুক্তির চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"মীনে তু কারকাংশে চ সাযুজ্যমুক্তিভাগ্ ভবেৎ"

সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক গল্পে একটা অপূর্ব্ব তত্ত্বের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। অসুরাদির ইষ্টদেবতা পরম-যোগী মহাদেবই কেবল হলাহল

কণ্ঠস্থ করিয়া হজম করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় কবিগণ এবং শাস্ত্রকারগণ মহাদেবের মূর্ত্তি ও স্বভাব যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শৌর্য্য-বীর্য্যের আকর ও ধ্বংস-লীলার অধীশ্বর বলিয়া মনে হয়। যে সকল অসুরগণ (বা unregenerate মানুষ) তাঁহাকে স্তবাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি তিনি সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত ও তাঁহারই রুদ্রতেজে তাহারা প্রমত্ত হইয়া দেবতা ও মানব-সমাজকে যুগে যুগে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। নৈসর্গিক শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার বিশেষ মমতা নাই। ক্রুদ্ধ হইলে তিনি মহা-ভয়ঙ্কর হইয়া উঠেন। এই চিত্র স্ফুটতর করিবার জন্য কবি হেমচন্দ্র ও মহাকবি মাইকেল যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে দৈত্যে আশ্বাসিয়া,—
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার
দানব-দৌরাত্ম্যে দেব না পারে তিষ্ঠিতে।"

(বৃত্র-সংহার, দশম সর্গ)।

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
নড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব-কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব।"

(মেঘনাদ-বধ কাব্য নবম সর্গ)।

"ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়;
বহ্নিময় হইল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার মূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ।"

(হেমচন্দ্র)

কিরাতরূপী ভগবান ধূর্জ্জটীর নিকট হইতে "পাশুপত" অস্ত্র লাভ করিয়া ক্ষাত্র-তেজের অনুপম-মূর্ত্তি অর্জ্জুন কিরূপে "দেবকর্ম্ম" সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পুরাণ-পাঠক-মাত্রেরই জানা আছে। মাইকেলেও দেখি—

"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়ামণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?"

এই সকলের সার কথা এই যে, উক্ত দেবতার কৃপা ব্যতীত সাহস, বীরত্ব, এবং daring enterprise ইত্যাদি সম্ভব হয় না।

মঙ্গল গ্রহের highest aspect যেরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার সহিত উক্ত দেবতার স্বভাবের সাদৃশ্য কত বেশী তাহা পাঠকবর্গ বোধ হয় এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে মনে হয়, যে মঙ্গল গ্রহ হইতেই রুদ্র-দেবতার চিন্তা করা প্রয়োজন।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। লক্ষ্মণ ও অর্জ্জুন —দুই অদ্বিতীয় শূর-বীর এরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন যে স্বর্গের অপ্সরীগণও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত বা লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ক্ষাত্রবীর্য্য "দেবকর্ম্ম" সাধন করিবার জন্যই সতত উন্মুখ থাকা প্রয়োজন। যেহেতু উক্ত হইয়াছে—

"ক্ষত্রিয়ৈ র্ধার্য্যতে শস্ত্রমার্ত্তানাং ত্রাণকারণাৎ"।

এই ক্ষাত্রশক্তির উপযুক্ত উদ্বোধন ভিন্ন কোন জাতির বা দেশের কল্যাণ রক্ষা হওয়া অসম্ভব এবং ব্যক্তিগত হিসাবে chivalry ব্যতীত gentleman হওয়া যায় না। অথচ যেখানে ঐ শক্তির অপব্যয় হয় এবং "দেবকর্ম্মে" উহা নিয়োজিত না হয়, সেখানে পরস্বাপহারী, নারীর ধর্ষক, tyrant, রাক্ষস বা অসুরের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য্য। আবার যেখানে ঐ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়, সেখানে ভীরু, কাপুরুষ, হিংস্র, অলস, কামচর্চ্চা-পরায়ণ ক্লীবে দেশ ভরিয়া যায়। এই কারণে দেবাসুর-সংগ্রাম নিত্যলীলা এবং transmutation আবশ্যক হইয়া উঠে বলিয়াই বুদ্ধ-চৈতন্য-শ্রীকৃষ্ণ-রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব হয়।

এই প্রসঙ্গে গ্রহভেদে দেবতার বর্ণনা শেষ করিব। প্রত্যেক গ্রহের নির্দ্দিষ্ট এক একটী দেবতার কথা শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৃহজ্জাতক, শম্ভুহোরা প্রভৃতি গ্রন্থের মতে—

'সূর্য্যাদধীশা দহনোঽম্বুভূমি দামোদরঃ শক্রশচী বিরিঞ্চিঃ।"

অর্থাৎ সূর্য্যের অধিপতি অগ্নি, চন্দ্রের জল, বুধের দামোদর, মঙ্গলের ভূমি বা মহী, বৃহস্পতির ইন্দ্র, শুক্রের শচী, শনির বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা)।

শনির শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রহণ করিলে শনির স্বভাব ও ব্রহ্মার প্রকৃতির মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। শনির প্রকৃতির অনুরূপ বুধগ্রহ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না। Sepharial সাহেব The Kabala of Numbers (page 60) গ্রন্থে বুধ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"Mercury is represented as bearing the Caduceus, It represents the interaction of the *Ida* and *Pingala*, or male-female Creative fires, united in the *shushumna*, and the rod is the *Brahmadandam* or spinal column,

represented by the *bamboo-stick* of the *Yogi*, with its notches or nodes corresponding with the nervous ganglia of the spinal process. It stands for the Hermetic Art or Secret Knowledge. Man is agnostic until the messenger of the gods brings him the torch-light of revelation."

* পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সরস্বতী দেবী" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে,—"মহা-সরস্বতীর সম্মুখে চারিটী নায়িকা থাকেন,—সম্মুখে প্রজ্ঞা, পশ্চাতে মতি, দক্ষিণে মেধা, বামে স্মৃতি।" এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।৯ ১।৭) উক্ত হইয়াছে যে, "বাক্ই সরস্বতী, ইহা দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত করিলেন। বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। সরস্বতী যে মহাবিদ্যা একথা হাজার বারশো বছরের প্রাচীন তন্ত্রেও পাওয়া যায়।" এবং সর্ব্বশেষে তিনি এই প্রয়োজনীয় কথাটী লিখিয়াছেন:—

"ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর হইলেন, আর তাঁহার অচ্ছেদ্য শক্তি বা শক্তি-ধাতু হইলেন সরস্বতী। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাক্। তিনিই সৃষ্টির আদি কারণ শব্দ ব্রহ্ম (logos)"।

বুধ গ্রহের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা পশ্চাৎ করিয়াছি, তাহাতে বুধ গ্রহের সহিত সরস্বতী দেবীর যে সামঞ্জস্য অতি ঘনিষ্ঠ তাহা অস্বীকার করা যায় না। বুধের গৃহ মিথুন দ্ব্যাত্মক-বায়ুরাশি, শনির মূলত্রিকোণ কুম্ভ স্থির-বায়ুরাশি, সুতরাং বেশ মিল আছে। বুধের তুঙ্গস্থান কন্যা

* এই প্রবন্ধের যথেচ্ছ-ব্যবহারের অনুমতি দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দ্ব্যাত্মক-পৃথ্বীরাশি, শনির গৃহ মকরও চর-পৃথ্বীরাশি, সুতরাং পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বা মিল আছে। পাশ্চাত্য aspect হিসাবে trine অর্থাৎ ত্রিকোণদৃষ্টি শ্রেষ্ঠ-মিলনের দ্যোতক।

চন্দ্রের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, মহর্ষি জৈমিনী চন্দ্র হইতে "গৌরী" [অর্থাৎ মহাদেবের জায়া] চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। কর্কটের সপ্তম রাশি মকর,—ভৌমের উচ্চস্থান, সুতরাং শ্রেষ্ঠপদস্থ ভৌমের জায়াস্থান চন্দ্রের ক্ষেত্র (অর্থাৎ গৌরীর গৃহ) কল্পনা করায় যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। মহাদেবীগণের মধ্যে দুর্গাদেবীর আসন যে সর্ব্বোচ্চে, তাহা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। পূর্ণচন্দ্রের প্রকৃতির সহ নগেন্দ্র-নন্দিনীর স্বভাবের সামঞ্জস্য যথেষ্ট আছে। চন্দ্রও গ্রহরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রের প্রভাবও যেমন সর্ব্বব্যাপী, আদ্যাশক্তির প্রভাবও তদ্রূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

ত্রিমূর্ত্তির (trinity) মধ্যে কেবল বাকী রহিলেন রমাপতি বিষ্ণু। শাস্ত্রকারগণ শুক্র হইতে শচী এবং বৃহস্পতি হইতে ইন্দ্র-দেবতার চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। সচরাচর জ্যোতিষের নিয়মানুসারে বৃহস্পতির শত্রু শুক্র এবং শুক্রের সমগ্রহ গুরু কথিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মতে ইঁহাদের দেবতাদ্বয় পতিপত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ। জৈমিনীমতে শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাও এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। শুক্র-প্রবন্ধে এই কথার বিশদ আলোচনা করিয়াছি এবং শুক্রে বৈষ্ণবী-শক্তি বিরাজমানা তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রহশক্তি হইতেই মানুষ অণিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে। "ঊর্দ্ধরেতা এবং যতানিল" না হইতে পারিলে উক্ত দেব-দুর্লভ শক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। "নামে রুচি ও জীবে দয়া" (godliness, righteousness and service) এই সাধনা মীন রাশির ও কর্কট রাশির বৈশিষ্ট্য তাহাও দেখাইয়াছি। মীন শুক্রের (অর্থাৎ কমলার)

তুঙ্গস্থান ও বৃহস্পতির গৃহ। কর্কট চন্দ্রের (অর্থাৎ পার্ব্বতীর) গৃহ এবং বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান। কর্কট হইতে trine অর্থাৎ ত্রিকোণ রাশি মীন অর্থাৎ উভয় গ্রহই তুঙ্গ বা শ্রেষ্ঠপদস্থ হইলে পরস্পরের পরম-মিত্রতা-সম্বন্ধে (অর্থাৎ trine) স্থিত হইয়া থাকেন। উভয় রাশিই পূর্ণ সত্বগুণী ও spiritual. 'চঞ্চলা কমলা' সাধারণের মুখে এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত কমলা বিষ্ণুর অচঞ্চলা জায়া ইহা কে অস্বীকার করিবে? বিষ্ণু পূর্ণ সত্বগুণী দেবতা, এই জন্যই কমলা তাঁহার আলয়ে চিরদিন স্থিরা! যিনি উচ্চপদস্থ হইতে চাহেন, যিনি কুবের-তুল্য ধনবান হইতে চাহেন, তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শ্রীভগবান বিষ্ণুর ন্যায় পূর্ণ সত্বগুণের আধার হইতে হইবে, ইহাই আমার বক্তব্য। বৃহস্পতির প্রকৃতির সহিত বিষ্ণু-প্রকৃতির সামঞ্জস্য যথেষ্ট আছে। ইহা ছাড়া "অনন্ত যৌবনা শচীর" (মাইকেল) সহিত শুক্রেরও মিল বেশ দেখা যায়। বৃহস্পতির দেবতা ইন্দ্র বলিলেও ক্ষতি হয় না। যেহেতু "দেবানামপি বাসবঃ" (গীতা ১০।২২)—একথাও স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মঙ্গলের কারকতা সম্বন্ধে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিব। সর্ব্বার্থচিন্তামণি-গ্রন্থে লিখিত আছে:—

"পরাক্রম-বিজয়-বিখ্যাতি-সংগ্রাম-সাহস-সেনাপত্য-দণ্ডনেতৃত্ব-খড়্গ পরশ্বধকুন্তকুঠারশতঘ্নী-ভিন্দিপালধনুর্ব্বাণনৈপুণ্য-ধৃতি-গাম্ভীর্য্য-কাম-ক্রোধ-শত্রুবৃদ্ধি আগ্রহবগ্রহপরাপবাদ স্বতন্ত্র-ধাতৃত্ব-কারকঃ কুজঃ"।

অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পরাক্রম (prowess), বিজয় (victory or success), বিখ্যাতি (celebrity), সংগ্রাম (war, quarrels, disputes &c), সাহস (Courage, rashness, violence, outrage,

robbery &c ; cf. "মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং পারুষ্য-মনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতং"), সেনাপত্য (Command of armies), দণ্ডনেতৃত্ব, খড়্গাদি-অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারে-নিপুণতা, (Surgical Skill ও ধর্ষ্টব্য) ধৃতি (fortitude), গাম্ভীর্য্য (Seriousness), কাম-ক্রোধাদি (Sensual desires), আগ্রহ (zeal or persistence), অবগ্রহ (obstacles or draught) অপবাদ (Scandal), স্বতন্ত্রত্ব (independence), ধাতৃত্ব (ধাতা = ব্রহ্মা, অতএব Creative Organisation বলা চলে) প্রভৃতির কারকতা চিন্তা করা যায়। ইহা ছাড়া কোন কোন মতে ভূসম্পত্তি, চৌর্য্য, রোগ, তমোগুণ, কটুরস, পিত্তধাতু, রক্তপিত্ত, মেহ, বিষজ রোগ, পৃষ্ঠাঘাত, ক্ষতব্রণ, রক্তস্রাব প্রভৃতিরও কারক। এবং রাজশত্রু, যোদ্ধা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, ক্ষত্রিয়, যাহারা ধাতুর কার্য্য করে ও সাহসমার্গ অবলম্বন করে (যথা—policemen explorers and miners), যাহারা লৌহাদি যন্ত্রের কার্য্য করে, যাহারা আগ্নের কার্য্য করে (Chemists, Smith, potters, foundrymen, metallurgists), কৃষিক, ক্রয়বিক্রয়পটু, যাহারা ধাতুবাদ ক্রিয়াযুক্ত ও দ্যূতকার, জুয়ারী (হোরারত্ব)—ইত্যাদি ব্যক্তিগণের সূচক।

রাজশত্রু-কারকের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে বর্ত্তমান-কালে আলোচনা করা প্রয়োজন। স্বয়ং পরাশর মহামুনি মঙ্গলের কারকতায় রাজশত্রুর (অর্থাৎ anarchist) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেষ ও ধনু উভয় রাশিই অগ্নিরাশি এবং অত্যন্ত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়। Carter সাহেবের মতে "Fiery signs are usually the most explosive. Mars afflicted by Uranus in fire generally causes a bad temper and Mars and Saturn are also often evil. Saturn, when predominent but afflicted, usually denotes hardships which

give rise to rebellious feelings. Mars is angered by oppression. True love of country as a sentiment is a Cancerian trait and most patriots have this sign prominent. Mars, in modern politics, is often the discontented agitator."

শনিকর্ত্তৃক পীড়িত চন্দ্র; বুধ অথবা লগ্ন তদ্বৎ; বৃশ্চিক রাশিতে লগ্ন অথবা শনি বুধ চন্দ্র ও হার্শেলের মধ্যে কোন দুটী গ্রহ অবস্থিত হইলে এবং ভৌমগ্রহ যদি হার্শেল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে Anarchist বা রাজশত্রু হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, শুভমঙ্গল হইতে অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সূচনা পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞান বা ভক্তির দৃঢ়ভিত্তির উপর ধর্ম্মমত স্থাপিত যতটা হউক বা না হউক, তাহাদের অন্ধ-বিশ্বাস, আচার বা অনুষ্ঠানের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকে। এমন কি অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাহারা শুধু যুক্তি-তর্ক করে না, আবশ্যক হইলে খড়্গ উত্তোলন করিতেও পশ্চাদপদ হয় না (militant spirit)। এমন কি নিজ-মতের জন্য martyr হইতেও দ্বিধা বোধ করে না। অশুভ মঙ্গল নাস্তিক (sceptic) অথবা ধর্ম্মবিদ্বেষী করে।

যদি মঙ্গলের সহিত চন্দ্র অথবা বুধের উত্তম সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে Drawing Sculpture ও experimental Sciences বিষয়ে উত্তম অধিকারী হয় এবং "the mind is observant and apt at fact, illustration, and detail, the memory is alert and responsive."

মঙ্গল বুধের সম্বন্ধ থাকিলে সভামধ্যে কথা-কাটাকাটি, অনর্গল বক্তৃতা এবং "কবির লড়াই"—ইত্যাদি শক্তি-সম্পন্ন হয়। Mental

signs অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, তুলা ও কুম্ভ রাশিতে মঙ্গলের স্থিতি-বশতঃ উক্ত প্রকার ফলাদেশ করা যায়।

"When too prominent or in affliction, the planet gives exaggeration in speech, boastfulness of manners, and untruthfulness."

এস্থলে হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যেরূপ যোগফল কথিত আছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যথা—

১। "তেজস্বী বলসত্ববাননৃতবাক্ পাপী সভৌমে রবৌ॥ রম॥

২। "শূরঃ সৎকুলধর্ম্মবিত্তগুণবানিন্দৌ ধরাজান্বিতে॥ চম॥

৩। "বাগ্মী চৌষধ শিল্পশাস্ত্রকুশলঃ সৌম্যান্বিতে ভূসুতে॥ বুম॥

৪। "কামী পূজ্যগুণান্বিতো গণিতবিদ্ ভৌমে সদেবার্চিতে॥ বৃম॥

৫। "ধাতোর্বাদরতঃ প্রপঞ্চরসিকো ধূর্ত্তঃ সভৌমে ভৃগৌ॥ শুম॥

৬। "বাদী গানবিনোদবিজ্জড়মতিঃ সৌরেণযুক্তে কুজে॥ শম॥

শ্লোকগুলি স্পষ্ট বলিয়া অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আর একটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

৭। গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাগ্‌ভাবে ভূমিনন্দনে।
সসৌম্যে বুধসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা সোমনন্দনে॥

অর্থাৎ দ্বিতীয়ভাবে মঙ্গল যদি থাকে এবং তত্র যদি বুধের যোগ বা দৃষ্টি থাকে অথবা যদি বুধ কেন্দ্র-ভবনে (অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ম স্থানে) থাকে, তাহা হইলে হিসাবী বা গণিতজ্ঞ হয়।

যাহার জন্মকুণ্ডলীতে মঙ্গল প্রবল, তাহার ভালমন্দ করিবার শক্তি অসীম। কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইলে সে ব্যক্তি কখনও ভুলিয়া যায় না এবং তাহার অনিষ্ট করিতেও ছাড়ে না।

নিম্নে ভৌমের কারকতার তালিকা লিখিত হইল ঃ—

(১) দ্রব্যাদি :— সিন্দূর, হরিতাল, হিঙ্গুল, গেরিমাটী, স্বর্ণ-গৈরিক ochre), ধাতু ও ধাত্বাদির আকর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, গোলমরিচ, পিপুল, খদির, মসূর কলাই, হরিদ্রা (?), ইষ্টক, মৃণ্ময় পাত্রাদি, লঙ্কা, অনন্তমূল, গুড়, মদ্য, খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র, লৌহ, antimony, bloodstone, প্রবাল, রক্তবর্ণ ফল ও পুষ্প, দাড়িম, all articles manufactured in cities, গৃহ, ভূমি, buildings, অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র বা বস্তু বা গৃহ ; acids, whiskey, hot water. Tr. steel Nux Vomica, Cinchona, Cantharides.

(২) পশুপক্ষী :— ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জীব, হস্তী, গণ্ডার, বাজপক্ষী, চিল ও অন্যান্য শিকারী জন্তু ও পক্ষী।

(৩) ব্যক্তি :—— সৈনিক, শল্যচিকিৎসক, শবর, শস্ত্রজীবী (manufacturers of arms and ammunitions), ব্যাধ, ঘাতক, অগ্নিজীবী (manufacturers of fireworks, foundries, metallurgists, chemists &c), স্বর্ণকার ও কর্ম্মকার, পশুপালক, নাগরিক, ধাতুবাদী, শঠ, চৌর, শিশুহন্তা ও নৃশংস-ব্যক্তিগণ। Bailiffs, dentists, engineers, Sergeants, Coroners, criminal lawyers, the military and the police, dyers, tanners, carpenters, watch-

makers, cutlers, chemists, cooks, bakers, Surgeons, apothecaries, criminals, rebels.

(৪) দোষগুণ ক্রিয়া--

গুণ :— অতি-পরাক্রমী, সাহসী, শূর, বীর, কামী, স্বাধীনতা-প্রিয়, যোদ্ধা, মুখর (pioneer), কার্য্যদক্ষ (practical organiser), Self-willed, proud, plucky, having a good mechanical skill and a contempt for death, full of tact and diplomacy, steady and industrious.

দোষ :— তমোগুণী, চপল, উগ্র, ক্রোধী, অহঙ্কারী, ঔদরিক, কলহপ্রিয়, নির্লজ্জ, বিশ্বাসহন্তা, মিথ্যাবাদী, দুর্বৃত্ত, হিংস্র, jealous, rash, a bitter enemy, having little respect for social and moral laws when they interfere with his own liberty of action.

ক্রিয়া :— দুর্ঘটনা, খুন, জখম, বিবাদ, বিসম্বাদ, যুদ্ধ, মোকদ্দমা, বিষ-প্রয়োগ, পতন, অগ্নি বা জলঘটিত বিপদ, enterprises, germ diseases, crimes of violence.

(৫) ব্যাধি :— হাম, বসন্ত, উৎকট জ্বর, ক্ষতব্রণ, erysipelas, carbuncles, rupture of blood-vessels, infectious diseases (the plague &c.) রক্ত-আমাশয়, কলেরা, Scarlatina, inflam-

mations, ringworms, mad distempers, burns, gunshot-wounds, falls, bruises; রক্তদোষজনিত পীড়া।

(৬) দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ:—— বামকর্ণ, নাসিকা, কপাল, মূত্রাশয়, জননেন্দ্রিয়, the gall-bladder, the sense of smell, the muscles and sinews, the bile, পৃষ্ঠ, উদর, মজ্জা।

(৭) দেবতা:—— কার্ত্তিকেয়। বগলামুখী। নৃসিংহ অবতার। মতান্তরে পরশুরাম।

(৮) রস, বর্ণ:— রক্ত-গৌরবর্ণ অথবা শ্বেতরক্ত; তিক্তরস, flame color; astringent, burning, pungent, hot acids.

(৯) Lucky-stone and lucky numbers:—— Jasper, loadstone, hyacinth, Coral বা বিদ্রুম মণি (পলা); number 4.

(১০) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স ইত্যাদি:—— দক্ষিণদিক, তেজতত্ত্ব, তমোগুণ; যুবা; পুরুষগ্রহ, ক্ষত্রিয়, শুষ্কগ্রহ বন ও পর্ব্বতচর।

(১১) ভাবকারক— জ্ঞাতি, ভ্রাতৃ ও শত্রু ভাবের কারক।—

"সত্বং রোগগুণাম্নজাবনিসুতান্ জ্ঞাতিং ধরাসূনুনা"।

৪। শুক্র। Venus.

"চারুদীর্ঘভুজঃ পৃথূরুবদনঃ শুক্রাধিকঃ ক্ষান্তিবাক্
কৃষ্ণাকুঞ্চিত-সূক্ষ্ম-লম্বকচো-দূর্ব্বাদলশ্যামলঃ।
কামী বাতকফাধিকোঽতিশুভগশ্চিত্রাম্বরো রাজসো
লীলাবিস্মৃতিমান্ বিলাস-নয়নঃ স্থূলাংসদেশঃ সিতঃ॥"

[রণবীরে]।

অপিচ, "অসিতকুটিলকেশঃ শ্যামসৌন্দর্য্যশালী
সমতররুচিরাঙ্গঃ সৌম্যদৃক কামশীলঃ।
অতি-পবনকফাত্মা রাজসঃ শ্রীনিধানঃ
সুখবলসুগুণানামাকরশ্চাসুরেজ্যঃ॥"
"হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যাণাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং।"

অতি রমনীয় দীর্ঘভুজযুগশোভিত, স্থূল উরু ও বদনবিশিষ্ট, স্থূল-স্কন্ধ, শোভন-চক্ষুদ্বয়ে সৌম্যদৃষ্টিপূর্ণ, সমগাত্র ও মনোরম এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট, অতিসূক্ষ্ম, কুঞ্চিতাগ্র, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বিত সুন্দর কেশরাশিযুক্ত, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ [মতান্তরে শ্বেত] বাতকফাধিক প্রকৃতি, কৌতুকপ্রিয়, অতি মনস্বী, লীলাবিলাসযুক্ত [নানা-ভাবের অভিব্যক্তি-ক্ষমতাশালী], কামী [full of desires],

রজোগুণী এবং বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত-বস্ত্র-পরিহিত, হে দৈত্যকুলের অধিনায়ক এবং পরমগুরু ভৃগুমুনির অপত্য শুক্রগ্রহ! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি, যেহেতু তুমি সর্ব্বশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, সকল সৎগুণের, সুখের ও বলের এবং সৌভাগ্যের আকরস্বরূপ।

এক্ষণে শুক্রগ্রহের স্বরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব ঃ—

ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, মঙ্গল-গ্রহাধিকারে পার্থিব ভোগতৃষ্ণার অনুসরণে মানবাত্মা ক্রমশঃ জড়ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, অথবা চৈতন্যের স্ফূরণ তাদৃশ হয় না। এই জন্যই পাশ্চাত্য-দেশীয় Symbol মঙ্গলের শক্তি ও ক্রিয়ার পূর্ণ দ্যোতক। এক্ষণে বৃত্তের নিম্নে [+] চিহ্ন যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলেই শুক্রের Symbol পাশ্চাত্য-মতে পাওয়া যায়। ইহার দ্যোতনা এই যে, পার্থিব ভোগতৃষ্ণার অসারতা উপলব্ধি করিয়া মানবের মধ্যে "চৈতন্যের" [spirit] উদয় হইয়াছে। অর্থাৎ "The spirit having gone through the experience of matter has arisen fresh from this bath of worldly experience and is in union with itself; i.e. it typifies pure Love having no desire for self."

এই ক্রমবিকাশ কিরূপে সাধিত হয় Alan Leo সাহেব আরও স্পষ্ট-ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"In the lower man it appears as turbulent, ill-regulated passions and desires, anger, lust, cruelty, antagonism, warfare, murder and hate. From bitter experience toese become gradually reined-in, regulated and refined as evolution proceeds. They then reappear

as what are sometimes almost equally turbulent emotions and mental energies. Finally they are perfected and transmuted into an imperial and indomitable Will, which is used in the service of humanity."

অর্থাৎ পশুপ্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানবোচিত গুণরাজির বিকাশ হইতে থাকে। মঙ্গল ক্ষত্রিয়-শক্তির সূচক; এই শক্তি পার্থিব ক্ষণিক ভোগ-সুখের জন্য ব্যয়িত হইলে মানবতার হ্রাস হয়, কিন্তু যদি সমাজের কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত হয়, উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হয়, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-রক্ষায় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত বীরত্বের (heroism) পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তির এই পরিণতি আনয়ন করিতে হইলে চৈতন্যের উদয় প্রয়োজন। জ্ঞান ও প্রেম (শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা) বিনা শক্তিতে এই প্রেরণা কে দিতে পারে? এই প্রেমের অধিষ্ঠাতা শুক্রগ্রহ। তিনিই Christ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি জৈমিনী "শুক্রেণ লক্ষ্যাং" এবং মহামুনি পরাশর "শুক্রে দুর্গাজপং কুর্য্যাৎ"—ইত্যাদি বচনের দ্বারা যে সকল দেবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রেমের দেবতা। তাঁহাদের পূত-প্রীতির ধারা সংসারে নিরন্তর প্রবাহিত বলিয়াই আজও সংসার-লীলা চলিতেছে। মানব-হৃদয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবাররূপ বিভিন্ন-ধারায় প্রেমের যে ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, তাহা শুক্র-দেবতার ক্রিয়াশক্তি। ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের নিষ্কাম কর্ম্মে—সংসার-ক্লেশদগ্ধ মনুষ্য-জাতির প্রতি অনাবিল ও অফুরন্ত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রেমে "কামগন্ধ নাহি তাহে," কিন্তু যখন এই প্রেম দেহজ হয়, তখনই বিকার-হেতু হয় এবং তখনই মঙ্গলের অধিকারে আসিয়া পড়ে।

পুরাণকার "হরগৌরী" মূর্ত্তিতে এই স্বর্গীয় ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সাধক তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রাচীন-কাহিনী-অনুসারে শুক্রাচার্য্য (উশনাঃ) দৈত্যগুরু ছিলেন, এবং সঞ্জীবনী-মন্ত্রদ্বারা দেবাসুর-সংগ্রামে যত দৈত্য নিহত হইত তাহাদিগকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিতেন। এই জন্য দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব শুক্রাচার্য্যকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-পণ্ডিত-গণেরও বিশ্বাস,—"At a remote period of the world's history some 6½ million years ago, the race consisted largely of animal men without causal bodies, and unable to form them; for lack of sufficient stimulus, until the arrival of the mighty beings known as the Lords of the Flame enabled to do so." [Sidelights on Astrology, p. 45.]

"It was under the influence of highly evolved beings from the planet Venus that humanity long ages ago, first developed intellectual self-consciousness.

"This descent of the "Lords of the Flame", is what is referred to under the story of *Ushanas* teaching the giants, or primitive humanity. [How to Judge a Nativity, p. 123.]

দৈত্যগণ (primitive humanity) মঙ্গলের বংশাবলী বলিলেও চলে, অর্থাৎ মঙ্গলের আকৃতি-প্রকৃতির অনুযায়ী জীব।

"Mars is on the side of the Mortal and impermanent until the force is turned inward, when it passes into the ray of Venus, which is on the side of Wll

and the immortal trinity and all vibrations that are assimilated are made *permanent Soul possessions.*"

সুতরাং শুক্রাচার্য্যের সঞ্জীবনী বিদ্যার অর্থ এবং সেই বিদ্যা-প্রভাবে মরণশীল দৈত্যগণ কিরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ সমগ্র জড়-প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বিজ্ঞান-বিদ্যা (material Sciences) শুক্রাচার্য্যের অধিগত হইয়াছিল এবং সেই জন্য ভার্গব দেবদৈত্য প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজিত হইয়াছিলেন।

অতএব শুক্র যাহার প্রতি সদয় অর্থাৎ জন্মকুণ্ডলীতে শুভস্থানগত, তাহার পক্ষে বিজ্ঞান-বিদ্যা-লাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং সেই ব্যক্তি "উদ্ধরেতা যতানিল" হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া ইহ-সংসারে দেবসদৃশ হইতে পারে।

পৌরাণিক গাথায় ইহাও উল্লিখিত আছে যে, অমৃতের সন্ধানে যখন দেবাসুর সমুদ্রমন্থনে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তখন অনেকানেক বস্তুর মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। গ্রীক-দেশীয় mythologyতে পাওয়া যায় যে, শনি যখন নিজ-পিতা Uranusর দেহ খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন শুক্র সেই উর্ম্মিরাশির মধ্য হইতে সদ্যস্নাতা নগ্নসৌন্দর্য্যের ত্রৈলোক্য-বিমোহিনী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুজায়া বলিয়া ত্রৈলোক্যবিদিতা। জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে কাল-পুরুষের মস্তক মেষ-রাশিতে কল্পিত হইয়াছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃষ দ্বিতীয় রাশি এবং তুলা সপ্তম রাশি। উভয় রাশির অধিপতি শুক্রগ্রহ, সুতরাং ধনভাব ও জায়াভাবের কারক। বিংশোত্তরী দশার নিয়মানুসারে ধনভাবপতি ও জায়াপতি উভয়েই প্রবল মারক বলিয়া অভিহিত। "কামিনী ও কাঞ্চন" মানুষকে যুগে যুগে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া যেমন বিনষ্ট করিয়া থাকে, তেমনি ব্যক্তিগত হিসাবে এবং জাতিগত হিসাবে মনুষ্য-জাতির সভ্যতার ইতিহাস এই

"গজকাটির" উপর নির্ভর করে। যে জাতি সভ্যতার যত উচ্চশিখরে উঠিয়া থাকে, ততই "কামিনী ও কাঞ্চনের" সদ্ব্যবহার করিতে পারে এবং সেই জাতির বিষ্ণুশক্তি (পালন) ততই পরিস্ফুট হয়। আর্য্য-সভ্যতার চরমোৎকর্ষতার দিনে সেই জন্য প্রতি-কণ্ঠে এই অপরূপ স্তোত্র ধ্বনিত হইতঃ—

"ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥"

এক্ষণে শুক্রের কারকতা সম্বন্ধে সর্ব্বার্থ-চিন্তামণি-গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলামঃ—

"সঙ্গীত-সাহিত্য-হাস্যরসাদ্ভুত-মদনযুবতি-রতিকেলি-বিলাস
বিচিত্রচিত্রকান্তিসৌন্দর্য্যযুবতিরাজবশীকরণরাজমুখ...
অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যকাব্যকলাসমভোগকলত্রকারকঃ শুক্রঃ॥"

এবং বৃহৎ-পারাশরীয়েঃ—

"কলত্রকার্ম্মুকসুখগীতশাস্ত্রকাব্যপুষ্পসুকুমারযৌবনাভরণ
রজতযানগন্ধর্ব্বলোকমৌক্তিকবিভবকবিতারসাদিকারকঃ শুক্রঃ।"

দুইটী শ্লোকার্থই সুস্পষ্ট বলিয়া আর অনুবাদ দেওয়া গেল না।

শুক্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদগণ এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কি ধারণা পোষণ করেন, তাহা একে একে দেখাইতে চেষ্টা করিব। তদ্দ্বারা এই সুবিমল শুক-তারার অপূর্ব্ব শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে মহাকবি টেনিসনের (Tennyson) ভাষায় মেঘনির্ম্মুক্ত বসন্তের সায়াহ্ন-গগনে পরম-দীপ্তিশালী এই শুভ্র-জ্যোতিষ্কের রূপবর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Idalian Aphrodite beautiful,
Fresh as the foam, new-bathed in Paphian wells,
With rosy slender fingers backward drew
From her warm brows and bosom her deep hair
Ambrosial, golden round her lucid throat
And shoulder: from the violets her light foot
Shone rosy-white, and o'er her round form
Between the shadows of the vine-bunches
Floated the glowing sunlights, as she moved.
She with a subtle smile in her mild eyes,
The herald of her triumph."

অতঃপর পরম-জ্যোতিষিক Max-Heindel সাহেব (The Message of the Stars, Chapter IX) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন :—

"It is the love-ray of Venus piercing deeply the heart of the mother which breeds in her tender care wherewith she nourishes her offspring through helpless infancy. Venus sounds the love-call of the

youth and of the maiden, gives and takes, smoothing out all the difficulties in the conjugal career. She is ever burning incense upon the altar of affection and from her garden of love come the flowers which scent even the most sordid souls with celestial perfume and raise them for the time-being to the stature of gods."

তৎপরে অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ Major C. J. M. Adam সাহেব কি বলেন দেখুন :—

"The planet Venus is sometimes called the planet of Love and Beauty, but this Love must not be confused with ordinary love or affection; it is indeed the Love Aspect of the Deity, known as Love, intellect or Creative Activity. The influence of Venus produces the power of Creation in the world of thought; the inspiration of the poet, the painter, the musician, the scientist, the inventor, all come through the Venus principle even though the stimulus may originate beyond. It governs metaphysics, astrology, the abstract sciences, and all things pertaining to the higher mind or vehicle of synthetic or abstract thought as opposed to the analytical or concrete thought of the lower sub-planes." (Fresh Side-lights on Astrology, P. 46.)

শুক্র-সম্বন্ধে মহামতি Alan Leoর ধারণা ও অতীব চমৎকার :—

"All the distinctly human and refining qualities come under the influence of V·nus. Venus preserves, nourishes, rebuilds, and all who came fully under the influence of this planet are capable of living purely and appreciating beauty and goodness to the full. Mars is the planet of physical generation and its influence is always acting through the senses. Venus is the planet of creation, ever tending to act through the soul and not the senses. The love shown by Venus always sanctifies and makes for harmony through conjugality, friendship and soul-union. Mars denotes feeling that is personal and selfish and Venus that which is *impersonal* and unselfish. The influence of Mars causes men to insult and patronise, while that of Venus makes for protection and true charity.

"The planet Venus, in particluar, has suffered from this imperfect comprehension ; and its lowest reference to sex in the physical body, and that as lust rather than as love, has often been mistaken for its fullest and most radical signification. At its best, the planet is as high above this as the heavens are above the earth.

"Its creative power is seen in man in the three departments of his nature; physical creation or generation, being only one of the three. Everywhere it produces order out of disorder, harmony out of discord; whether in action, feeling, or intellect. As the planet of love, it gives but does not take. That which takes is desire, and is binding and productive of pain and death. That which gives is love, which is therefore free and not bound, and results in expansion, increase, life and joy."

[How to Judge a Nativity by Alan Leo.]

"Planetarian" (The Venus Book) শুক্র-সম্বন্ধে যে কয়টী তথ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য :—

"To see all things in a beautiful light is the natural inheritance of the Venus folk. All fine clothes are lucky to them and they may wear as many ornaments as they please. Venus people like comfort. They appreciate warmth, light, and brightness. They should have large rooms, and plenty of space generally. They like cultivated gardens, the sort one sees in parks. Roses and forget-me-nots are their special flowers. They have an excellent appetite and rich food will agree with them. They like travel, but only in comfort and ease, and will be peevish if there is any upset; when travelling they like

diversity of scene and flat picturesque places. Towns are particularly in favour with them. They can be swayed much by affection when young, and every effort should be made to bring out the best in their natures. If left to their own desires when young, they develop into selfish and self-opinionated little mortals apt to gratify their own desires at other peoples' expense."

অতঃপর শুক্র কারক হইলে জীবিকা উপার্জ্জনের পক্ষে কি কি অনুকূল, তাহা বলিতেছি :—

Venus persons have a large range of occupations from which to choose, viz :—

"Business connected with ladies' or children's clothing, picture shop, Cinema, theatre, photographic studio, flowers, perfumery, confectionery, drapery, music, dancing &c., toys, fancy goods, articles of the toilet &c

"If Mercury gives speech, it needs the assistance of Venus to give beauty in speech i.e. oratory ; and Venus is therefore essential for poets, musicians, singers, actors, artists &c. Venus does not seem to act as logical reasoning. It is an essential factor in most of the higher forms of genius. It gives mental fertility, plasticity, receptivity and a creative power."

এক্ষণে শুক্রের সহিত অন্যান্য গ্রহযোগের ফল সারাবলী গ্রন্থে ও জাতক-পারিজাতে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। এই সকল ফল ভাব-বিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয় এবং রাশি অনুসারেও তারতম্য হইয়া থাকে।

রশু ॥ ১ ॥—শস্ত্র-প্রহার-কুশল, বলবান, দুর্ব্বল-দৃষ্টিসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, মানী, চপল, রঙ্গরসে পটু, ললনা-সম্পর্কে অনেক মিত্র [ইয়ার] যুক্ত মানুষ হয়।

চশু ॥ ২ ॥—মনুষ্য মাল্যধারী, ধূপাদি-সুগন্ধি-দ্রব্য-বিভূষিত, উত্তম বসন-প্রিয়, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ, ক্রয়বিক্রয়কুশল, কলহপ্রিয়, অতিভোজনপ্রিয়, ও পাপাত্মা হয়।

মশু ॥ ৩ ॥—মনুষ্য গণ-প্রধান (leader of party) ও পূজনীয়, ধূর্ত্ত, শঠ ও দ্যূত-ক্রীড়াশক্ত, মিথ্যাবাদী, পরকীয়াসক্ত, ও প্রপঞ্চ-রসিক (অর্থাৎ Cunning অথবা practising deception or illusion), ধাতুবাদী—(metallurgist ?), এবং গণিতজ্ঞ হয়।

বুশু ॥ ৪ ॥—মনুষ্য অতিশয় ধনবান, নয়জ্ঞ (well-versed in Ethics and politics) বহুশিল্পজ্ঞানসম্পন্ন, হাস্যরতি (full of fun, wit, humour), গীতিজ্ঞ, মিষ্টভাষী ও গন্ধমাল্যে প্রীতিযুক্ত হয়।

বৃশু ॥ ৫ ॥—মনুষ্য বিশিষ্ট-স্ত্রীযুক্ত, বিদ্যা ও শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বিশিষ্ট ধর্ম্ম-স্থাপক, রাজপ্রিয়, মতিমান ও তেজস্বী হয়।

শশু ॥ ৬ ॥—কাষ্ঠাদি-বিদারণ-নিপুণ (Sawyer), মর্ম্মর-শিল্পী, পশুপালক, মৃদু পর্য্যটনশীল, ক্রূরচিত্ত ও মল্লযোদ্ধা হয়।

শুক্রের কারকতা তালিকাকারে নিম্নে দেওয়া গেল:—

(১) দ্রব্যাদি :—মুক্তা, মণি, হীরক, রাং, রৌপ্য, বিভূষণ (jewellery), coins, সুরভি-কুসুম-অনুলেপন, কামোপকরণ (অর্থাৎ বিলাসের দ্রব্য) perfume, essences, lavender, florida waters, lithia waters, scented paints and cosmetics; উত্তম ও মনোহর শয্যা, বহুমূল্য আসবাব (furniture), রেশমের কাপড়, শ্বেতকম্বল, পশমী শ্বেতবস্ত্র, শাল-রুমাল ইত্যাদি; শ্বেতপদ্ম, সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, সূক্ষ্ম পরিষ্কৃত (polished) সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন, আমলকী, ত্রিফলা, পান, এলাচ, দারুচিনি, চম্পক, অশোক, অভয়া হরিতকী, জাতীফল, বচ, চন্দন, ক্ষীর দধি ইত্যাদি, মনোরম উদ্যান (orchards, bowers &c), সলিল (fountains, springs tanks &c), ইক্ষুরস, যানবাহন, বিচিত্র যন্ত্র (fine mechanism) জলাধার, শস্য, গুল্মবল্লী, পুষ্পলতা, উত্তম ও সুকোমল শয্যা।

(২) পশুপক্ষী :—শ্বেতাশ্ব, মেষ, বৃষ, হস্তী, পায়রা এবং মনোহর স্বরবিশিষ্ট পক্ষিগণ।

(৩) ব্যক্তি :—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ যুবক-যুবতী, রত্নব্যবসায়ী, বিজ্ঞানবিৎ, গরুড়বিদ্যাপটু ব্যক্তি (যথা ইন্দ্রজাল, কামকলা ইত্যাদি), কবিশ্রেষ্ঠ, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ, চিত্রকর (artist), রঙ্গভূমির

অধ্যক্ষ, মালাকর, চিত্র-বিক্রেতা, নট-নটী, গায়ক, বস্ত্রাদির রঞ্জক (dyer), গন্ধবণিক (dealer of scents) স্ত্রীজনের বসন ও ভূষণ বিক্রেতা, কুম্ভকার, (manufacturer of Pottery), রৌপ্যকর, রমণদূত (go-between), ঘটক, শৌণ্ডিক, কারুক ইত্যাদি। স্বামী ও পিতৃকারক, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, মাতামহী, স্বপত্নী, ভগ্নী, বেশ্যা-স্ত্রী (mistress) ও দাসী (maid-servant). All who deal with productions of beauty whether in form colour, sound or outline ; all who deal in flowers, perfumery, confectionery, drapery, millinery, toys, fancy goods and articles of luxury ; notables, men of rank, millionaires, university men, members of faculties, worldly-wise men, traders, and very handsome youths.

(৬) দোষগুণক্রিয়া :—

(ক) গুণ :—ক্রিয়াশক্তি, মার্জ্জিত রুচি, সৌন্দর্য্য, স্বরাদির ঐক্য-জ্ঞান (harmony), লাবণ্য, চারুতা (grace) শোভা, লালিত্য (elegance), বেদনা প্রভৃতির সূক্ষ্মবোধ (Sensibility], পুষ্টি, তুষ্টি, সংরক্ষণ (Preservation) প্রেম-প্রবণতা, সৌষ্ঠব (symmetry), সুখ শান্তি-প্রিয়তা, সঙ্গীত-সাহিত্য-বিজ্ঞান-কাব্য-রসাদির চর্চ্চা ইত্যাদি।

(খ) দোষ :—বিলাস ও রতিকেলি বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্তি, কামুকতা (Voluptuousness). "Vanity, desire for possession, sense of separateness, dissipation, self-centredness." নীচসঙ্গ-স্পৃহা, বিদ্যাবিহীনতা, সম্মান-বোধ-শূন্যতা ইত্যাদি।

(গ) ক্রিয়া :—উদ্বাহ, রতি, ধনলাভ, সুখভোগ, সর্ব্বপ্রকার বিলাস-বাসনার উপভোগ, প্রমদাসঙ্গ, যানবাহনে গমনাগমন ইত্যাদি।

(ঙ) দেবতা :——শচী, ভুবনেশ্বরী-মহাবিদ্যা ; পরশুরাম (অন্য মতে বরাহাবতার) ; জৈমিনী-মতে কমলা।

(৬) রস ——অম্লরস ; "Sweet and warm."

(৭) বর্ণ :——"দূর্ব্বাদলশ্যামল" (সারাবলী) ; শুভ্র (কোনমতে)। পাশ্চাত্যমতে "Sky-blue" অথবা indigo, primrose.

(৮) দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ :—গুহ্য, মুষ্কযুগল, নাসারন্ধ্র, স্পর্শেন্দ্রিয়, শুক্রধাতু।

"Internal generative organs ; the ovaries, the veins, the kidneys, the reins (i.e. the seat of affection and passion), the throat, the cheeks and chin."

(৯) ব্যাধি :——ধাতুঘটিত রোগ বহুমূত্র, মেহ, উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিত রোগ, প্রদর, শোথ ইত্যাদি।

ব্যাধি :———"Neck and throat complaints, enlarged tonsils, cysts, swellings, diptheria, renal disorders, syphilis, maladies arisi g from free living.

(H. Daath)

(১০) Lucky-stones &c—হীরক(বজ্র), মুক্তা, "cornelian sky-blue sapphire, all white stones"; তাম্র ও রৌপ্য—শুক্রের প্রিয়। রামবাকসের মূল-ধারণ শুভপ্রদ।

(১১) Lucky-numbers &c :—6 or figures giving a total of 6.

(১২) দিক, তত্ত্ব, গুণ,বয়স ইত্যাদি :—অগ্নিকোণ (S. E.), সত্ত্বগুণ, জলতত্ত্ব, বসন্ত ঋতু ; ষোড়শ বৎসর বয়স (পারিজাতে), মতান্তরে মধ্যবয়স, তোয়বর্গ, জলচর, চরগ্রহ, বিপ্রজাতি।

শ্বেত পট্টবস্ত্র-পরিহিত, কফধাতু, কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ, চারুদীর্ঘভুজ, স্থূল-বদন, স্থূল উরু, বিশাল নেত্র, শ্রেষ্ঠকান্তি, গজগামী, সুলোচন, উন্নত-নাসিকা, স্নিগ্ধদীপ্তি, দ্বিপদ, আদ্রতা উৎপাদক চতুষ্কোণ, স্ত্রীগ্রহ।

(১৩) ভাবাদিকারক :—কলত্র (৭ম ভাব) কারক ; সুগন্ধ, বস্ত্র, বাহন-ভূষণ-কারক, বীর্য্য ও কাম ইত্যাদির স্থির কারক। মন্ত্রী-কারক শুক্র।

প্রমাণ :—

(ক) "সুগন্ধংগৃহশুক্রাভ্যাং বস্ত্রবাহনভূষণং ।"

(খ) "অনঙ্গবিত্তপসিতৈঃ স্ত্রীসম্পদশ্চিন্তয়েৎ ।"

(গ) "পত্নীবাহনভূষণানি মদনব্যাপারসৌখ্যং ভৃগোঃ ।"

৫। বুধ। Mercury.

"রক্তান্তায়ত-লোচনো মধুরবাক দূর্ব্বাদলশ্যামল
স্তৃক্সারোঽতিরজোঽধিকঃ স্ফুটবচঃ পীন স্ত্রিদোষাত্মকঃ ।
হৃষ্টো মধ্যম-রূপভাক সুনিপুণো বৃত্তঃ-শিরাভিস্ততঃ ।
সর্ব্বস্যানুকরোঽতিবেশরচনো পালাশ-বাসো বুধঃ ॥"

রণবীরে ।

প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং ।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং ॥

যাহার চক্ষুর কোণ ঈষৎ রক্তাভ এবং চক্ষুদ্বয় যাহার আয়ত, যে মিষ্টভাষী, বর্ণ যাহার নব দূর্ব্বার (grass green) ন্যায়, শিরাল

ত্রিদোষাত্মক, দৃঢ়, ত্বকসার যাহার দেহ; রজোগুণের খেলা যাহার প্রিয়, স্পষ্টবক্তা, অনুকরণ-প্রিয়, সুনিপুণ, বেশভূষাপ্রিয়, সদাপ্রসন্ন, বিদ্বান্, (জাতক-পারিজাত), হরিদ্বর্ণ বসন-পরিহিত, গোলগাল, নাতি-সুন্দর বুধগ্রহ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রের নিকট সুপরিচিত। বুধগ্রহ প্রসন্ন না হইলে কোন বিদ্যাই আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। যে হেতু উক্ত হইয়াছে, "বাগীশ-বুধ-জীবেষু—নিৰ্ব্বিদ্যো নাশগেষু চ"; অর্থাৎ দ্বিতীয়-পতি, বুধ এবং গুরু এই তিন কারক গ্রহ অষ্টমাদি দোষ স্থানগত হইলে বিদ্যাবিহীন মনুষ্য হয়।

"In every nativity Mercury will represent the ego in physical manifestation, the actor playing the part allotted to him during each separate earthly existence, and at the close of each life Mercury represents the knowledge, gained as Memory, the cream of which is stored in Jupiter as Wisdom." [Alan Leo]

শুক্র-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, যখন দৈত্যগণ (infant humanity) মঙ্গলের শক্তিসমূহ (Lucifer spirits) দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিনষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, শুক্রাচার্য্য (Lords of Venus) তখন তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া নবজীবন দান করিতেন। এই দৈত্যগণের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ছিল তাহারা Lords of Mercury কর্তৃক দীক্ষিত হইত Rosicrucian teachings-এর প্রধান পাণ্ডা মহামতি Max Heindel সাহেব এতৎপ্রসঙ্গে যে আলোক প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য :—

"The most precocious among them were taken in hand by the Lords of Mercury, whose wisdom-

teaching is symbolically represented by the Caduceus * or "Staff of Mercury," consisting of two serpents twining around a rod and indicating the solution of the riddle of life, showing the pupil the spiral path of *involution* by which the divine spark has buried itself in matter, also the spiral path of *evolution* by which humanity will eventually again reach the Father's bosom, and the short road of *Initiation* represented by the central rod around which the serpents twine. But to understand these mysteries requires mind and reason.........So Mercury is really a focus through which the faculty of reason finds expression in the human being to act as a brake upon the lower nature and assist in lifting us from the human to the divine."

বুধগ্রহ চিন্তাশীলতার এবং যুক্তি-তর্কের কারক। মনস্বী ব্যক্তির পরিচয় তাঁহার চিন্তাশীলতায়। রজোগুণের অবস্থায় মন সততঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। বুধে এই রজোগুণের আধিক্য। বুধ গ্রহের ইংরাজী নাম Mercury; উক্ত নামধের তরল পদার্থ পারদ, এবং ঐ ধাতুর প্রকৃতির

* It is a herald's wand consisting of a rod of olive wood, symbolising the one eternal self around which are entwined two serpents, the symbol of wisdom.

অনুযায়ী বুধের স্বভাব। পারদ ছড়াইয়া পড়িলে সহজে তাহাকে সংগ্রহ করা যায় না। চিত্তও সেইরূপ। পারদ-সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের খনি হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণের নিষ্কর্ষ (extraction) সাধিত হয়। সেইরূপ Reason and understanding অর্থাৎ বোধের দ্বারা, মননের দ্বারা (বুধ=বোধন) জীব ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানরূপ সোনার তত্ত্ব-(রবি=স্বর্ণ ও আত্মা) জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সকলেই জানেন বুদ্ধদেবের অন্য নাম বোধিসত্ব। বোধ হয় বুদ্ধই বুধের দেবতা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

"Grey powder" এক প্রকার গুঁড়া পেটের পীড়ার ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। চা-খড়ি এবং পারদ খলে ক্রমান্বয় মর্দ্দিত হইলে ইহা প্রস্তুত হয় এবং পুনরায় acid সহযোগে পারদের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। এই রসায়ন-প্রক্রিয়া মানব-জীবনে জন্মে জন্মে যে সংস্কারের (memory) স্তূপ জমিতে থাকে তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জন্মে বুধগ্রহ (the Messenger) signifies "The memory of each individual." Like the grey-powder, "it corresponds to the separated memories of countless earth-lives, incarnations ; the chalk symbolising the material conditions of those lives." আবার যখন জীবনে বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতরূপ acidর রাসায়নিক ক্রিয়ায় chalk [চা খড়ি] দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ পারদকণাগুলির উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন "this corresponds to the synthesised memory of many lives which is one day attained, and which constitutes experience, being represented in the horoscope by Jupiter—Wisdom."

এই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

যেহেতু অর্জ্জুনের জীবন্মুক্ত অবস্থা হয় নাই এবং "the memory of many lives"র স্মৃতি মেঘাচ্ছন্ন।

পারদের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, ইহা অতি সহজে অন্য ধাতুর সহিত amalgam (মিশ্র পদার্থ) প্রস্তুত করে এবং তৎ তৎ ধাতুর ক্রিয়া বা শক্তির তারতম্য ঘটায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ Sodium amalgam বলা যাইতে পারে। বুধগ্রহেরও ঠিক এইরূপ ক্রিয়া। Mercury is a "convertible" planet, being affected according as it is aspected, or placed in relation to any other planet. A considerable portion of the correct judgment of a nativity is derived from a study of Mercury, its position, aspects, and progress, the tendency of the mind being easily seen from the sign which occupies at birth."

শনির সহিত বুধের যদি শুভ-সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে জাতকের চিত্ত লঘু হয় না, যাহা কিছু substantial and practical তাহাতে মন নিবিষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তি চিত্ত স্থির করিয়া জড়-বিজ্ঞানশাস্ত্রে (sciences) অথবা নিপুণ-বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু অশুভ হইলে, ক্ষুদ্রচেতা ও উৎপীড়ক (tyrant) হয়। It "spoils the mind."

তদ্রূপ শুক্রর সহিত শুভ-সম্বন্ধে আবদ্ধ বুধ চিত্তের মলিনতা দূর করে, নানা-বিষয়িণী প্রতিভা আনয়ন করে,

উন্নতমনা করে, হঠকারিতা দমন করে এবং দুঃখের দিনে তাহাকে একেবারে মুহ্যমান হইতে দেয় না। "Healthy, wealthy and wise" যদি কেহ হইতে চাহে ত, এইরূপ যোগই বাঞ্ছনীয়। অশুভ হইলে অতিশয় অন্যমনস্ক করে।

"Mercury in conjunction with Venus shows the heaven-born mind, which is the artistic, refined and pure love desire, Mental buoyancy and hopefulness are generally shown, social qualities are called out and manifested. It is a blend of intellect and feeling."

বুধাদিত্যযোগ—যদি বুধের ক্ষেত্রে অথবা রবিক্ষেত্রে হয় তবে বিশেষ শুভ। "It is most fortunate to have Mercury rise before the Sun at birth for he is the Light-bearer who holds the torch of reason before the spirit." (Max Heindel)

"Mental firmness, mental continuity, mental conservatism, and mental energy are shown. Some degree of pride is shown, some considerable appreciation of the sublime or dramatic." (Alan Leo,

বুধের সহিত হার্শেলের শুভসংযোগে—"an original independent and eccentric mind, impatient of the fetters of fashion, tradition and convention, Their ideas and ideals are exceedingly lofty, progressive and inspiring." অশুভসংযোগে "crank or "anarchist" জন্মগ্রহণ করে।

বুধের সহিত নেপ্‌চুনের শুভসংযোগে মানুষ "magnetic healer" অথবা অধ্যাত্ম-বিদ্যানুশীলন-তৎপর হয় এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা দর্শনলাভ করিতে পারে। অশুভসংযোগের ফলে "chaotic mind, liability to lack of memory, indolence" আনয়ন করে এবং মনুষ্য জুয়াচোর নিন্দুক প্রভৃতি হইতে পারে অথবা তাহাদের দ্বারা কষ্ট পায়। আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের জন্মিতে পারে।

বুধেন্দুযোগে "imagination and intuition increased; also mental sympathy and receptivity; there is much less continuity and firmness than with the sun but more plasticity, variety, change and adaptability."

ভৌমবুধযোগফলে "in undeveloped natures, the reason is constantly in danger of being swept aside by storms of passion, desire, anger, prejudice or self-will. Pride, harsh criticism, and fault-finding are sometimes shown, and there is a tendency to exaggeration and even untruthfulness." শুভ হইলে:—"Energy, ardour and a lively wit, "capable of quickly mastering a subject" "gives great quickness & nimbleness.

অতএব জন্মকালে বুধ যে গ্রহের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় সেই গ্রহের প্রকৃতি ও শক্তি বিশেষভাবে জীবনে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্ত্তমান যুগে Anglo-Saxon ও Teutonic জাতিদিগের অনুকরণে সর্ব্ব জাতিই জড়বিজ্ঞান, এবং Mechanical Sciencesর উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইয়াছে ও তাহার ফলে "tremendous strides are continually made in Science, invention, mechanics and everything

materialistic. The lower mind, when still comparitively untrained and unpurified insists on discrediting or rejecting any idea or argument which cannot be scientifically demonstrated or logically and correctly proved to the satisfaction of a legal mind. [Fresh Side-lights on Astrology, p. 55]

অতঃপর Intelligence বা Mental ability সম্বন্ধে Carter সাহেব (Encyclopædia of Psychological Astrology) বিশেষ আবশ্যকীয় কয়েকটা কথা বলিয়াছেন, তাহা দেওয়া গেল :—

"Mercury strong, while always giving excellent powers of expression, does not by any means always cause the native to be what is known as a brainy person. Many planets in Mercurial signs, however, usually do produce intellectual ability." কন্যা যদি লগ্ন হয় এবং মিথুনে যদি গ্রহগণের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে "mental tastes and an active mentally acquisitive mind" প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

"Much regard must certainly be paid to the 3rd House. Kant's horoscope shows the importance of the 9th in the same way, where the thought ranges further afield in a more speculative manner.

"A strongly aspected ascendant enables hard continuous work to be done.

"The moon afflicted by Saturn in the 3rd sometimes seems to cause real stupidity and lack of mental self-confidence.

"Mercury afflicted tends to faults of expression but not stupidity. Many planets in Gemini or Virgo but the 3rd house weak, denotes as a rule a keen but unproductive mind.

Mercury's position in the signs affects the quality rather than the degree of intelligence.

"Mercury is usually of great importance, because of its connection with figures and accounts. Saturn or moon afflicting it often gives a tendency to make mistakes.

"A prominent Saturn afflicting Mercury will often tend to destroy conversational power.

লগ্নগত অথবা দশমগত বুধ বিশেষ রূপে বক্তৃতা-শক্তি প্রদান করে এবং সৎসাহিত্যের স্রষ্টা করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে কতিপয় ব্যাধির সঙ্গে বুধের যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা বলিব।

(১) মঙ্গল অথবা হার্শেল কর্তৃক বিশেষভাবে পীড়িত বুধ স্নায়বিক উত্তেজনায় (nervous excitability) কারণ হয় এবং বধিরতা আনয়ন করে।

(২) উন্মাদরোগগ্রস্থ ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে প্রায় এই রূপ যোগ দৃষ্ট হয় যে, বুধ ও চন্দ্র শনি অথবা মঙ্গল কর্তৃক ক্ষুত-দৃষ্টি-যুক্ত, রবি ও হার্শেলের ক্ষুতদৃষ্টি-মধ্যগত, এবং দ্বাদশ বা তৃতীয় ভাব সহ সংশ্লিষ্ট।

নেপচুন square চন্দ্র বা হার্শেল অথবা শনি। ভৌম সহ নেপচুনের যোগ ও ভাল নয়।

(৩) মৃগীরোগীর কোষ্ঠীতে শনিভৌম-হার্শেল (রাহু ?) কর্ত্তৃক ক্রূরদৃষ্টি যুক্ত বুধের ৩।৬।৯।১২ স্থানের অন্যতম স্থানে অবস্থান দৃষ্ট হয়।

(৪) রিপুভাব-গত বুধ পাপপীড়িত হইলে আত্মহত্যার ঝোঁক আনয়ন করে।

হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের কারকতার তালিকা এইরূপঃ—

(১) "সন্ততি-শান্তি-বিনয়-ভক্তি-মতি-মাতুল-বান্ধব-জ্ঞাতি-গোত্র-সমৃদ্ধি গণিত-প্রজ্ঞা-বেদান্ত-বিদ্যাকারকো বুধঃ॥"

(২) "জ্যোতির্ব্বিদ্যা-মাতুল-গণিতকার্য্য নর্ত্তন-বৈদ্য-হাসভীঃ শ্রীশিল্পবিদ্যাদি কারকো বুধঃ॥"

অর্থাৎ গণিত-বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বাগ্মিতা, বৈদ্যশাস্ত্র (অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্র), বেদান্ত-বিদ্যা, নর্ত্তন (dancing), বিনয়, ভক্তি, মতি, মাতুল, পিতৃব্য, শিষ্য, বান্ধব, জ্ঞাতি, গোত্রবৃদ্ধি, প্রজ্ঞা, শ্রী, হাস (jollity) ভী (শঙ্কা), সন্ততি (ব্যাপ্তি), শান্তি ইত্যাদি বিষয় ও ব্যক্তির কারক বুধগ্রহ।—

নিম্নে বুধের কারকতা তালিকাভুক্ত করা হইলঃ—

(১) দ্রব্যাদি:—ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ-দ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য, oil seeds, রঞ্জকদ্রব্য (dyes), সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি (apparatus), কাংস্য (bell-metal), পারদ (quick-silver), চন্দন (sandalwood), বচ, অগরু, প্রিয়ঙ্গুলতা, কন্দ, মান, অপামার্গ, পদ্মরাগ বা পোখরাজ (topaz),

মরকত বা পান্না (emerald), ফলহীন বৃক্ষ, বিষতারকের মূল, অমৃতা হরীতকী, শ্যামবর্ণ পট্টবস্ত্র, alcohol, turpentine, simple syrup, calomel, papers, book, letters, pictures, industries, rail-road, telegraph materials, food, clothing, writing-desks.

(২) পশুপক্ষী:—বানর, কুক্কুর, কাঠবিড়ালী, শৃগাল, ময়না, শালিক, শুকজাতি, শশক ও কাক, অশ্ব।

(৩) ব্যক্তি:——ছাত্র, উকিল, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্জ্ঞ, পণ্ডিত, ব্যবস্থাপক, গ্রন্থকর্ত্তা, মীমাংসক, শিক্ষক, (teacher), লেখক (clerk, writers) বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, গন্ধর্ব্ববিদ্যানুশীলনকারী, শিল্পজ্ঞ (artist), জহুরী, রঞ্জনকারী (dyers), চিত্রকর, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ কুহকজীবী, বিদূষক, নৃত্যগীতবাদ্য-ব্যবসায়ী, সংযোগ কার্য্যজ্ঞ (agents &c), বাজীকর, ব্যাখ্যাকার (notemakers), চোর, lecturer, debater, orator, preacher, secretary, attorney, amb-assaader, advocate, tailor, messenger, merchant, commissioner, and those connected with education, examination, publishing, means of transit (railways and post-office &c), registrar, accountant, scientist, interpreter, reporter, author, editor, forger, pickpocket &c.

(৪) দোষগুণক্রিয়াঃ—প্রজ্ঞাবান, সুধী, সুপণ্ডিত, ন্যায়জ্ঞ, নিপুণ, বিজয়ী, বালকের ন্যায় কল্পনাপটু (খেয়ালী), অতি হাস্যযুক্ত, রহস্যনিপুণ, নিত্যহৃষ্ট, ক্রয়-বিক্রয়শীল।

মিথ্যাবাদী, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রতারক, বাচাল, উন্মাদ, চোর, ভাঁড়; Every kind of roguery, dishonesty, cunning, swindling and chicanery.

(৫) ব্যাধি ও অঙ্গাধিকার :- ত্বক, পাণি, জিহ্বা, mental faculties, nervous system, hands, tongue, breath, brain, mouth, speech, memory.

শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, জিহ্বারোগ, বমনরোগ, মূকতা, তন্দ্রা, স্মৃতিহীনতা, ক্ষিপ্ততা, অস্ফুট-বাক্য; all cerebral or nervous diseases, neuralgia, madness, impediments in speech, trembling, delirium, respiratory troubles, stammering and imperfections in the tongue, defects of memory.

(৬) দেবতা :— —বিষ্ণু, ত্রিপুরাসুন্দরী। বুদ্ধ অবতার, মতান্তরে বামন।

(৬) রসবর্ণ ইত্যাদি :—মিশ্ররস, হরিৎবর্ণ, yellow; কোনমতে azure-blue.

(৯) Lucky stones, numbers & colours :—

Topaz : opal : light-grey : 5.

(৯) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স, ইত্যাদি :—উত্তর দিক, ক্ষিতিতত্ত্ব, রজোগুণ,

শূদ্র (অথবা বৈশ্য); গ্রামচর, কুমারাবস্থা, জীবগ্রহ, জলগ্রহ, নপুংসক।

(১০) ভাবকারক:—৪র্থ ও ১০ম ভাবের কারক—

"বিদ্যাবন্ধুবিবেকমাতুলসুহৃৎবাক্ কর্ম্মকৃৎ বোধনঃ"

৬। বৃহস্পতি। Jupiter.

ঈষৎ-পিঙ্গল-লোচনঃ শ্রুতিধরঃ সিংহাব্জনাদঃ স্থিরঃ।
সম্বাঢ্যঃ শুচি-শুদ্ধ-কাঞ্চনতনু পীনোন্নতোরস্থলঃ॥
হ্রস্বো ধর্ম্মমতি বিনীত-নিপুণো বৃদ্ধোর্দ্ধভুগঃ ক্ষমী।
আপীতাম্বরভূঃ কফাধিকতনু মেদপ্রধানো গুরুঃ। রণবীরে।

বৃহদুদরশরীরঃ পীতবর্ণঃ কফাত্মা
সকলগুণসমেতঃসর্ব্বশাস্ত্রাধিকারী।
কপিলরুচিকচাক্ষঃ সাত্ত্বিকোহতীবধীমান্
অলঘু-নৃপতি-চিহ্ন-শ্রীধরো দেবমন্ত্রী॥ পারিজাতে।

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং।
বন্দ্যাভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥

কনক কান্তি, ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম কুঞ্চিত কেশযুক্ত, শ্রুতিধর, (অতএব অসাধারণ মেধাবী) সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সকলগুণসম্পন্ন, পরম ক্ষমাশীল, দিব্যলক্ষণ-সংযুক্ত, অসাধারণ ধীশক্তি-বিশিষ্ট, পরমধার্ম্মিক ও বিনয়ী ও সাত্ত্বিকপ্রকৃতি—এবং ধীরস্থির ও গাম্ভীর্য্যযুক্ত, শ্লেষ্মাধিক-প্রকৃতি মেদসার (corpulent), পীতাম্বর, স্থাবর, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরবিশিষ্ট, বিশালোন্নত ললাট ও বক্ষঃস্থল, ক্ষুদ্রগ্রীব, হ্রস্ব, অথচ বৃহদাকার বৃহস্পতি—সকল দেবগণের পূজনীয় আচার্য্য ও মন্ত্রী এবং ত্রিলোকের অধিপতি স্বরূপ—তাঁহাকে আমরা ভক্তি-বিনম্রচিত্তে প্রণাম করি।

পাশ্চাত্যদেশে প্রাচীনকালে তাঁহার কিরূপ পূজা হইত, প্রথমে তাহাই বলিব।

"In the Greek mythology, the name Jupiter signifies "the radiant light of Heaven." He was the gatherer of thundered clouds and snows, the dispenser of gentle rains and winds; moderator of light, heat and of the seasons. He was conceivod by the Greeks, as riding in his thunder car, lashing his enemies with bolts of lightning. He was said to wear a breast-plate of storm-cloud, fearful to behold; his special messenger was the Eagle."

(Mrs. L. Homes of the Astrological Society, New York, vide Astrological Bulletina, 1917 p. 210)

"In Roman mythology he was supreme deity and identified with the Greek God Zeus; everything except the "Fates" were subservient to his

will and mankind received both blessings and miseries through him."

"He was the Scandinavian Thor and Ammon of Egypt. By ancient astrologers he was termed the "greater fortune" and his influence was considered very benign and propitious.

(How to judge a Nativity.)

গুরুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যক। বুধ শুক্র ও গুরু এই গ্রহত্রয় হইতে শাস্ত্র-চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য প্রভৃতির চিন্তা করা হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বুধ মানসিক শক্তি, intellectuality বা mentalityর কারক। উক্ত গ্রহ হইতে power of expression অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিবার শক্তি, তর্কযুক্তি দ্বারা মতবিশেষ খণ্ডন বা স্থাপন এবং সাধারণতঃ materialistic সাহিত্য ও বিজ্ঞান—এই সমুদয় বুধ-গ্রহের দান। এতৎ-প্রসঙ্গে মহামতি Max Heindel যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমার বক্তব্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হইবে বলিয়া এই কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"From the Lords of Venus we received the priceless gift of love which links humanity in the tenderest affection of varying degrees and makes life beautiful. From the Lords of Mercury we received the no-less valuable gift of mind which enables us to conquer the material world and provide ourselves with the comforts of life, but something

more is needed. Feeling without knowledge is incomplete and intellect, even though it be as sharp as a razor, is of no account when it is devoid of love. It, therefore, follows that only by the *wedding of love and intellect can wisdom be born.* Only when the mercurial faculty of mind is tempered, by heart-born faculty of love generated by the Venus-ray, is wisdom born of the union. And this is the quality which the planetary spirit of Jupiter is seeking to infuse into mankind to aid them in their spiritual evolution that they may rise above the material plane and soar to higher spheres. Therefore the Jupiterian ray makes people human, honourable, courteous, refined, generous, law-abiding, religious, cheerful, and optimistic."

এক্ষণে Max Heindel সাহেবের সারগর্ভ তথ্যের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অমিয়নিমাই-চরিত একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। নবদ্বীপের তথা বাংলার ধ্রুবতারাস্বরূপ, প্রেমের অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রথম জীবনে intellectual greatness বা মানসিক উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট ইতিহাস দেখিতে পাই। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ন্যায়-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি একে একে অতি প্রবীণ পণ্ডিতগণকে ও তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এমন কি অজেয় ও তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-ভারতী ও তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিকট নতশির হইয়াছিলেন। মানবতার ক্রমবিকাশের এই

ইতিহাস টুকু কেবল বুধের সম্যক প্রভাবের পরিণাম-ফল। এই ধর্ম্ম-হীন জ্ঞান "পুষ্পবিহীন পূজাআয়োজনের" ন্যায়। নিমাই-জীবনে যখন প্রেমের পূতধারা প্রবাহিত হইল, যখন হরিনামের মহিমা তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিল, তখন তাঁহার এই পাণ্ডিত্য-যশোলিপ্সা ও উন্মাদনা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। রজোগুণের এই খেলা পরিহার পূর্ব্বক "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" নিরাট পণ্ডিত" জীবে দয়া ও নামে রুচি" ইত্যাকার অমূল্য সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর তাঁহার জীবনে গুরুদেবের (বৃহস্পতি অর্থাৎ the Redeemer) প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকট হইল। রাশিস্বভাব-বর্ণনাধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বুধের তুলারাশি কন্যাই জীবের পক্ষে "স্পর্শ" (embrace) স্থান। অর্থাৎ material comforts and experienceর বিষয়গুলিতে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া মানবাত্মা তুলারাশির তুলাদণ্ডে যখন তাহার ক্ষতি-লাভের পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার মনে ঘাতপ্রতিঘাত-জনিত দারুণ "বেদনার" সৃষ্টি হয়। যেহেতু ভ্রমসঙ্কুল সংসার-বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান অবিদ্যামূলক এবং ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সহিত তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর। ভাব-প্রবণতা (feelings, emotions sensations) যে শুক্রের দান তাহা ইতিপূর্ব্বে Max Heindel সাহেবের উক্তি মধ্যে দেখিয়াছি। যে "স্পর্শ" কন্যায় আরম্ভ, তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা তুলারাশির প্রভাব-ফলে তাহা "বেদনায়" পরিণত হয় এবং উক্ত ঘনীভূত "বেদনা" পরবর্ত্তী রাশিতে (বিছা) "তৃষ্ণা" (desire) রূপে প্রকাশিত হয়। "This is the great battle-ground where soul must wage its great fight over Desire." পরে নবজীবন (regenerated) লাভ করিয়া গুরুর কৃপায় ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করে।

যখন রাশিচক্র-পরিভ্রমণ শেষ হইয়া আসে, তখন সংসার-পথের পথিক তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই গুরূপদেশ-অনুসারে জগদ্‌গুরুকে [The world Teacher অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বুদ্ধ-রামকৃষ্ণ অথবা the Christ বা মহম্মদ] প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত পদবাচ্য হয়। রাশি-চক্রের যে অংশে ইহার সম্ভাবনা হয়, তাহাকেই মীন রাশি কহা যায়। ইহাই দ্ব্যাত্মক জলরাশি অর্থাৎ the boundless ocean of love and sympathy ; এই রাশিই দৈত্যগুরু শুক্রের বা কমলার শ্রেষ্ঠস্থান বা তুঙ্গস্থান। এইখানেই পরমজ্ঞানী, মায়ামোহের অতীত The Redeemer দেবাচার্য্য বৃহস্পতির * (হরিহরের) নিজক্ষেত্র। ইহাকেই "Avalon—the vale of peace" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বুধের ক্ষেত্র মিথুনরাশির opposite sign অর্থাৎ সপ্তম রাশিই গুরুর ক্ষেত্র ধনুরাশি এবং কন্যার opposite মীনরাশি। বুধের প্রাধান্য খর্ব্ব না হইলে জ্ঞানের (প্রকৃত তত্ত্বের) উদয় হয় না। অথচ the planet of Reason (বুধ) অধিকৃত না হইলে, the planet of wisdom কে (গুরুকে) পাওয়া যায় না।

Fresh Side-lights on Astrology (p. 37) তে লেখা আছে:—

"The Sign Pisces is the universal solvent where all separateness ceases and the Soul recognises the unity of all. It is also the last sign of the twelve denoting that the Cycle of the earthly

* "গুরুেণ লক্ষ্যাং। গুরুণা সাম্ব শিবে।" জৈমিনী।

pilgrimage has been accomplished; and the next step is when the soul becomes one with the Divine. Again Pisces is said to mean Light."

এক্ষণে কর্কটরাশিতে গুরুর তুঙ্গস্থান কেন বলা হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব :—

"Jupiter is exalted in Cancer, the house of the Moon, for the seed-atom which furnishes the body of the incoming Ego is projected by the Moon into the sphere oi Cancer (কালপুরুষের হিসাবে ইহাই জননী-ভাব বা ব্রহ্মের মহৎ-যোনি) but Jupiter represents the spiritual part and therefore he presides at the ingress of the Ego itself into the body. [The Message of the Stars, page 277]

জ্ঞানের এই পরিণতি-ফলে জীবের মৃত্যুকালে সর্ব্বদেশের ধার্ম্মিক গণের প্রার্থনীয় যে গতি লাভ হইয়া থাকে, গীতাশাস্ত্রে (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাহা বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু মহাশয় উক্ত অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক ব্যাখ্যা-কালে এই কয়টী কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রনিধান-যোগ্য।

"শ্রুতি অনুসারে এই প্রাণই হিরণ্যগর্ভ। জ্ঞানই প্রাণশক্তির শেষ অভিব্যক্তি। জ্ঞানই আধ্যাত্মিক তেজঃ-আলোক, বিজ্ঞানাত্মাই ব্রহ্ম। সাধনা-বলে জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হয়, 'রয়ি' তত অভিভূত হয়। মৃত্যুকালে সাধকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইলে, সৌরমণ্ডলস্থ সেই পরম-দেবতার আলোক তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। প্রসিদ্ধ জার্ম্মানযোগী সুইডেনবর্গ (Sweedenburg) এ তত্ত্ব বুঝাইয়া ছিলেন।

এই জন্যই বলা যাইতে পারে যে,

"Jupiter is a representation of the "higher mind in man, not as pure *reason* but as innate *wisdom*, expansive, unifying, and harmonising. It holds within it the higher powers and instincts of the soul to a far greater degree than can be manifested through the physical brain to-day."

ইতিপূর্ব্বে বুধের ও শুক্রর কারকতার তুলনা করা হইয়াছে। এক্ষণে শনির সহিত সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। শনিকে the planet of sorrow (দুঃখের কারক) বলা হইয়া থাকে, তাহার কারণ, পক্ষপাতশূন্য কঠোর ন্যায়দণ্ডের পরিচালক শনি। যে ভাবে শনি থাকেন, তদ্ভাব-জনিত দুঃখের আস্বাদ মানুষকে পুনঃ পুনঃ লইতে হয় এবং এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতে আত্মার মধ্যে যেটুকু খাদ থাকে তাহা গলিয়া যায়।—

"Thus Jupiter is concerned with the transcendental world, while Saturn is engaged in all that is materialistic and essentially practical or demonstrable. Hence Saturn inclines to form or ceremony, and all external methods of worship, Jupiter to devotion through service, benevolent actions and pure sympathy. Saturn represents justice, stern and rigid impartiality; Jupiter mercy, forgiveness and compassion."

"Saturn depresses the mind and makes it more

serious ; his cold, calculating reason misses no flaws in any scheme ; honour, chastity and justice all come from Saturn. তুলারাশি এই জন্যই শনির তুঙ্গস্থান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৃহস্পতির অনুকম্পা না হইলে বিজ্ঞতা (wisdom) এবং প্রকৃত ধর্মভাব লাভ করা যায় না।—আবার বৃহস্পতির সহিত যদি শনির উত্তম সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, "সুখ-দুঃখ দিয়া ছানিয়া", মানব ধর্মের বিমল-জ্যোতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে, এই উভয় গ্রহের প্রভাব বিশেষরূপে প্রয়োজন। জাতক-কৌমুদীর গ্রন্থকার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়—এতৎ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৪-৫) তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য :—

"শনির আধিপত্যে মানবের ধর্মভাব প্রচলিত মতের বিরোধী হয় বলিয়া শনিকে সন্ন্যাস কারক কহা গিয়া থাকে। শনির যোগ ভিন্ন সাধক কখনই কঠোর তপস্বী হইতে পারেন না।"

এইস্থলে বুধশুক্রশনি এই গ্রহত্রয়ের Symbolর দ্যোতনা বুঝিতে চেষ্টা করিব —একটী অর্দ্ধবৃত্ত (half circle), বৃত্ত (circle) এবং (+) cross যদি পর পর স্থাপিত হয় তাহা হইলেই বুধের symbol হয়।

"In fact, a sort of wing as it were is placed upon the planet of love (শুক্র) and it can now soar very high through love and spreading love.

"Then comes the Satan or the tempter, the critic, the cold reasoning and calculating intellect, the most self-centred personality called the Saturn, in which we find the cross over the half-circle i. e.

the matter (+) has trampled under foot the half-circle or mind. In Jupiter the half-circle (mind) is over the cross i.e. to say the mind has once again arisen out of the limitation of matter and struggling through the realm of experience, the ego is now instinct with compassion, stretching its helping hand to all who are fighting against the bondage of matter i.e. the suffering humanity."

Planetarian (The Mars Book) বৃহস্পতির কারকতা সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ কথা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিলামঃ—

"They will never prosper or feel comfortable in mean or sordid surroundings. They appreciate good food and will not tolerate badly-cooked or cheap things. They like light and brightness, but not in excess. They do not care much for travel, but are quite good at pioneer work. They are usually very lucky in money-getting, though generally they have to work for it. They seldom have to work in vain. They make good managers of a business and speedily reach, through their integrity, soundness, honesty of purpose, and kindness of disposition to a higher position. They are slightly prone to rheumatism and therefore should

not go to very cold climates. A Jupiter person should never wear red or black. If they have ornaments, they must be of gold or platinum (but not silver). Their lucky colours are purple and mauve and their bright jewel is an amethyst. They are very fortunate in rubber plantations."

[হিন্দুমতে পোখরাজ topaz ধারণ বিশেষ শুভ]

Professions—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার (consulting Physicians and exponents of prophylacting systems) মন্ত্রী (ministers), আইনজ্ঞ, trustees, judges, Stockর দালাল পোদ্দার, (bankers, merchants &c) judicial departmentর কার্য্য, ব্যবস্থাপক (legislator) মধ্যস্থব্যক্তি, ধর্ম্মযাজক (churchmen) travelling, shipping, vehicular traffic, hospitals, charitable institutions প্রভৃতির সহিত যাহাদের সংস্রব আছে তাহারা, বিদূষক ও পুরাণাদি শাস্ত্রের উপদেষ্টা বা কথক, ব্যাকরণ, philology ও philosophyর গ্রন্থকার বা অধ্যাপক এই সকল গুরুর আনুকূল্যে হইতে পারে। এক্ষণ আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বৃহস্পতির কারকতা যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বলিতেছি ঃ—

"স্বকর্ম্ম-যজন-দেব-ব্রাহ্মণ-ধনগ্রহ-কাঞ্চন-বস্ত্র-পুত্র-মিত্রান্দোলনাদি কারকো গুরুঃ।" পরাশর মতে।

"বাক্‌ধোরণীমন্ত্ররাজতন্ত্রনৈষ্ঠিকগজতুরঙ্গযাননিগমবোধকর্ম্মপুত্রসম্পজ্জীবনো পরকর্ম্মযোগসিংহাসনকারকো গুরুঃ॥ সর্ব্বার্থচিন্তামণৌ॥

অর্থাৎ বাক্য, ধোরণী (জনশ্রুতি), রাজতন্ত্র (administrative),

নৈষ্টিক (devoted), স্বকর্ম্ম (অধ্যাপনা ইত্যাদি), যজন (যজ্ঞাদিকর্ম্ম), নিগম (বেদ ও তন্ত্রাদিশাস্ত্র), বোধ (understanding), কর্ম্ম (দশমভাববিষয়ক) পুত্র (সন্তানবিষয়ক), সম্পদ (wealth অর্থাৎ ধনভাব বিষয়ক), জীবনোপায়, আন্দোলন (অনুশীলন ?), মিত্র, দেব, ব্রাহ্মণ, গজ, অশ্ব, যান (vehicles), সিংহাসন, যোগ-সাধনা ইত্যাদি বিষয়ের ও বস্তুর কারক বৃহস্পতি গ্রহ।

বৃহস্পতির সহিত অন্যান্য গ্রহের সংযোগে কিরূপ ফলাফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা রব্যাদিগ্রহের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চাৎ দ্বিগ্রহাদির যোগজফল বর্ণনাধ্যায়ে আরও সবিস্তারে বিবৃত হইবে। এখানে গুরু-শনিযোগে যেরূপ ফল হয় তাহা বলিব।

বৃশ। শূরো বিভব-সমৃদ্ধো নগরাধিপতির্জনেন্দ বশস্বী চ।

শনিজীবয়োঃ প্রধানঃ শ্রেণী-সভাগ্রাম সমূহানাং সারাবলাং।।

অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শনির যোগে শূর (brave), সমৃদ্ধিশালী, নগরের অধিপতি, যশস্বী এবং শ্রেণীবিশেষের, সভা বা গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হয়।

বৃহজ্জাতকমতে গুরুশনি-যোগে মানব ক্ষৌরকর্ম্মে পটু, কুম্ভকার অথবা সূপকার হয়। জাতক-পারিজাত-মতে শিল্প কর্ম্মে পটু হয়।

গুরুর কারকতার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) দ্রব্যাদি :——স্বর্ণ, দস্তা (zinc), জীবন্তী হরীতকী, বাদাম, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কুস্কুম, পীত ধান্য, হোম, ছত্র, ধ্বজ, চামরাদি রাজোচিত উপকরণ, শৈলজ গন্ধৌষধি, লতাজাত বস্তু, মুগ, কলাই, সৈন্ধব লবণ, টগর পুষ্প, আতর, রথ, আন্দোলিকা, দারু হরিদ্রা, অশ্বত্থ, olive

oil, fats, tin (metal), chocolate, champagne, পীত পটবস্ত্র, মাণিক্য, পুষ্পরাগ (topaz), মুক্তা, রৌপ্য (স্বগৃহগত হইলে) বামনহাটির মূল, cascara sagrada, balsams, dandelion, agrimony, fig tree, thistle, aniseed, asparagus জীবন্তী হরীতকী।

(২) পশুপক্ষী :—গাভী, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সারস, শঙ্কর চিল, চাতক, পীতবর্ণ শুকপক্ষী।

(৩) ব্যক্তি :——ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, শাস্ত্রবেত্তা, ধর্ম্মযাজক (priest), বিচারক, দণ্ড-প্রণেতা (legislator), পুরোহিত, নীতিজ্ঞ, মন্ত্রী (minister অথবা Councillor), পুরবাসী, বেদান্তবিৎ (philosopher), অভিচারপটু ব্যক্তি, ঋণদাতা, বিদূষক, ভণ্ড, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী, ব্যবহারজীবী (lawyers).

Divines, Judges, the prophet, senators, bankers, merchants, collegians, professors, doctors of the civil law, scholars, consulting physicians, councillors, woollen merchants and dealers of provisions, the nobility, the philanthropist, exponents of prophylactic systems, and higher forms of education, persons connected with charitable institutions, shipping and the vehicular traffic, asylums and prisons,

(৪) যোষগুণ ক্রিয়া—(ক) গুণ:—বিনয়, ক্ষমা, প্রজ্ঞা, সাত্ত্বিকভাব, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, ধর্ম্মপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সচ্চরিত্র, দানশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, মৃদুভাব, বিশ্বাসপরায়ণতা, উচ্চাভিলাষ সরলতা, সদানন্দ-প্রকৃতি, সকলের সহিত মিত্রভাব, এবং কলহে অপ্রবৃত্তি।

"Manly, noble, intuitive, social, sober, of excellent manners, courteous, honest, liberal, prudent, hating all mean and sordid nature; hot, moist airy, temperate, fruitful, expansive, unifying and harmonising."

(খ) দোষ:——অতিশয় অভিমান, অপরিমিত ব্যয়, গোঁড়ামী বা ভণ্ডামি, forms বা ceremonies (দেশাচার বা আনুষ্ঠানিক বিষয়ে) প্রতি অতিশয় আস্থা প্রদর্শন, কপটাচার (hypocrisy) এবং love of sport and pleasure, প্রগলভতা এবং অভিযোগানয়ন কার্য্যে তৎপরতা।

(গ) ক্রিয়া:—পদোন্নতি, দেহের ও মনের পুষ্টি, সম্মানলাভ, অর্থ-লাভ, সামাজিক ঘটনা (events), গৌরব-বৃদ্ধি, আধিপত্য (supremacy) শ্রীবৃদ্ধি (advancement), সৌখ্যতা, যানবাহনপ্রাপ্তি, বস্ত্রগৃহধান্যাদিবস্তু-প্রাপ্তি, ধর্ম্মে মতি, তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সা, সন্তানাদিবংশবৃদ্ধি ইত্যাদি, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, তীর্থগমন, যজ্ঞকর্ম্ম।

(৫) দেবতা :—ইন্দ্র, তারা মহাবিদ্যা, বামনাবতার অথবা বলরাম। "গুরুণা সাম্বশিবে"—অর্থাৎ মহর্ষি জৈমিনী বৃহস্পতির কারকতা হইতে হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তিচিন্তা করিতে বলিয়াছেন।

(৬) রস :—স্বাদুরস; "Sweet and fragrant".

(৭) বর্ণ :—সুবর্ণবর্ণ; "light blue, violet or purple."

(৮) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ :—বসা, মেদ, বা চর্ব্বি। "the right ear, the thighs, the hams, arteries, liver, sometimes the lungs, the organ of smelling." "Jupiter rules the adrenals and arterial circulation."

(৯) ব্যাধি :—শ্বাসযন্ত্রের রোগ, তালুর রোগ, বমন, উদরাময়, শ্বাসরোগ, (হাঁপানি), গুল্মরোগ, যকৃতের দোষ, মেদবৃদ্ধি, ন্যাবা (jaundice).

"Diabetes, albuminoria, boils, abscesses urea and uric acid in the urine, blood poisoning, hyperæmia, apoplexy, tumours, morbid growths, sthenic plethora, liver disorders, pleurisy, localised swellings, adipose sarcoma, diseases of the pancreas &c."

(১০) Lucky stones &c. পোখরাজ, মুক্তা; স্বক্ষেত্রগত বৃহস্পতি থাকিলে সুবর্ণ—শুভ। বামনহাটির মূল ধারণ ও ভাল।

(১১) Lucky numbers &c. :—3 or figures giving a total of 3.

(১২) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স ইত্যাদি :—ঈশানকোণ (N. E.), আকাশ তত্ত্ব, সত্ত্বগুণ, ব্রাহ্মণ (৫৭-৬৮ বৎসর বয়স); গ্রামচর, তোয়খগ (বিশেষ যদি জলর্ক্ষে গুরু থাকেন) পীতপট্টবস্ত্র, খর্ব্বাকৃতি, সুস্বর-বিশিষ্ট, দীর্ঘ কপাল স্থূলকায়, গজদন্তযুক্ত, কুঞ্চিতকেশ, পিঙ্গলচক্ষু, ক্ষুদ্র গ্রীবাযুক্ত, বিশালবক্ষঃ, পুরুষ গ্রহ ।

(১৩) ভাবাদিকারক :— ২।৫।৯।১০।১১শ—এই সকল ভাবের স্থির-কারক। বৃহস্পতি হইতে পুত্র, বিদ্যা শ্রী, সুখ, পিতামহ এবং স্ত্রীজাতকে পতিচিন্তনীয়, প্রমাণঃ—

(ক) "প্রজ্ঞাবিত্তশরীর-পুষ্ট-তনয়জ্ঞানানি বাগীশ্বরাৎ"

(খ) "জীবেন চিন্তাত্তু সুখস্ত কার্য্যা ।"

(গ) "জীবাত্মজস্থানতঃ পুত্র প্রাপ্তিঃ ।"

(ঘ) "ভাগ্য-প্রভাব-গুরুধর্ম্মতপঃশুভানি সঞ্চিন্তয়েন্নবম দেবপুরোহিতাভ্যাং ।"

৭। শনি। Saturn.

"পিঙ্গো নিম্ন-বিলোচনঃ কৃশতনু দীর্ঘঃ শিরালোহলসঃ
কৃষ্ণাঙ্গঃ পবনাত্মকোঽতিপিশুনঃ স্নায়ুন্বিতো নির্ঘৃণঃ।
মূর্খঃ স্থূলনখ-দ্বিজোঽতিমলিনো রুক্ষোঽশুচিস্তামসো
রৌদ্রঃ ক্রোধপরো-জরাপরমতিঃ কৃষ্ণাম্বরো ভাস্করিঃ" ॥ রণবীরে ॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া-গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং ॥"

আর্য্যজ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে শনির বর্ণনা এই প্রকার :—

দীপ-শিখার ন্যায় আভাযুক্ত কোটরগত-চক্ষু, কৃশশরীর অথচ দীর্ঘদেহ, শিরাপ্রধান, আলস্যপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বায়ু-প্রধান, অতিশয় খলপ্রকৃতি, স্নায়ুমণ্ডিত, মূর্খ, স্থূলনখ ও দন্তবিশিষ্ট, আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জ্জিত, মলিন-স্বভাব নির্দ্দয়, কর্কশপ্রকৃতি, তমোগুণসম্পন্ন, উগ্রভাবযুক্ত, ক্রোধপরায়ণ, বৃদ্ধের ভাবাপন্ন, এবং কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র-পরিহিত, ছায়াতনয়, শনিগ্রহকে আমরা ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি।

উপরে শনির বর্ণনা যেরূপ করা হইল, তাহাতে উক্ত গ্রহের ভয়ঙ্কর দিক্‌টাই দেখান গেল। কিন্তু শনি দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ আনয়ন করে। ভৌমাদি-শক্তির আবর্ত্তে অনভিজ্ঞ মানব যখন আকণ্ঠ জীবন-সুধা পান করিতে থাকে,

তখন অন্তরের দেবতার মৃদুগুঞ্জন সে শুনিতে পায় না অথবা চায় না। তখন সেই সুধা-মধ্যে যে গরলের সৃষ্টি হয়, তাহা পদে পদে উপলব্ধি করাইবার জন্য শনি মহাগ্রহের ভীষণ কশাঘাত প্রয়োজন হয়।

"While we yield to the unchecked Mars impulses our lives are too turbulent to admit of communion with the Higher Self, but when the sorrows of Saturn have chastened the unruly spirit, then we may hear the Voice that shall speak peace after the storm." শনির স্কুলে যাহারা ভর্ত্তি হয়, তাহারা "আদুরে গোপাল" হইয়া বাহির হয় না। "He punishes us until he has brought us to our knees to pray to our Father in Heaven for forgiveness and strength to overcome our lower nature." এইজন্যই শবরূপ মহাদেবের বক্ষোপরি সংস্থিতা করাল-বদনা অথচ বরাভয়প্রদা ও সর্ব্ব-কামও সমৃদ্ধিদাত্রী দক্ষিণা-কালী-মূর্ত্তিই শনির দেবতা বলিয়া ঋষিগণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

শনির ইংরাজী নাম Saturn, বোধ হয় Hebrew শব্দ Sater (অর্থাৎ গোপন করা) হইতে উৎপন্ন। A. J. Pearce সাহেব বলেন যে বৃদ্ধ বয়স এই অর্থে Sheb শব্দ হইতে শনির নামের উৎপত্তি এবং "Shebo signifies, also, to be full or have plenty, in allusion to Saturn's rule over the produce of the earth." এইজন্য শনি বার্দ্ধক্যের কারক এবং কৃষিকার্য্যের ও কারক। Chaldea দেশে শনি ধ্বংসকর্ত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং শিশুরিষ্টির প্রধান কারক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। Lempriare সাহেবের মতে "Saturn always devoured his sons

as soon as born," এবং এই জন্ত গ্রীকগণ তাঁহাকে Kronos বলিয়াছেন। Coulson Turnbull সাহেব বলেন "He is the Greek Kronos, who jealous of the acts of his five children (five senses) devours them, but gives them rebirth again, after teaching them his power, and their dependence". তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, "He awakens a knowledge of fixed principles of law and teaches to us that things are not what they seem. He stands as Peter before the gates of Heaven—illumination; the soul in this stage of its journey must perceive truth from the illusions of form. Bitter are the experiences of man when Saturn's beams afflict, many a trial of patience, many a sorrow born in silence, known only to the afflicted."

Zadkiel (Handbook of Astrology vol I., page 17) সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, "মঙ্গলের ক্রিয়া যেন ঠিক প্রচণ্ড জ্বরের মত তীব্র, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। শনির আক্রমণ ঠিক ক্ষয়রোগের মত অতি মন্থরগতি, কিন্তু মানুষের শত চেষ্টায়ও তাহা নিবারিত হয় না।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে শনি ঠিক দশম বা চতুর্থ ভাবের স্ফুটের উপর অবস্থিত হইলে, অথবা লগ্নগত (যদি লগ্নই আয়ুঃপ্রদাতা হয়) কিম্বা সপ্তমভাব গত হয় এবং শুভদৃষ্ট-যুক্ত না হয়, তাহা হইলে শিশুর পক্ষে প্রবল রিষ্টকর হইয়া থাকে। রবি অথবা চন্দ্র যদি আয়ুঃপ্রদাতা (hyleg) হন, এবং শনির পূর্ণদৃষ্টি-মধ্যে পতিত হন, তাহা হইলেও শিশুর প্রাণসংশয়-কর হইয়া থাকে। (অবশ্য শুধু এই যোগ শিশু-রিষ্টির

পক্ষে যে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা অভিজ্ঞ জ্যোতিষী মাত্রেই অবগত আছেন। লগ্নে শনি থাকিলে (তুলা মকর কুম্ভ ভিন্ন রাশিতে) জাতকের জীবনে নানা দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয় এবং পতন, আঘাত (blows and bruises হাড়ভাঙ্গা, বাত, দৌর্ব্বল্য শ্লেষ্মাজনিত পীড়া প্রভৃতি আনয়ন করে। জন্ম-কুণ্ডলীতে শনির অশুভ আধিপত্য থাকিলে "melancholia, epilepsy, ague, dropsy, jaundice toothache, nervous disorders, deafness, gout, rheumatism, consumption ইত্যাদি রোগের হেতু হয়। Claudius Ptolemy'র অভিজ্ঞতানুসারে বলা যায় যে, Saturn when oriental, acts on the personal figure by producing a yellowish complexion and a good constitution with black and curled hair, a broad and stout chest, eyes of ordinary quality, and a proportionate size of body. Should he be occidental (অর্থাৎ দশমভোগ্যাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমভাব অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থ ভাবের ভুক্তাংশ পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে), he makes the personal figure black or dark.

A. J. Pearce সাহেবের মতে তুলা-মকর-কুম্ভগত শনির ফলে "the native will possess acute perceptive faculties, strong imagination and great application; in disposition and manners he will be austere, reserved, and taciturn. Saturn people are capable of great endurance and are noted for their patience as well as obstinacy; firm in friendship, but strong in enmity, grave, often ascetic."

Max Heindel সাহেব বলেন :—

"Most of us when considering Saturn in the horoscope are inclined to look upon him as evil on account of the affliction he brings but that is only a one-sided view; what appears so is merely good in the making. When we remember that the destiny shown by our horoscope is of our making in past existences, then we shall understand that Saturn only marks the weak-spots in our horoscope, where we are vulnerable and liable to go wrong.........If it were not for the chastening influence of Saturn we should be liable to run amock and burn out the lamp of life quickly in the exuberance of spirits."

"Chastity, self-discipline, temperance, brevity, sobriety, regularity, economy, thrift, industry, prudence, perseverence, submission, devotion to duty, accuracy, responsibility, veneration and love of truth, discussing on all things with caution and solicitude" এই সকল গুণাবলী শুভ শনি হইতে আশা করা যাইতে পারে। এবং "those who are working under a beneficient Saturn are competent, efficient and able to carry out any course of action to the end, using method, tenacity and steadiness, and deep thought and meditation."

"Life manifests as motion : the Sun (ruler of life)

makes the social favourite by imbuing him with optimism and a bright sunny smile while the keynote of Saturn is obstruction and he makes recluses who sour existence with frowns and pessimism; where the Sun furthers our worldly affairs and makes things run smoothly, Saturn causes provoking delays of the most inexplicable nature and all the world seems to conspire to frustrate our plans."

অসাবধানতা, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য, অপটুতা অথবা কালক্ষেপ-বশতঃ অকৃতকার্য্য হওয়া,...দুর্ব্বল অথবা অশুভ শনির ফল। এই জন্য Alan Leo সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন :—

"They are always trying to forget duties, and they embarass and muddle themselves and others. When involved in difficulties they will beg, crave entreat, beseech, plead and importune and implore but rarely take steps to definitely accomplish by their own efforts; they induce poverty, want and sometimes starvation."

জন্মকুণ্ডলীতে শনি শুভফলপ্রদ হইলে যেমন নানাবিধ গুণ-সমন্বয় আনিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার অত্যন্ত অশুভ-ফলপ্রদ শনি মানুষের বহু দুঃখের জনক হয় এবং দাস-মনোবৃত্তির কারক হয়। সে ব্যক্তি অতিশয় নীচাশয়, ছিদ্রান্বেষী, অতিকুটিল, বিদ্বেষ পূর্ণ, দুরারাধ্য, অতি হীন-মতি, নিশ্চল বা জড়ভাবাপন্ন, লম্বাচওড়া বাক্যবাগীশ

অহঙ্কার বুদ্ধিযুক্ত,অতি স্বার্থপর, লোভী, পরস্বাপহারক, প্রবঞ্চনা-পরায়ণ ইত্যাদি নানা দোষের আকর হইয়া থাকে।

"Saturn is Jehovah, God of the Jews. He is also supreme ruler over all religious forms and ceremonies, ceremonial magic, etc. Moreover, all mystical religions, and Jesuits, priests, monks and rabbis, come under his rule."

"Saturn is also the purifying angel and its influence can be seen in martyrdom, true humility reverence, sacrifice, surrender and serenity."

"Saturn is the mighty lord of the mineral kingdom, All solids of every kind, and all dense forms of matter , (such as rocks, minerals crystals etc.), are under the direct limiting and binding influence of Saturn. The bony structure of man, the rigidity of the human forms—all come under Saturn."

"The keynote of Saturn for each individual nation or race is therefore *Dharma* or Duty."

[How to Judge a Nativity.]

অতঃপর সর্ব্বার্থচিন্তামণি—গ্রন্থে যেরূপ শনির স্বরূপ বর্ণনা আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"লোভমোহবিষমপরপীড়ানির্ঘাতনৈষ্ঠুর্য্যদুর্ম্মতিদারিদ্র্যদুর্দ্দশাময়
বাতবন্ধনমহিষযবাগুরুকৃষ্ণধান্যায়ুষ্যজীবনোপায়কারকঃ শনিঃ।"

এবং বৃহৎ পারাশর-হোরায়ঃ—

"মহিষহয়গজতৈলবস্ত্রশৃঙ্গারপ্রয়াণ-সর্ব্বরাজ্য-দারু-আয়ুধ-গৃহযুদ্ধসঞ্চার

শূদ্রনীলমণিবিম্বকেশশল্যশূলরোগ-দাসদাসী জনায়ুষ্যকারকঃ শনিঃ।"

অর্থাৎ শনি নিম্নলিখিত বস্তু-প্রভৃতির কারকঃ—

(১) দ্রব্যাদিঃ—যবাগূ (যবমণ্ড বা barley) কৃষ্ণধান্য, তৈল, বস্ত্র, কুশাদিতৃণ ও কুবৃক্ষ (timber, wood, wine), আয়ুধ, ছোলা, বুট, ইন্দ্র-নীল, লৌহ (পারিজাত), কেশ, শল্য, নীরসবৃক্ষ; coal, lead, gardens farms, houses; rest house; "ebony-wood —very lucky." চেতকী হরীতকী; বেড়েলার মূল।

(২) পশুপক্ষীঃ—মহিষী, মহিষ, ঘোড়া; হাতী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, সর্প, কূর্ম্ম, গৃধ্র (vulture).

(৩) ব্যক্তিঃ—দাসদাসী, বৃদ্ধব্যক্তি, কৃষী, যানচালক, নীচব্যক্তি (তেলিকলু ইত্যাদি) শূদ্রজাতি, ব্যাধ, পার্ব্বত্য ম্লেচ্ছজাতীয়ব্যক্তি, খল-প্রকৃতির লোক, অবরুদ্ধ ব্যক্তি, বিধবা, তস্কর, বাতুল, প্রসিদ্ধ-কর্ম্মা। Municipal or local officials, contractors, builders, miners, colliers, plumbers, coal merchants, gardeners, agriculturits, brick-makers, dyers of black cloth, tanners, sextons, ascetics, parliamentarian, managers, tailors, carriers (শ্রমসাধ্য কার্য্য ও ভারবাহক), transport agents etc.

(৪) দোষগুণক্রিয়া—স্বার্থপরায়ণতা, সতীত্ব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্যশীলতা, নিয়মে চলা, গাম্ভীর্য্য, বিবেচনার সহিত কার্য্যকরা, লোভ, মোহ, নিষ্ঠুরতা, বিঘ্ন, দুর্দ্দশা, দুষ্কৃতি, পরপীড়া, নির্ঘাত, শোক, মরণ, সঞ্চার, বঞ্চনা শৃগার, জীবনোপায় ও আয়ু এবং রসায়নকার্য্য।

(৫) ব্যাধিঃ—শূলরোগ, বাতরোগ, কৃমি, হিক্কা, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, শরীর-কম্পন, প্লীহা, বধিরতা ও বাতোদরী, শ্বাসরোগ।

"Chronic rheumatism or ailments affecting the knees, stone, gravel, gout and diseases of the bones, teeth, tendons and ligaments" (A. B. Sep. 1916) "Saturn is the planet of obstruction, crystallisation and atrophy. By his action the circulation of blood, lymph or urine is impeded and by this stagnation waste materials are retained instead of being eliminated. He has the power to stop every bodily function to a stand-still." (Max Heindel)

(৬) দেবতা—দক্ষিণাকালী; ব্রহ্মা।

(৭) রসঃ—কষায়রস; astringent sour ; কটু ও তিক্ত (বরাহ)।

(৮) বর্ণঃ—কৃষ্ণ; "নীলবর্ণ;" darkbrown, *indigo*, "green" (Esoteric Astrology).

(৯) Lucky stones :—A very dark Sapphire and a black opal ; also oxidised steel.

(১০) Lucky numbers :—8 or figures giving a total of 8 (namely 17, 197, 35, 44 etc.) "get into a house or flat bearing those numbers."

(১১) দিক, তত্ত্ব, গুণ, বয়স ইত্যাদিঃ—পশ্চিম; বায়ুতত্ত্ব, তমোগুণ ক্লীব, শুষ্কগ্রহ, বনচর ও পর্ব্বতচর; বৃদ্ধ।

(১২) ভাব-কারকঃ—(আয়ু); ৮ম, ১০ম, ১২শ (দূরভ্রমণ ;) অ.যু-জীবন-মৃত্যুকারণ বিপদ-সম্পৎ-প্রদাতা শনিঃ—"

৮। রাহু। The Caput Draconis.

(Or the Dragon's Head.)

৯। কেতু। The Cauda Draconis.

(Or the Dragon's Tail.)

"অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥
পলাশ-ধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥
ধূম্রাকারো নীলতনুর্ব্বনস্থোঽপি ভয়ঙ্করঃ।
বাত-প্রকৃতিকো ধীমান স্বর্ভানু-প্রতিমঃ শিখী।
দস্যুভয়হরো রাহু স্তেজস্বিত্ব-প্রদায়কঃ।
মহাবীরোঽতিবলবান মন্ত্রবিদ্যা-বিশারদঃ॥"

ছিন্নমুণ্ড অতএব অর্দ্ধকায়, নীলবর্ণ, ধূম্রাকার, মহাবলবান, অতি-কঠোর-প্রকৃতি, চণ্ডালের ন্যায় হঠকারী ও অতি ভয়ঙ্কর রৌদ্র স্বভাব অথচ ধীমান এবং মন্ত্রবিদ্যাবিশারদ হে সিংহিকাপুত্র রাহু, তোমাকে নমস্কার করি, যে হেতু তুমি প্রসন্ন হইলে মানব তেজস্বী হইতে পারে ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে এবং দস্যুতস্করাদির ভয় তাহার থাকে না।

কেতুর প্রকৃতি ও কতকটা রাহুর স্থায়, কিন্তু আরও ক্রূর প্রকৃতি ও জড়ভাবাপন্ন।

এই উভয়কে রবি-চন্দ্রের বিমর্দ্দক বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কেন, তাহার একটু আলোচনা করিব। বহু প্রাচীনকালে ঋষিগণ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রের কক্ষা ও ক্রান্তিবৃত্তের স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, যে দুই বিন্দুতে চন্দ্রকক্ষ ক্রান্তিবৃত্তকে ছিন্ন করে, সেখানে পূর্ণিমার সময়ে চন্দ্রের অবস্থিতি ঘটিলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং অমাবস্থার সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হয়। এই জন্যই বোধ হয় ঐ দুই বিন্দুতে দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপরাক্রান্ত অসুরের কল্পনা করা হইয়াছিল এবং সূর্য্যচন্দ্রকে গ্রাস করে বলিয়াই গ্রহণ হয় এইরূপ ধারণা সাধারণ্যে প্রচারিত করা হইয়াছিল। আর লক্ষ্য করা হইয়াছিল যে, ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া—চন্দ্রকক্ষের অপসরণ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণগতিতে সরিয়া ইহা ভচক্রে আবর্ত্তিত হয়। ভৌতিক দেহ না থাকিলে কোন বস্তুর গতি সম্ভবে না। এই স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বন করিয়া তৎকালে রাহু-কেতুকে চন্দ্রকক্ষের দুইটী সম্পাত-বিন্দুতে অবস্থিত অদৃশ্য-গ্রহ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও এতৎ-প্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"They are the two points, where the moon in its revolution round the earth, crosses the ecliptic ; *Caput* being the point where it crosses from south to north (i. e the ascending *Node*), *Cauda* is the opposite or

descending *Node* Caput is benefic, Cauda is malefic." [Vide B. J. A. Dec. 1921, sensitive points].

আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু-কেতুর ফলদাতৃত্ব-সম্বন্ধে—এই সাধারণ-বিধি দেখা যায় যে, উক্ত গ্রহদ্বয় (ক) যে যে ভাবে স্থিত হয় (খ) যে যে ভাবপতি সহ সংযুক্ত অথবা (গ) যে যে গ্রহের সপ্তম স্থানে অবস্থিত, সেই সেই ভাব অথবা গ্রহের শুভাশুভত্ব অনুসারে প্রবল ভাবে তৎতৎফল প্রদান করে।—তথাপি বৃহৎ-পারাশরী এবং সর্ব্বার্থচিন্তামণি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতক-গ্রন্থে বৃষরাশিকে রাহুর উচ্চস্থান (তুঙ্গরাশি), কুম্ভরাশিকে (অন্যমতে কর্কট) মূলত্রিকোণ এবং মেষরাশিকে মিত্ররাশি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কেতুর বিছাই তুঙ্গরাশি, সিংহ (অন্যমতে মকর) মূলত্রিকোণ এবং তুলা মিত্ররাশি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু আর একটী মতানুসারে—

"উচ্চং নৃযুগ্মং ঘটভং ত্রিকোণং কন্যাগৃহং শুক্রশনীচ মিত্রে।
সূর্য্য শশাঙ্কো ধরণীসুতশ্চ রাহোরিপু র্ব্বিংশতিকং পরাংশঃ॥
সিংহ-স্ত্রিকোণং ধনুরুচ্চসংজ্ঞং মীনো গৃহং শুক্রশনী বিপক্ষৌ।
সূর্য্যারচন্দ্রাঃ সুহৃদঃ সমানৌ জীবেন্দুজৌ ষট্‌শিখিনঃ পরাংশাঃ॥

অর্থাৎ রাহুর উচ্চস্থান মিথুনের এক অংশ হইতে ২০ অংশ পর্য্যন্ত; কুম্ভ মূলত্রিকোণ; কন্যারাশি স্বক্ষেত্র; শুক্র শনি মিত্রগ্রহ এবং রবিচন্দ্র-ভৌম শত্রুগ্রহ এবং বুধগুরু সমগ্রহ। কেতুর উচ্চস্থান ধনুরাশির এক হইতে ছয় অংশ পর্য্যন্ত; সিংহ মূলত্রিকোণ; মীন স্বক্ষেত্র ইত্যাদি।

পুরাণকার সমুদ্র-মন্থনকালে অমৃতের উৎপত্তি এবং তৎ-প্রসঙ্গে ছদ্মবেশী দৈত্যের অমরত্ব লাভের প্রচেষ্টা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভগবান বিষ্ণু দৈত্যের দেহ ও মুণ্ড সুদর্শনচক্রের দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন তাহাও সর্ব্বজন-বিদিত। চন্দ্রের পরম শত্রু রাহু

মধ্যে মধ্যে চন্দ্রকে গ্রাস করে। ইহার—astronomical ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করিয়াছি। এক্ষণে ফলিত-জ্যোতিষে ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, চন্দ্র কালপুরুষের মনঃস্বরূপ এবং মনের দ্বারাই কল্পনা ও অনুভূতি করা যায়। Imagination, intuition, feelings and emotions এই সব গুলিই চন্দ্রের অধিকারভুক্ত। রাহুর প্রকৃতি-মধ্যে দেখিতে পাই যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা, দুর্দ্দমনীয় লোভ, এবং অনুপশমনীয় তৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহিরের concrete বস্তুগুলি তাহার নিকট পরম সত্য, সুতরাং সে ইহকাল-সর্ব্বস্ব। এগুলি যে নশ্বর অর্থাৎ "passing show" ইহা তাহার ধারণার অতীত। এই ভোগকে সে আঁক-ড়াইয়া ধরিয়া অমরত্ব লাভ করিতে চায় এবং ইহার আবেগে (impulse) সে উন্মত্ত ও জ্ঞানহারা। তাহার নিকট mind-control বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা বলিয়াই সে ছিন্নমস্তা। তাহার একবারও মনে হয় না যে, hereafter বলিয়া কিছু আছে, সুতরাং বর্ত্তমানযুগে বাংলার তরুণ-সাহিত্যিকদের ভাষায় জ্বালাময়ী আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি ইহার ন্যায় ভোগ-সর্ব্বস্ব-প্রাণে নিয়ত শুনিতে পাওয়া যায়:—

"উপোসী নয়ন নামে রূপসীর* হৃদয়-গুহাতে,......
কখনো হৃদয়ে জাগে ধরায় আদিম উন্মাদনা——
পশুত্বের অতীত সাধনা।'
দানব-জীবের সাথে ধেয়ে চলি উলঙ্গ, বিকট,......
কঙ্কাল-করোটি ছুঁড়ে হত্যা-হর্ষে চঞ্চল ধমনী——
কামতালে কম্পিত রমণী।"

---

* শনিবারের চিঠির অন্যতম লেখক—শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার ন্যায় টীকাকার বোধ হয় এস্থলে "সরস সতী"র সমানার্থ—ধরিয়া লইবেন।

রাবণের ন্যায় জগতের সকল দেবত্ব, সকল রমণীয়ত্ব এবং সকল সৌন্দর্য্যকে আপনার ভোগতৃপ্তির জন্য সে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। প্রবৃত্তির আবেগে পড়িয়া সে ধর্ম্ম মানে না ও ঈশ্বরকে চায় না, নীতির ধার ধারে না, সমাজ ভয় ও রাখে না এবং কোন বাধাকেও গ্রাহ্য করে না। যেহেতু সে অপরিসীম শক্তিশালী, সুতরাং সে নির্ভীকভাবে সকলি পদদলিত করিয়া যায়। তমোগুণের আতিশয্য-বশতঃ সে "মহাঘোর রৌদ্রমূর্ত্তি" ধারণ করে এবং ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব অথবা উচ্চ-দার্শনিক-তত্ত্ব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তখন তাহার নিকট চার্ব্বাকের মতবাদ অথবা "eat, drink and be merry" ইত্যাকার Epicurean philosophy একমাত্র সারতত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে রাবণ, নহুষ, Nero, Aurangzeb প্রভৃতি শক্তিশালী অথচ দুর্জ্জন ব্যক্তিগণের অবদান-পরম্পরার প্রতি তাহার ঐকান্তিক সহানুভূতি দেখা যায়।

সুকুমার-কলার প্রয়োজনীয়তা সে বুঝিতে পারেনা, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্য একত্র সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে। শিল্পকলার মধ্যে যাহা কিছু বিশ্রী, অথবা চটকদার (সুতরাং বর্ব্বর) যাহা কিছু অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক (হয়তঃ অশ্লীল) তাহাই তাহার প্রীতিপ্রদ। যে সকল সূক্ষ্ম-অনুভূতি-গুলি ললিত-কলায় চর্চ্চা ব্যতীত এবং কল্পনা ও সুরুচির সাহায্য ভিন্ন করা সম্ভব হয়না, রাহু-গ্রস্থ ব্যক্তির সে সকল বিষয়ে ধৈর্য্য ও রুচি দেখা যায়না। এই জন্যই রাহুকে "চণ্ডাল" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যেহেতু শিষ্টতা, কোমলতা, মধুরতা, শুচিতা, সংযম-তৎপরতা এবং সৌন্দর্য্য-বোধ (æsthetic sense)—যাহা সভ্যতার উপাদান—এসকল সে সুবিধামত ভুলিয়া যায়। এই জন্যই রাহুদশায় মানবের দেহে ও

মনে মলিনতা, অশুচি এবং সৌন্দর্য্য ও মধুরতার অভাব এবং রুচিবিকার দেখা যায়।

অশিক্ষিত অভদ্র অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের একটা গুণ এই যে, তাহারা দল (party) পাকাইতে খুব তৎপর এবং দলের লোকেদের হিত-সাধন-তৎপর ও হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাকে দলে আনে তাহাকে নিজেদের সমধর্ম্মী না করিয়া ছাড়ে না। এই জন্য গুরু যদি রাহুদৃষ্ট বা যুক্ত হন তাহা হইলে বৃহস্পতির ও প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়, অথচ রাহুও বিশেষ উন্নত হয় না। ইহারা সাধারণতঃ স্পষ্টবক্তা হয় (out-spoken) এবং কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলে না। যখন দেয়, প্রচুর পরিমাণেই দেয়, কিন্তু লইবার সময় আসিলে সমস্তই কাড়িয়া লইয়া যায়। ধনভাব-গত রাহু তুঙ্গাদি-গুণযুক্ত হইলেও দেখা যায় যে, বহু অর্থদাতা হয়, কিন্তু একটী পয়সা ও জাতকের সঞ্চিত হইতে দেয় না।—জায়াভাব-গত হইলে জাতকের বহু রমণী-সংসর্গ করায়, কিন্তু কখনও নারীত্বের মহিমা অবগত হইবার সৌভাগ্য প্রদান করে না, বরং প্রত্যেকের নিকট হইতে দুঃখের আস্বাদ পাইয়া misanthrope হয়। কর্ম্ম-স্থান-গত রাহু যদিও উচপদ ও প্রচুর ধন ও সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি ইত্যাদি শুভফল দিতে পারে, তথাপি কখনও তাহাকে এক কর্ম্মে স্থির থাকিতে দেয় না এবং জনসাধারণের দ্বারা উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

যত প্রকার দুর্য্যোগ বা কুযোগ আছে, সেই সকলের সহিত রাহু ও কেতুর নিবিড় সম্বন্ধ আছে দেখা যায়।—দুই একটী এ স্থলে উল্লেখ করিব। যাঁহারা সমুৎসুক তাঁহারা—শ্রীমান গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন-প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ "জ্যোতিষ যোগ-তত্ত্ব" ২য় সংস্করণ, পাঠ করিবেন।

১। অঙ্গহীন যোগ—দ্বাদশে রাহু। ২। অস্থিভঙ্গ যোগ—৯মে রাহু। ৩। উদ্বন্ধন যোগ—লগ্নে রবি ভৌমরাহু অথবা ৬।৮।১২ শে রাহু

বা কেতুযুক্ত দশমপতি ও লগ্নপতি অথবা রাহু কেতুযুক্ত দশমপতিস্থিত নবাংশপতি—বা দশমভাবের নবাংশপতি।—৪। মস্তকচ্ছেদ যোগ—৮মে চন্দ্ররাহু। ৫। বিষপীড়া—তৃতীয়ে শনিরাহু। ৬। চক্ষুহানি যোগ—লগ্নে রবি-রাহু এবং পাপগ্রহগণ—যদি ত্রিকোণগত হয়।

আবার-শুভদৃষ্টি যুক্ত তৃতীয় ষষ্ঠ একাদশ স্থানগত বলবান রাহু সর্ব্ব-প্রকার রিষ্ট-নাশ করিতে পারে, প্রমাণ যথা,—

"রাহু স্ত্রিষষ্ঠ লাভে লগ্নাৎ সৌম্যৈর্নিরীক্ষিতঃ সদ্যঃ।
নাশয়তি সর্ব্বারিষ্টং মারুত ইব তুলং সঙ্ঘাতং॥"

শুভফলদাতা রাহু-দশা-ভোগকালে বিবিধ সুখ, স্ত্রী-পুত্র-ধনধান্যাদি-সম্পদ লাভ, নূতনগৃহ-নির্ম্মাণ, পুণ্যতীর্থাদি-পর্য্যটন, বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণ-প্রাপ্তি, বিদেশরাজ-সম্মান, মিত্রপ্রভু হইতে ইষ্টসিদ্ধি, দেশাধিপত্য, পুরাণাদিশ্রবণ, ইত্যাদি ফল সাধারণতঃ আশা করা যায়। অশুভ স্থানাদি গত হইলে রাহু—বিষজ পীড়া, প্রমেহ শুল্ম-ক্ষয়-পিত্তরোগ, ঘকদোষ, অস্ত্রাঘাত, বৃক্ষ হইতে পতন, চৌরাগ্নিরাজভয়, গুরুবন্ধু-স্ত্রীপুত্র-নাশ, বিদেশ-গমন, বুদ্ধিনাশ, বিদেশবাস, সর্পভীতি, ক্ষেত্রার্থনাশ, কুভোজন, দেহের কৃশত্ব কুপুত্রলাভ, কর্ম্মহানি, ইত্যাদি কুফল ভোগ করায়।

শুভকেতুর দশাভোগকালে ম্লেচ্ছ ও ভূম্যধিকারিগণ হইতে সদ্ভাগ্য হয়, রাজার অনুগ্রহ পায়, দেশাধিপত্য, পুত্রদারসৌখ্য, চতুষ্পদজীব হইতে লাভ দেশান্তরে গমন ও দুঃখভোগ, শত্রুক্ষয়, বিজয় ইত্যাদি—ফল লাভ হয়। অশুভ হইলে মহৎকষ্ট, জ্বরকম্পন, বন্ধুনাশ, স্থানচ্যুতি মনোভঙ্গ, নানা রোগভোগ, যানাদি হইতে পতন ও বিপত্তি, কলহ, শাস্ত্রাঘাত, বিষজপীড়া (বিসূচিকা ইত্যাদি), রাজকোপ, বিফলক্রিয়া, সুতদারার্থনাশ, কুৎসিত-ভোজন, বুদ্ধিনাশ, মানহানি প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট ফল কেতুদশার ভোগকালে দেখা যায়।

বহুকাল র‍্যাফেল (Raphael)-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রাহু-কেতুর প্রভাব-সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু আধুনিক কালে ক্রমশঃ এই ভ্রান্তি অপসারিত হইতেছে।—

(ক) B. J. A.র সুপ্রতিষ্ঠিত সম্পাদক বেলি সাহেব অকাল-মৃত্যুর দ্বাদশটী দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক জন্মকুণ্ডলীতে কেতুর সহিত পাপগ্রহগণের এবং রবিচন্দ্রের অশুভ যোগদৃষ্টি আছে।

(খ) Stature (আকার) সম্বন্ধে Mr. White (B. J. A. April 1923) বলেনঃ—

"The Head (অর্থাৎ রাহু) when rising always gives height or lankiness. The Tail (কেতু) in the same position gives a tendency to shortness of stature and stumpiness.

"Should the Head be elevated and in good aspect to the ascendant, it has the same or nearly the same effect.

But in any part of the horoscope from the middle of the first house over the zenith round to the 8th house, there is a noticeable effect on stature, but should it form an evil aspect with the ascendant, the effects will be much, if not quite neutralised. The converse is true of the Dragon's Tail."

(গ) Sibly সাহেবের মতে শনি অথবা ভৌমযুক্ত বা দুষ্ট রাহু-কেতু চতুর্থে থাকিলে শিশুরিষ্টির প্রধান কারণ হয়। ধনলগ্ন (Part of fortune) যুক্ত রাহু বহু অর্থ ও সম্পত্তি প্রদান করে। বুধযুক্ত রাহু—

"an excellent genius and a mind well qualfied for invention and improvement and more so when in congenial signs কিন্তু যদি কেতু যুক্ত বুধ হয় তাহা হইলে বাক্য-স্ফুরণে প্রায়শঃ বাধা আনয়ন করে (impediment in speech.)

Mr. White আরও দেখাইয়াছেন যে,

"The good aspects of Dragon's Head to the ascendant tend to make a highly respectable person and usually a fortunate one.

"Either (অর্থাৎ রাহু বা কেতু) placed in any part of the tenth or from 10th. to 12th. beyond into the 9th will affect progress all through life and hence to destroy reputaion.

[B. J. A. May 1923]

১। লগ্নগত রাহু সম্মান, অর্থ, পদগৌরব, ধর্ম্ম, শিক্ষা অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ফল দিতে পারে। কেতু থাকিলে স্বল্পায়ু করে, মুখ বা চক্ষুতে বিপত্তি আনে, ক্ষতি-হানি-নিন্দার এবং বহু দুঃখের কারণ হয়।

২। তৃতীয় গত রাহু আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবাসী হইতে ইষ্টসিদ্ধি করায়; পুস্তকাদি লিখন বা মুদ্রাঙ্কণ হইতে লাভপ্রদ হয়, এবং মানসিক উৎকর্ষতারও কারক হয়। কেতু থাকিলে মানসিক দুর্ভাবনা, অলাভকর ভ্রমণ, আত্মীয়-স্বজনাদি-সহ কলহ ইত্যাদি কুফল দেয়।

৩। নবমে রাহু থাকিলে শিক্ষা বিষয়ক আইন ইত্যাদিতে উন্নতি দিতে পারে এবং বিদেশ-যাত্রা voyages ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত-বিষয়ে মতিগতি আনিয়া থাকে। কখন কখন তাহার স্বপ্ন সত্য ফলিয়া যায়।

কেতু থাকিলে ঠিক ঐ সকল ফলের বিপরীত ঘটনা আনে।

৪। দশমে রাহু নানাবিধ সম্মান, খ্যাতির এবং নিজের ক্ষমতায় ও চেষ্টায় উচ্চপদ আনয়ন করে। কেতু থাকিলে নানা প্রকারে অকৃতকার্য্যতা, পরিবর্ত্তন এবং অপরের ষড়যন্ত্রে পদচ্যুতি প্রভৃতি কুফল আনে।

৫। একাদশ-স্থানগত রাহু উত্তম বন্ধু-সাহায্যে আশা ও আকাঙ্খার সম্যক পরিপুষ্টি আনয়ন করে ও বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ দেয়।

কেতু থাকিলে কপটবন্ধুর পরামর্শে আশায় বঞ্চিত হয় ও সুযোগ হারায় এবং নানারূপ বিপদগ্রস্ত হয়।

Mr. J. Holmes (vide B. J. A. May, 1925) এতৎ প্রসঙ্গে বলেন :—

"Lunar nodes have a deep and potent significance.

1. A lady who had Cauda in 8th house in Pisces and semisquare to the sun had a narrow-escape from drowning when the sun came to conjunction at 45.

2. Another gentleman with Cauda in 9th in opposition to Mars sunk his fortune in a sheep farm abroad and was nearly ruined.

3. Another gentleman with Cauda in 7th, square Neptune, had to separate from his wife.

4. In a case where Caput is in 8th. (3° away from a trine with Jupiter), it was found that when

Venus came to exact degree of Caput in 7th radix at 30, a relation died and left a legacy of £ 500.

B. J. A. হইতে আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া রাহু-কেতুর প্রভাব যে কত সুস্পষ্ট তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব—

১। "In Gladstone's horoscope when Caput formed a sextile with M. C. in 1843, he became a cabinet minister. During 1868—74, the nodes came to square M. C. with the result that malignant slanders were openly circulated against him. About 1898, under progressed M. C. trine Caput immense popularity was the feature of the age.

২। Mr. M. Convicted of poisoning her husband had the Cauda in the 10th square Ascendant.

৩। R. B. executed for murder; *Cauda* was elevated and square to Ascendant.

৪। King George of Greece had *Cauda* in 10th within 3° of the square of Asc. In 1897 he met with defeat in his engagements with Turkey.

The nodes acted with their usual consistency; honour and success, disgrace and failure are mainly in their hands."

[B. J. A. June 1923.]

উপরে যে সকল আলোচনা করা গেল, তদ্বারা রাহু ও কেতুর প্রভাব যে বিভিন্ন-জাতীয় তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রাহুকে স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী,

মহাবলশালী, ধীমান ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেতু-সম্বন্ধে কিরূপ বিশেষণ ব্যবহার করা যাইবে?—কেতুর আকৃতি সর্পের ন্যায়, প্রকৃতিও তদনুরূপ মহা-খলের মত।—হিংস্র, খলস্বভাব ব্যক্তিরা কখন out-spoken স্পষ্টবক্তা হয় না; তাহারা কপটাচারী হয় ও গোপনে লোকের অনিষ্ট করে। পরের ছিদ্রান্বেষণ তাহাদের ধর্ম্মস্বরূপ।—ইহারা কাপুরুষ, সুতরাং অপরের আশ্রয়ে থাকিয়া অথবা অপরের উত্তেজনায় জন্ত—কপট-বন্ধু সাজিয়া উমিচাঁদ হয়।—নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, হৃদয়শূন্যতা এবং বহুপ্রকার দুষ্টবুদ্ধির কারক কেতু।

যাহা কিছু—underhand dealings আছে, সে সমস্ত কেতুর অধিকার-ভুক্ত। নির্ব্বিকার চিত্তে—যদি কেহ কাহারও গাঁট কাটিতে পারে, ত সে কেতুর শিষ্য। যদি কেহ অম্লানচিত্তে কাহারও বুকে ছুরী মারিতে পারে, ত সে কেতুর জন্ত। যদি কোন স্ত্রী অসতী হইয়া—অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে স্বামীকে বিষপান করাইতে পারে, ত সে কেতুর দাসী সন্দেহ নাই।—নির্ব্বুদ্ধিতা ও জড়তা negation of intelligence এবং inertia এই শ্রেণীর জীবের স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিয়া—ইহারা অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভণ্ডামী অথবা কুপ্রথার অনুরাগী।—কপালকুণ্ডলায় বর্ণিত কাপালিক ঠিক এই জাতীয় সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। কেতুর কীর্ত্তির মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য এই যে, গোপনে গোপনে পরকীয়া ভোগ করা। কথায় বলে 'শিবের বাবা ও টের পায় না'। জৈমিনী ইহাকে 'তস্কর' উপাধিও দিয়াছেন। এই কবন্ধের বর্ণনা আর অধিক নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে—উভয়গ্রহের কারকতা শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

১০। Uranus; ইন্দ্র বা প্রজাপতি।

(or Herschel)

জার্ম্মাণ দেশীয় জনৈক বিখ্যাত বাদ্যকরের পুত্র উইলিয়ম হার্শেল নামে এক ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাবলে বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে উক্ত গ্রহের আবিষ্কার করেন। ফরাসী পণ্ডিতগণ আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই গ্রহের নাম হার্শেল রাখেন, কিন্তু লাটিন ও গ্রীক ভাষায় Ouranos মানে "স্বর্গ" বুঝাইয়া থাকে। এই মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান কালে ইহাকে য়ুরেনস আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় স্বর্গ-রাজ্যের অধিপতি স্বীকার করিয়া কেহ কেহ ইহাকে "ইন্দ্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে "প্রজাপতি" আখ্যাও দিয়াছেন। আমরা ফরাসী-মতের অনুমোদন করিয়া হার্শেল নামটী রক্ষা করিব। এই গ্রহের রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে ৮৪ বৎসর লাগে অর্থাৎ এক এক রাশিতে ইনি সপ্তবৎসর অবস্থিতি করেন।

যুগযুগান্তের সঞ্চিত আবর্জ্জনা-রাশি যখন ধর্ম্মসংক্রান্ত-ব্যাপারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে ভাব-সম্পদকে চাপা দেয়, সর্ব্বপ্রকার নির্মলতাকে ধূলি-মলিন করিয়া রাখে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বাধীন-চিন্তাকে নষ্ট করিয়া

ক্ষেত্রে, এক কথায় যখন সর্ব্বত্র সুবৃহৎ অচলায়তনের সৃষ্টি হইতে থাকে, এবং যখন সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় অর্থহীন নিয়মানুগত্য বা সমাজের অনুশাসন মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া তোলে, তখনি মানবের এবম্বিধ নিরানন্দ-যাত্রার গতি-পরিবর্ত্তনের এবং জীবনের আদর্শের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে হয়। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এইরূপ ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক যুগানয়ন করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদের জন্মকালে Uranus বা হার্শেলের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কি রাজনীতি-বিষয়ে, কি সমাজ-শৃঙ্খলায়, কি ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান বা মতবাদে কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অথবা আর্টের আদর্শে এই গ্রহশক্তি সর্ব্বত্র এক সুমহান্ আন্দোলন আনয়ন করে এবং অধিকাংশ স্থলে পুরাতনের বিসর্জ্জন ও নবীনের সংগঠন বিষম-শক্তিশালী এই গ্রহের বিশিষ্ট-প্রভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে এই গ্রহকে "the socialist, the Awakener, the uplifter" বলা হয়।

Frank Theodore Allen সাহেব (Vide A. B. Aug. 1917) এই গ্রহের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"In the horoscope of all men of superior genius and originality, we never fail to find Uranus prominently placed or strongly aspected. Briefly stated, Uranus may be defined as the planet of truth, liberty, freedom and independence, of genius, originality and superior refinement. His natives are the pioneers that defy conventions and transcend all known limits in the exploring of new territory and bringing to light and making serviceable facts and forces never

dreamt-of by those functioning on the lower levels of mentality. Whenever we find that planet occupying a prominent position, we know that precedent is destined to be set at naught, bonds broken, captives—either mental or physical—set free, and startling innovations introduced, whether in the realm of mechanics, trade, society, politics, science or relegion."

A. J. Pearce সাহেব বলেন—"They are remarkable for a love of romance and a tendency to Bohemianism."

এক্ষণে এই গ্রহের আকৃতির ও প্রকৃতির বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। শুদ্ধ হার্শেল লগ্নগত হইলে অথবা লগ্ন-সম্বন্ধী হইলে জাতক কখন হৃষ্টপুষ্ট হয় না, বরং কৃশাঙ্গ হয়, কিন্তু প্রায়ই upright (খাড়া) ও দীর্ঘাকৃতি হয়; দীর্ঘ শির, বিস্তৃত ললাট, প্রশস্ত মুখগহ্বর, বিরল শ্মশ্রু, বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কটা চক্ষু, কটা চুল, ছটফটে স্বভাব, মাংসপেশী সকলের আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) ও খামখেয়ালী, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য যুক্ত (nervous)। অনেক সময় দেখা যায় যে, মধ্য বয়সেই জাতকের মাথায় টাক পড়িয়াছে। "impulsive, eccentric, variable, cold, barren, dry, electric, positive inquisitive, mystical, inventive, critical and sarcastic" এই সকল বিশেষণ বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হার্শেল গ্রহের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হার্শেলের শুভ-কারকতায় মানুষ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের অধিকারী হয়। তাহার সহজাত-বোধ intuitton প্রখর হয় এবং নানাবিধ অধ্যাত্মবিদ্যার (mesmerism theosophy, hypnotism, free-masonry astrology, &c.) অনুশীলন করিবার

প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা জন্মে। সে ব্যক্তির অধ্যবসায় খুব বেশী এবং তাহার সখ মিটাইবার ঝোঁক উপস্থিত হইলে, নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়। সে ব্যক্তি প্রায়ই কার্য্যের অধ্যক্ষতা না করিয়া ছাড়ে না।

ইহা ছাড়া জাতকের কলকজা (বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক) তৈয়ার করিবার বা মেরামত করিবার বিশেষ পটুতা জন্মে। হার্শেলের জাতক নব নব ভাবের বা কাজের উদ্বোধন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু গতানুগতিকের প্রতি এবং প্রচলিত মত বা অনুষ্ঠানের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাবান হয় না এবং কাহারও খাতির রাখে না বা কাহারও নিকট কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না।

"If well fortified by position and aspects, it qualifies the persons for leadership in an unusual way. They find prominence in literature, science, philosophy and the occult arts. They are very independent, fond of pioneer work and research. Uranians are never satisfied with their lot and are likely to suddenly change even when pursuing one line of activity for years."

পঞ্চম বা সপ্তম ভাব হার্শেল কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে প্রায়ই অগম্যাগমন করে।

হার্শেল জায়াভাব গত হইলে অথবা জায়া-কারক গ্রহের অথবা চন্দ্রের সহিত বিরুদ্ধ দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে জাতক জায়াসুখ কখনও পায় না, হয়ত বিবাহ করে না বা বহু বিলম্বে করে এবং প্রায়ই ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া থাকে। দশম-গত হইয়া রবি-চন্দ্র-শুক্র-বৃহস্পতির সহিত শুভযোগ-দৃষ্টি-সম্বন্ধ থাকিলে জীবনে বিশেষরূপে সফলতা আনে।

পঞ্চমভাবে শুভদৃষ্টি করিলে ও বলবান হইলে লটারি ইত্যাদিতে অর্থ লাভ হয়।

এক্ষণে হার্শেলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহযোগ দৃষ্টির ফল কিরূপ হয় তাহা Dr. L. D. Broughton সাহেবের Elements of Astrology হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

(১) Conjunction sextile or trine with sun :—"Very ambitious and persevering ; a person of great ability, will take great delight in the occult and mysterious ; will care but little for female society ; likely to make some new discovery or invention; a talent for organisation ; success in public offices ; honours and popularity.

In square or opposition aspect :—"Many obstacles ; liable to heavy losses and disappointments ; powerful and bitter enemies."

In female horoscope—adulteroua tendencies.

(২) In conjunction with the Moon :—"Seldom marries ; leads an unhappy life or they separate : travelling a great deal on water ; sometimes wealthy, but again poor."

In sextile or trine :—"Way-ward and eccentric, very fond of curiosities and Sciences ; person of remarkably abstruse intellect."

In square or opposition :—"Mutable: fond of change, impulsive ; a great traveller, seldom in one place or position. If either of these planets be in cardinal or fixed signs or angles, he may become in some way noted on account of his odd and eccentric manners ; sometimes a lunatic." In male horoscope—adultery.

(৩) In conjunction with Mars :—rash, turbulent unfortunate ; ends his days in prison ; if in 7th—very bad for marriage, lawsuits and partnerships and for the military profession ; separation, injury or murder.

In Sextile or trine :—"Subtle, witty, ingenious, active, fond of great constructions and of mechanics" ; may invent something which will make him renowned.

In Square or opposition :—"Impulsive, daring, ambitious, full of hatred and destructive vehemence", mad and capable of commits suicide ; in 9th fanatic ; কন্যা বা বিছা রাশিতে যোগ হইলে কলেরার ভয় থাকে।

(৪) In conjunction with Mercury :—"A great scholar and writer on occult sciences, esp. if in M. C., Asc., or in airy signs and Virgo ; if Mercury be the significator and in those signs, the native is liable to accidents or narrow escapes of unlooked-for events."

In sextile or trine :—"Very studious, inquisitive observer, with remarkable talent for science, original ideas ; excelling as an educator if in airy signs ;" eloquent, independent.

(৫) In conjunction with Jupiter :—"gain by unlooked-for events or legacies, may become rich through wealthy friends, or prominent people ; a leader of society ; fond of inventions &c."

In sextile or trine :—"Very ambitious, generous, noble-minded and often successful : a man of extensive knowledge and influence, striving to establish some new religion &c." Clearness, depth and breadth of intellect, eloquence and independence ; fit to be an ambassador.

In square or opposition :—"comes to grief through enthusiasm in reforms, in politics, religions or creeds; much opposition and many crosses; grave, serious and thoughtful."

(6) In conjunction with Venus :—"if in Asc. M. C. or 7th—indifferent to females, eccentric and odd in dress and manners, fond of the odd or curious; if an artist, will show the oddities of human nature; liable to meet with heavy losses and disappointment after marriage."

"in Ist, 3rd, 9th, the native is generally a good musician or actor but fond of women and pleasure."

In sextile or trine :—"very artistic but conceited has a strong admiration for the beau tiful, fond of the occult sciences, likely to be a teacher or writer on the same; may have good clairvoyant powers; skilful in music and singing."

In square or opposition :—"jealous in love affairs; fond of the opposite sex, often to

his own ruin ; if a male, is not successful in dealing with females; has a keen appreciation of grace and delicacy of form; very fond of the occult and mysterious and may become noted for it; irregularities with young people & unmarried girls.

(7) In conjunction with Saturn—"many misfortunes or accidents, esp. if they are in angles or if Uranus be afflicted by an evil aspect in M. C; deformity of the face, if in asc. or in Aries, every seven years it brings some misfortune or calamity."

According to Raphael :—

in the Ist—crafty, malicious, revengeful and murderous ;

in the 2nd—perpetual poverty ;

in the 3rd—great fondness for astrology and damage from brethren ;

in the 4th—poverty and distress ;

in the 5th—death of children ;

in the 6th—dishonest servants ; heavy affliction;

in the 7th—a most unfortunate marriage ;
in the 9th—fondness for the occult sciences ; no religious convictions ;
in the 10th—disgrace, ruin and imprisonment ;

in the 12th—robbery and a host of secret foes.

In sextile and trine :—"eccentric, reserved, fond of account and deep studies, inquisitive, cunning.

In square and opposition:—"Crafty, alicious ; wayward, stubborn, fond of mysteries; if in angles or cardinal signs an enthusiast, disaster through rash undertakings ; a good clairvoyant : disgrace.

এক্ষণে রাহু কেতুর কারকতা তালিকাকারে নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। দ্রব্যাদি :—(রাহুর) লৌহ এবং স্বর্ণাদি, মৎস্য মাংস, নখচর্ম্মাস্থি, সীসা, গোমেদ, (zircon) দূর্ব্বা ও চন্দন, শ্বেতচন্দনের মূল, হরিদ্রা, মাষকলাই, কৃষ্ণতিল, কন্থা, ছত্র, আফিং, কুইনাইন, চিত্রিত জীর্ণবস্ত্র, ধনু, লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্র, কম্বল, শৈল, অটবি।

(কেতুর):—নীলমণি, বৈদূর্য্য (cat's eye), মরকত (emerald) কুশ ও কর্পূর, গাঁজাগুলিচরস, কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ বা ছিদ্রযুক্ত বস্ত্র, বিষ, বনাত, মৃগনাভি, অশ্বগন্ধামূল।

২। পশুপক্ষী:—(রাহুর) হস্তী, ঘোড়া, সর্প, বরাহ, গাধা, কুমীর।
(কেতুর):—ছাগ, মীন, কূর্ম্ম, সর্প,।

৩। ব্যক্তি:—(রাহুর) সেনা, অরণ্যবাসী, গিরিশিখরবাসী, ম্লেচ্ছজাতি, চণ্ডাল, চোর, হিংস্র, কৃতঘ্ন, রাক্ষস, মল্লযোদ্ধা, নিশাচর, গুপ্তচর, বিকলাঙ্গব্যক্তি,, নীচব্যক্তি, দাম্ভিকব্যক্তি, বিষবৈদ্য, নিদ্রালুব্যক্তি, অধার্ম্মিকলোক, শূলী, পিতামহ।
(কেতুর): চোর, বিবাদশীল, মূর্খ, ধর্ম্মহীন, পরাক্রমশালীব্যক্তি, পারদারিক, পরছিদ্রানুসন্ধানকারী, মদগর্ব্বিত ধনী, জয়েচ্ছুব্যক্তি, গন্ধব্যবহারকারী, নানারূপধারী, মাতামহ।

৪। দোষগুণক্রিয়া:—(রাহুর) গুণ—জগত-সোদরত্ব (universal brotherhood) শূরত্ব (মল্ল ও ব্যায়ামাদি কার্য্যে পটুতা), দলপতিত্ব (leadership), বীর্য্যবত্তা (prowess), পরাক্রমের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি, সাহসকর্ম্ম (daring enterprise) প্রবাসে প্রতিষ্ঠা, (১১শে) ও ঐশ্বর্য্য লাভ ও নানাসৌধ্য, গঙ্গাস্নান।
(দোষ):—স্বজনবঞ্চনা, মাতালতা, অর্থক্ষয় (২য়স্থানে), নবস্ত্রী-লোলুপতা বংশহানি, কৃপণতা বা বায়কুষ্ঠ হওয়া, কুকর্ম্মে রতি, যত্র-তত্র পরিভ্রমণ, মিথ্যাবাদিতা, চৌর্য্য, ক্রোধপরায়ণতা, তীক্ষ্ণতা, হঠকারিতা।

ক্রিয়া :—সহসা সৌভাগ্য আনয়ন করা ; ম্লেচ্ছাদি হইতে অর্থাপ্তি, বিবাদে বিজয়লাভ, উচ্চস্থান হইতে পতন, উৎপীড়ন উদ্বন্ধন, স্ত্রীহানি, শত্রুহানি, পিশাচপীড়া, মনোবিকার উদ্যোগভঙ্গ, অগ্নিপীড়া, চৌরভীতি, ঝড়ে বিপত্তি অস্থিভঙ্গ, দানক্রিয়া।

কেতুর গুণ :—আমিত্বের পূর্ণ অনুভূতি (বোধ হয় মহর্ষি জৈমিনি এই জন্য কৈবল্যমুক্তির কারক কেতু বলিয়াছেন), সকল অনুভূতি হইতে বিরতি বা বিশ্রাম।

(রাহুর) দোষ :— আলস্য, জড়তা, নির্ব্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, অত্যাচার ও কাপুরুষতা, শঠতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়-শূন্যতা, পরদারে বিষয় ঝোঁক, সর্ব্ববিষয়ে বিঘ্নানয়ন প্রবৃত্তি, অতি নীচ প্রবৃত্তি।

(কেতুর) গুপ্তহত্যা, পাশবিকতা, ডাকাতি, রাহাজানি, গলায় ফাঁসি দেওয়া (যেমন thugs করিত), পরচ্ছিদ্রান্বেষণে তৎপরতা, হিংসা-দ্বেষ, সর্পদংশন, বিষজপীড়া।

৫। ব্যাধি ও অঙ্গাধিকার (রাহুর) :—অজীর্ণ, উদরাময়, কলেরা, * বিকারজ্বর, দন্তশূল বা দন্তোৎপাটন, কৃমি, বাত ও প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, ক্ষয়রোগ, বায়ুরোগ, মৃগীরোগ, বসন্ত, (গ্রাম) মক্ষিকাজনিত পীড়া ইত্যাদি।

* মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদপত্রে কলেরারোগে হরিদ্রার আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করেন। মাত্রা :—একতোলা হরিদ্রার মিহিগুড়া। দিবসে তিনবার সেবনীয়। Erruptive fever রোগে কাঁচা হরিদ্রার ঘ্রাণ উপকারী।

কেতুরঃ—ব্রণরোগ, শূল, বিসূচিকা, কণ্ডু, চর্ম্মরোগ, স্ফোটকাদি, ক্ষুধার্ত্তি, গ্রহণী, হাড়ের রোগ, কম্পজ্বর, অপমৃত্যু (accidents), বিষজপীড়া (poisoning)।

(রাহুর অঙ্গ)ঃ—মুখনাভিপদ।

৬। দেবতাঃ—(রাহুর) ছিন্নমস্তা প্রভৃতি তামসী দেবী, জৈমিনীমতে দুর্গাদেবী, বরাহাবতার। (কেতুর) ধূমাবতী, মীনাবতার অথবা কূর্ম্মাবতার। জৈমিনীমতে "কেতুনা গণেশে স্কন্দে চ।"

৭। রসবর্ণঃ—তীক্ষ্ণকটুরস, কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ রাহু। ধূম্রবর্ণ কেতু।

৮। দিক, তত্ত্ব, গুণ ইত্যাদিঃ—বায়ু-প্রধান, তমোগুণ বনচর, পর্ব্বতচর, স্থাবরগ্রহ, নৈঋত কোণ (S. W.)।

৯। Lucky stones &c.ঃ—[রাহুর জন্য ধারণ] সীসা, লৌহ, শ্বেতচন্দনের মূল, গোমেদ [zircon].

[কেতুর];—বৈদূর্য্য cat's eye, কৃষ্ণবর্ণ মণি, অশ্বগন্ধারমূল, নাগপট্ট।

১১। Neptune ; বরুণ।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হার্শেল গ্রহের গতি-বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া জনৈক ইংরাজ যুবক (Mr. Adams of Cambridge) এবং লিভেরিয়ে (M. Le Verrier of Paris) নামক খ্যাতনামা ফরাসী জ্যোতির্বিদ স্থির করেন যে, উক্ত গ্রহকক্ষের বহির্ভাগে অপর কোন অনাবিস্কৃত গ্রহ সবলে আকর্ষণ করিয়া হার্শেলের গতি-বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লিভেরিয়ে অভুতপূর্ব্ব গণিত-প্রণালীর দ্বারা একটী নূতন গ্রহের অস্তিত্ব, পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব এবং কক্ষা-পরিভ্রমণের বর্ত্তমান নির্দ্দেশ করেন। পশ্চাৎ আদমস্ সাহেবও জটিল-প্রণালী-উদ্ভাবিত গণিত সাহায্যে উক্ত গ্রহের স্থিত্যাদি ফল-সাধন করিয়া দেন। বার্লিন নগরের মান-মন্দিরে ১৮৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে গ্রহটী ধরা পড়ে, তাহাকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেপচুন আখ্যা দেওয়া হয়। গ্রীক-ভাষায় ইহার অর্থ জল-দেবতা। ১৬৪৷৷০ বৎসরে ইহা একবারে ভচক্র ঘুরিয়া আসে এবং এক এক রাশিতে প্রায় ১৪ বৎসর বাস করে।

Max Heindel সাহেব এই গ্রহকে planet of Divinity আখ্যা দিয়াছেন। "Neptune really signifies what we may call the gods, commencing with the super-

normal beings we know as Elder Brothers and compassing the innumerable hosts of spiritual entities, good, bad, and indifferent, which influence our evolution. Malefic aspects attract agencies of a nature inimical to our welfare, benefic configurations draw upon the good forces. If Neptune is placed in the 10th house, trine to the ascendant, the body of the person involved will be capable of receiving the finer vibrations, and of coming in touch with the spiritual world. On the other hand, when Neptune is placed in the 12th house, (if at the same time under a square aspect from the midheaven), the evil forces, among whom are spirit-control, will be drawn to that person and endeavour to obtain possession of the body."

Mrs. Marie Russak নামক জনৈক বিদুষী মহিলা ১৯১২ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে London Astrological Societyর সভায় এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই গ্রহের বিশিষ্টতা-সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য :—

"Neptune governs in the physical body only such organs as are to be fully perfected at a future time—among them the pituitary body and pineal gland—one the seat of mystic revelation,

the other of occult revelation. Hence the fiery-watery nature of Neptune is the direct influence causing a person to turn to the investigation of more spiritual things, and to fulfil the positive and negative requirements of the Occultist and Mystic……Neptune is a splendid friend to the spiritually-minded, but a dangerous enemy to the base."

[Vide the Theosophist, Nov. 1912, Some Ideals of Astrology].

A. J. Pearce 'Text Book of Astrology, Ch. XVIII, P. 114) সাহেবের মতে দশমস্থ নেপচুন যদি হার্শেল কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, তাহা হইলে বিষয়-কর্ম্মে অথবা চাকুরী-ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন এবং বিপত্তি আনয়ন করে। অনেক ক্ষেত্রে জাতকের কর্ম্মচ্যুতি ঘটাইয়া দীর্ঘকাল বেকার অবস্থায় কাটে। দ্বিতীয়স্থ নেপচুণ বিশেষরূপে শুভগ্রহের যোগ-দৃষ্টি-সম্বন্ধ না পাইলে জাতকের মধ্যে মধ্যে আর্থিক ক্ষতি বা কষ্ট আনয়ন করে এবং বহু-ব্যয়শীল করায়। নবম-ভাবগত হইলে নেপচুণ জাতককে পৃথিবী পর্য্যটক করায়।

অগ্নিরাশি বা বায়ুরাশি গত হইলে শুভ নেপচুণ :—

"Tends to develop spiritual faculties of a high order and the subjects are able to follow very fine and exalted tracks of thought. They are subject to lucid dreams, inspirations and spirit admonitions."

যদি বুধ বা চন্দ্রের সহিত বিরুদ্ধ দৃষ্টি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে—"Neptune causes nervous excitability leading to fatal results, exhaustion of the nerve forces, general debility and pining or syncope."

"The same results follow if Neptune is afflicted in the 3rd or 9th; also if Neptune forms evil directions to the sun or the moon."

যদি নেপচুন পীড়া দাতা হন, এবং চররাশিতে থাকেন তাহা হইলে Circulatory and absorptive systems আক্রান্ত হয়। যদি স্থির-রাশিগত হন, তবে the glandular and Secretive processes এবং যদি দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকেন তবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ঘটিত পীড়া হইতে পারে। র‍্যাফেল সাহেব বলেন যে, মৃত্যুকালে প্রায়শঃ নেপচুনের "prominent *direction*" লক্ষিত হয়।

Mr. George Wildes বলেন যে, নেপচুন যদি রবির সহিত শুভ দৃষ্টি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হন তাহা হইলে গ্রহদ্বয়ের আশ্রিত-ভাবনির্দ্দিষ্ট বস্তুগুলি লাভপ্রদ হইতে পারে। যথা, দশম ভাবে থাকিলে ভাল চাকুরী করিতে অর্থলাভ হয়। ঐ প্রকার যোগ শুক্র সহিত হইলে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি অথবা বিবাহের পর সম্পত্তি বা যৌতুক ইত্যাদি লাভ হয় এবং তদ্বারা স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

Alan Leo বলেন:—it somewhat favours travelling pre-natal reminiscences; it improves the artistic, poetic, æsthetic side of the nature and may aid in giving a touch of genius in matters pertaining to religion, poetry, music, art or the stage.

শুক্রের সহিত নেপচুনের শুভ সম্বন্ধ :—' emotional and romantic in love-affairs, good for partnerships and general prosperity ; there is love of beauty in art, music, the stage, &c., with a sensuous or emotional element in it."

চন্দ্রের সহিত উক্ত প্রকার যোগে :—the nature is swayed by passing mood, and impulses, fortunate for acting, music, art &c., and for most psychic studies and occupations.

জায়া-ভাব-গত নেপচুন শুভ নহে। বিচ্ছেদ অথবা নানা প্রকার অসামঞ্জস্য দম্পতির মধ্যে আনয়ন করে।

হার্শেল যেমন বায়ু রাশিতে বিশেষতঃ কুম্ভ রাশিগত হইলে বলবান হয়, নেপচুনও তদ্রূপ বলশালী হন, যদি কর্কট বা মীন রাশিতে থাকেন।

Mr. V. E. Robson B. Sc. নেপচুনের আকৃতির বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন :—"Gives medium height and thinness, sometimes inclined to softness and plumpness. The face is long and thin, nervous-looking as if strained or startled, often prematurely wrinkled, and with light soft and silky hair, blue eyes, usually very sleepy or dreamy-looking, a clear complexion, and a light coloured skin." কেহ কেহ বলেন "broad high forehead quick eyes, prominent nose, colour, dark blue, convertible negative, neurotic."

নিম্নে হার্শেল ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের কারকতার সংক্ষিপ্ত-তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

HERSCHEL

1. Persons :—Lecturers ; leaders of popular opinion, government or civic officials, inventers, electricians, Astrologers. mesmerists, phrenologists, the aristrocrat, the autocracy, the disciplined administrative machinery (viz : police, the military &c.) ; organisations, hermits, maids or bachelors, recluses.

NEPTUNE

1. Persons :—Enchanters, the spiritualists, the psychist, the Clairvoyant, the mediumistic. the easily-led portion of humanity.

HERSCHEL

2. Things :—Electric appliances, motors, æroplanes &c., furnaces, laboratories, old books and furniture, old pictures, desolate buildings ; Radium and radioactive Substances.

NEPTUNE

2. Things :—String bowed instruments, (violins, সেতার, এসরাজ, &c), tobacco, opium, Indian hemp, cocaine, shipping &c.

HERSCHEL

3. Events :—Changes, tragedies, surprises, aviaotion catastrophes, romances. bereavements, danger of falls from horses.

NEPTUNE

3. Events :—Sudden deaths, assasination, roaming about exiles, chaos.

HERSCHEL

4. *Special* dominions :—Separations, marital irregularities, writing, speaking, ruptures, alienations, inventions, journeys, advancement, unexpected events, trades connected with risk of life, accidents causing detention in out of the way places or foreign lands.

NEPTUNE

4. Special dominions :—Ambushes, deceptions, frauds, disguises, espionage, treachery, inspiration.

HERSCHEL

5. Colour :—Golden (Esoteric Astrology) violet or mixed colours.

NEPTUNE

5. Colour :—Indigo, mauve or lavender.

	HERSCHEL	NEPTUNE
.	Flavour :—Cold, astringent, blackish.	Sweet.